NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

রবি সাহিত্য সংস্কৃতি · সোম স্বাস্থ্য বীমা · মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি · বুধ ভ্রমণ · বৃহস্পতি খেলার জগৎ · শুক্র সিনেমা অনুরাগ · শনি তারকা আকাশ

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

দেখুন

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ পুণ্যার্থীদের জন্য সাগর দ্বীপে রাস্তা মেরামত ও সংস্কারের পরিকল্পনা

নদিয়ায় দুধ প্রক্রিয়াকরণ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন কেন্দ্রের উদ্বোধন ২

কলকাতা ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ ৭ পৌষ ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ১৮৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.12.2025, Vol.19, Issue No. 189, 8 Pages, Price 3.00

বাংলাদেশে গুলিবিদ্ধ আরও এক ছাত্র নেতা

হাদির হত্যার বিচার ফাস্ট ট্র্যাকে

ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর: ওসমান হাদির মৃত্যুতে জ্বলছে বাংলাদেশ। সেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতেই গুলিবিদ্ধ হলেন আরও এক ছাত্রনেতা। মোতালেব শিকদার নামে ওই ছাত্রনেতার মাথায় গুলি লাগে সোমবার। অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের গুলি এসে লাগে তাঁর মাথার বাঁদিকে। আপাতত তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল, মোতালেবের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো সূত্রে খবর, সোমবার বেলা সোয়া ১২টা নাগাদ একটি বাড়ির মধ্যে গুলিবিদ্ধ হন মোতালেব। খুলনার সোনাডাঙা এলাকায় দিনকয়েক পরেই জাতীয় নাগরিক পার্টির শ্রমিক শাখার একটি মিছিল হওয়ার কথা ছিল। সেই মিছিলের প্রস্তুতি দেখাশোনা করছিলেন মোতালেব। সেময়েই অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের গুলি এসে তাঁর মাথার বাঁদিকে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় জাতীয় নাগরিক পার্টির শ্রমিক শাখা জাতীয় শ্রমিক শক্তির অন্যতম নেতা মোতালেবকে।

৪২ বছর বয়সি মোতালেব জাতীয় শ্রমিক শক্তির খুলনা ডিভিশনের কনভেনর ছিলেন। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল, তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। তবে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গুলি লাগলেও মোতালেবের মাথা থেকে বুলেট বের করা হয়েছে। আপাতত তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। উল্লেখ্য, এভাবেই অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন ছাত্রনেতা ওসমান হাদি। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের তরুণ নেতা শরিফ ওসমান হাদির হত্যার বিচার হবে সে দেশের ফাস্ট ট্র্যাক ট্রাইবুনালে। সোমবার এমনটাই জানিয়েছে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। হাদি হত্যার তদন্তে অসন্তুষ্ট নিহত নেতার দল ইনকিলাব মঞ্চ। সোমবার দুপুরে তারা জানায়, অন্তর্বর্তী সরকারকে তারা সমর্থন করবে, নাকি এই সরকার ফেলে দিতে আন্দোলন শুরু করবে, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হবে। ঘটনাচক্রে, এই হুঙ্কারের কিছু ক্ষণ পরেই ইউনূস সরকার ঘোষণা করে, বাংলাদেশের ফাস্ট ট্র্যাক ট্রাইবুনালে হাদি হত্যার বিচার হবে।

হাদির হত্যাকারীরা বাংলাদেশেই রয়েছেন, নাকি বিদেশে পালিয়েছেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে কোনও তথ্য নেই সে দেশের তদন্তকারীদের কাছে। অথচ, ইউনূস সরকারই সম্প্রতি ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় বর্মাকে ডেকে পাঠিয়ে এ বিষয়ে মন্তব্য করেছিল। হাদির হত্যাকারীরা ভারতে প্রবেশ করলে তাঁদের যেন বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে দেওয়া হয়, সে কথাও বলা হয়েছিল। অথচ রবিবার বাংলাদেশের পুলিশ জানিয়েছে, হাদি হত্যায় অন্যতম দুই অভিযুক্ত ফয়সাম মাসুদ করিম এবং আলমগীর শেখ কোথাও রয়েছেন, তা জানা নেই তদন্তকারীদের।

এ অবস্থায় সোমবার দুপুরে শাহবাগ চত্বর থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে তদন্তকারী সংস্থা এবং অন্তর্বর্তী সরকারের ভূমিকায় প্রশ্ন তোলে ইনকিলাব মঞ্চ। হাদি হত্যায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারির দাবিতে আগেই ২৪ ঘণ্টা সময়সীমা দিয়েছিল তারা। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছু অগ্রগতি না হওয়ায় উষ্মাপ্রকাশ করে নিহত নেতার সংগঠন। ইনকিলাব মঞ্চের অন্যতম নেতা আবদুল্লাহ আল জাবের তদন্তকারী সংস্থাগুলির সমালোচনা করে বলেন, ‘মানুষের করের টাকায় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি চলে। যদি তারা হত্যাকারীদের শনাক্ত করতে না পারে, তবে সংস্থাগুলিকে রাখারও কোনও প্রয়োজন নেই।’

বন্ধ ভিসা-কেন্দ্র

■ **দিল্লির ভিসা-কেন্দ্র এ বার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিল বাংলাদেশের হাইকমিশন। সোমবার আচমকাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। ভিসা-কেন্দ্রের পাশাপাশি দিল্লিতে অন্য কনসুলার পরিষেবাও আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাকা। সরকারিভাবে এ বিষয়ে কোনও ঘোষণা করা হয়নি। তবে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে এমনটাই জানিয়েছে ‘প্রথম আলো’। কী কারণে ঢাকার তরফে আচমকা দিল্লির ভিসা-কেন্দ্র বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, দিল্লিতে ভিসা এবং কনসুলার সেবা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।**

‘হিন্দু রক্তে আগুন জ্বলছে’, দীপু-খুনে রাজপথে শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশে উগ্র মৌলবাদীদের হাতে বীর হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসের নৃশংস লিঞ্চিং ও দেহদাহের প্রতিবাদে কলকাতার হৃদয়ে উত্তাল রাস্তায় নামলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার দুপুরে নবান্ন চত্বরে সাংবাদিকদের কড়া বার্তা দিয়ে তিনি সরব হন, তারপর বিশাল মিছিলের নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের অভিমুখে।

উত্তাল কলকাতার রাজপথ, নিজাম প্যালেস থেকে বেকবাগান পর্যন্ত দীর্ঘ পথে ‘দীপুর হত্যার বদলা চাই’, ‘বাংলাদেশে হিন্দু নিধন চলবে না’, ইত্যাদি স্লোগানে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশন থেকে কিছুটা দূরে ব্যারিকেডের সামনে বসে পড়ে কয়েক হাজার বিক্ষোভকারী, রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে চারপাশে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। মঞ্চ সামলাতে সামলাতে শুভেন্দুর কণ্ঠে ঝরে পড়ে হুঁশিয়ারি, ‘দীপু দাসের খুনিদের আমরা ক্ষমা করব না, বাংলাদেশ সরকারকে রক্তের হিসাব দিতে হবে, নইলে আমরা জানি তাদের সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয়।’ তিনি আরও ঘোষণা করেন, ‘হিন্দুদের ওপর হামলা যদি না থামে, ২৬ ডিসেম্বর দশ হাজার মানুষ নিয়ে আবার এই ডেপুটি হাই কমিশনের সামনে ফিরে আসব, এবার আওয়াজ আরও উঁচু হবে।’

বক্তৃতার মাঝে অধিকারী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ‘বাংলা জুড়ে হিন্দু সংগঠনগুলো ২৪ ডিসেম্বর সাময়িক পথ অবরোধ করবে, যাতে ঢাকার শাসকদের কানে পৌঁছয় আমাদের প্রতিবাদের বজ্রধ্বনি।’ তিনি দাবি করেন, ‘বাংলাদেশে হিন্দুদের ঘরবাড়ি ভাঙা, ব্যবসা লুট ও মিথ্যা নাস্তিকতার অভিযোগে তরুণদের পুড়িয়ে মারা, এই রক্তখেলাকে থামাতে হবে, নইলে সীমান্তের এ পাশে প্রতিবাদের আগুন আরও ছড়াবে।’

দীপুর ছবি হাতে ধরে মিছিল করতে দেখা যায় যুবদলকে, থানা ও হাসপাতালের সামনে ধ্বংসস্তূপ থেকে ফিরে আসা পোড়া দেহের কথা স্মরণ করে অনেকে চোখের জল মুছেছেন। স্লোগানে গর্জে ওঠে যুবদল, ‘দীপুর আত্মা ন্যায় চাইছে’, অধিকারীর বার্তা স্পষ্ট ‘বাংলাদেশের মাটিতে হিন্দু বলে কারও গলা আর কাটা যাবে না, এই শপথ নিয়েই আজ কলকাতার রাজ্ঞা স্তায় আমরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি।’

বিক্ষোভকারীরা ডেপুটি হাই কমিশনের অদূরে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানের কুশপুতুলে আগুন ধরিয়ে দেন, নিরাপত্তার স্বার্থে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ ও র‍্যাফ। একই দিনে কংগ্রেস-ঘনিষ্ঠ সংগঠন-সহ একাধিক রাজনৈতিক দলও সেখানে পৃথক বিক্ষোভে অংশ নেন, ফলে বাংলাদেশের প্রতিনিধি কার্যালয়ের সামনে বাড়ে নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক চাপ।

‘অপদার্থ হোম মিনিস্টার, দেশ চলছে রিমোট কন্ট্রোলে’

মমতার নিশানায় ‘ভ্যানিশকুমার’

নিজস্ব প্রতিবেদন: নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে সোমবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে কার্যত তুলোধোনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম না ঘুরিয়ে, সরাসরি তাঁকে আক্রমণ করে মমতার কটাক্ষ, ‘ওই হোম মিনিস্টার অপদার্থ। এত বাজে হোম মিনিস্টার জীবনে দেখিনি। স্বৈরাচারী, দুরাচারী, বাকিটা তুলে রাখলাম।’

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগের আঙুল তুললেন দিল্লির দিকে। কমিশনের একের পর এক নির্দেশ বদল, ভোটার তালিকা সংশোধনের অ্যাপে বিভ্রাট, সবকিছুকেই তিনি বিজেপি-নির্দেশিত ‘চিত্রনাট্য’ বলে ব্যাখ্যা করেন। মমতার কথায়, ‘বিজেপি অফিস থেকে যা বলা হচ্ছে, কমিশন তাই করছে।’

এদিন দিল্লির ক্ষমতার অলিন্দে কার প্রভাব কতটা, সেই প্রশ্নেও তীব্র কটাক্ষ করেন তৃণমূল নেত্রী। অমিত শাহকে নিশানা করে তাঁর বিস্ফোরক মন্তব্য, ‘উনি সব কন্ট্রোল করছেন। আমার সন্দেহ আছে, প্রধানমন্ত্রীও কন্ট্রোল করেন না। প্রধানমন্ত্রীকে উনিই কন্ট্রোল করেন। দেশটাকেও উনিই চালাচ্ছেন।’

বিজেপির রাজনীতি নিয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে মমতার তীব্র মন্তব্য, ‘‘হিন্দুস্তানিরা শবদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় বলে, ‘রাম নাম সত্য হ্যায়’। বিজেপি দেশটাকে সেই বিনাশের কালের দিকেই ঠেলে দিচ্ছে।’

ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে নিয়ম ও অ্যাপ বারবার বদলের পিছনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ‘কলকাঠি’ রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না, বরং ‘দিল্লির অঙ্গুলিহেলনে, স্বরাষ্ট্র দপ্তরে বসে তৈরি করা ছকেই কাজ চলছে।’

মমতার তোপ, ‘বিজেপির খোকাবাবুদের আবদার, আরও দেড় কোটি নাম কেটে দাও। হাত ঘোরালে নাড়ু পাওয়া যাবে, আর সেই নাড়ু দিয়েই ভোটে জেতা যাবে। এই মানসিকতা নিয়েই বাংলাকে দখল করার চেষ্টা চলছে।’ তাঁর দাবি, এই প্রক্রিয়ায় বাংলার মানুষকে অপমান করা হচ্ছে এবং রাজ্যের ঐতিহাসিক পরিচয় মুছে দেওয়ার ছক কষা হয়েছে।

ডিলিমিটেশন প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তুলে ধরেন কলকাতার বাস্তব চিত্র। তিনি জানান, এক সময় কলকাতায় যেখানে ১০০টি ওয়ার্ড ছিল, সেখানে এখন সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৪৪। ২০০৯ সালের সীমানা পুনর্বিন্যাসে বহু ভোটারের কেন্দ্র বদলেছে। অথচ সেই পরিবর্তনের সঙ্গে ভোটার তালিকার সঠিক সমন্বয় হয়নি বলেই অভিযোগ তাঁর। বিষয়টিকে ‘গ্রেট ব্লান্ডার’ আখ্যা দিয়ে মমতার প্রশ্ন, ‘২০০২ সালের পর যে ডিলিমিটেশন হয়েছে, কমিশন কি সেটা মাথায় রেখেছে?’

ইংরেজি বানানের সামান্য ত্রুটির কারণে ভোটার তালিকা থেকে নাম ছাঁটাইয়ের ঘটনাতেও কমিশনের আধিকারিকদের কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, ‘গ্রামের মানুষ, হকার, বস্তিবাসীরা ইংরেজি বুঝবে কী করে? বাংলার ‘এ’ আর ‘আ’ লিখতে গিয়ে কেউ ‘এ’ লেখে, কেউ ‘ই’। এই জন্য নাম কেটে দেওয়া হবে?’ এর পরই তিনি তীব্র প্রশ্ন ছুড়ে দেন, ‘এর ফলে যদি কাউকে আত্মহত্যা করতে হয়, তার দায় কে নেবে? ৪৬ জন মানুষের মৃত্যুর দায় কি কমিশন নেবে?’

‘প্রত্যেকদিন মাইক বিভ্রাট কেন হচ্ছে? সাবোটাজ না তো?’

■ **সোমবার দুপুরে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূলের বুথ লেভেল এজেন্ট বা বিএলএদের সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটের আগে এসআইআর প্রক্রিয়া ও ভোটার তালিকার সংশোধন নিয়ে দলীয় কর্মীদের কঠোর বার্তা দিচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু সেই গুরুগম্ভীর রাজনৈতিক আলোচনার মধ্যেই ছন্দপতন ঘটল। ‘প্রত্যেকদিন মাইক বিভ্রাট কেন হচ্ছে? এটা সাবোটাজ হচ্ছে না তো?’ প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে মাইক ভাঙার ঘটনায় সরাসরি প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী। সভা চলাকালীন স্টেডিয়ামের পিছনের গ্যালারিতে বসা কর্মীরা জানান, মঞ্চ থেকে আওয়াজ স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে না। ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মাইক হাতে নিয়ে সাউন্ড সিস্টেমের দায়িত্বে থাকা কর্মী ও পুলিশ আধিকারিকদের ধমক দেন।**

শুনানি শেষ, স্থগিত মেসি-মামলার রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ব ফুটবলের মহাতারকাকে এক ঝলক মাঠে দেখার আশায় ভিড় করেছিলেন হাজার হাজার দর্শক। কিন্তু সেই প্রত্যাশা ভেঙে পড়ার পর তৈরি হওয়া অশান্তি, জলের সংকট এবং ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে শেষ হল কলকাতা হাইকোর্টের শুনানি। তবে এই বিতর্কের পরিণতি কী হবে, তা এখনই জানাল না আদালত। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ রায় ঘোষণা স্থগিত রেখে দিল।

শুনানিতে বিরোধী দলনেতার তরফে উপস্থিত আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য আদালতকে জানান, ‘চার মাস ধরে এমন প্রচার চলেছিল, যেন মেসি যুবভারতীর মাঠে নেমে দর্শকদের সামনে বল খেলবেন।’ তাঁর অভিযোগ, বাস্তবে ঘটেছে তার ঠিক উল্টো। মাঠের অনুষ্ঠান পিছনের সারিতে চলে যায়, আর প্রধান গুরুত্ব পায় বাইরের কর্মসূচি। তাঁর কথায়, ‘মূর্তি উন্মোচন আর হোটেলের ফটোশুটের কারণে মেসির মাঠে ঢুকতেই দেরি হয়। শেষে সময়ের অভাবে তাঁকে তাড়াহুড়ো করে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়।’

মামলাকারী ময়ূখ বিশ্বাসের আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে আরও কড়া প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্য, ‘যে টিকিটে রাজ্যের ক্রীড়া দপ্তরের সিল থাকে, সেই অনুষ্ঠান ব্যক্তিগত হতে পারে না।’ এই যুক্তিতে তিনি পুরো আর্থিক ব্যবস্থাপনার অডিট চেয়ে সিএজি এবং সম্ভাব্য আর্থিক অনিয়ম খতিয়ে দেখতে বিশেষ তদন্ত সংস্থার হস্তক্ষেপের আবেদন জানান।

রাজ্যের তরফে সওয়ালে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘ঘটনার গুরুত্ব বুঝেই মুখ্যমন্ত্রী প্রথমেই প্রকাশ্যে দুঃখপ্রকাশ করেন।’ তিনি আদালতকে জানান, ইতিমধ্যেই একজন প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। জল সংক্রান্ত অভিযোগ প্রসঙ্গে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ‘নিরাপত্তার কারণে স্টেডিয়ামের ভিতরে কোনও পানীয় ঢোকানোর অনুমতি ছিল না।’ পাশাপাশি জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে মেসিকে জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তার বলয়েই রাখা হয়েছিল।

শুনানিতে উঠে আসে পাস বণ্টনের অঙ্কও। আদালতকে জানানো হয়, মোট ৪০০টি পাস দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে সীমিত সংখ্যক ‘ক্লোজ প্রক্সিমিটি’ পাস এবং বাকি ছিল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের জন্য। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ও পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের জন্য আলাদা করে এই বিশেষ পাস বরাদ্দ ছিল বলে জানানো হয়।

সব যুক্তি-পাল্টা যুক্তি শোনার পর ডিভিশন বেঞ্চ সিদ্ধান্ত জানাতে সময় নেয়। মেসির আগমনের সময় যুবভারতীতে যে বিপুল উচ্ছ্বাস দিয়ে দিন শুরু হয়েছিল, তা হতাশা আর প্রশ্নচিহ্নে শেষ হয়েছিল, তার আইনি পরিণতি আপাতত স্থগিত থেকে গেল।

৭২ ঘণ্টায় আত্মসমর্পণ, বিডিওকে হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: দত্তাবাদের স্বর্ণকার স্বপন কামিল্যার অপহরণ এবং খুনের মামলায় উত্তরবঙ্গের রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মণের আগাম জামিন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। কেন তাঁর আগাম জামিন মঞ্জুর করা হয়েছিল, তা নিয়ে হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়ল বারাসত আদালত। আগাম জামিন খারিজ করে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানান, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে প্রশান্তকে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

পুলিশের আবেদনের মামলায় প্রশান্তকে আগাম জামিন দেওয়ায় প্রথম থেকেই হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়েছিল বারাসত আদালত। সোমবার বিচারপতি ঘোষের পর্যবেক্ষণ, খুনের মতো ঘটনায় জামিন বা আগাম জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতকে যে বিষয়গুলির উপর নজর রাখতে হয়, এই ব্যাপারে তার কোনওটাই বারাসত আদালত দেখেনি। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ অস্বীকার করে জামিন দিয়েছিলেন বারাসত আদালতের বিচারক।

গত ২৯ অক্টোবর নিউ টাউনের যাত্রাগাছি থেকে উদ্ধার হয় স্বর্ণকার স্বপনের দেহ। তাঁর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই মামলায় নাম জড়ায় প্রশান্তের। তিনি এই ঘটনার ‘মূল অভিযুক্ত’। তবে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ বা গ্রেপ্তারের আগেই প্রশান্ত বারাসত আদালতে আগাম জামিনের আর্জি জানান। সেই আর্জি মঞ্জুর করে বারাসত আদালত। তবে সেই জামিনের আর্জির বিরোধিতা করে হাইকোর্টে আবেদন করে বিধাননগর পুলিশ।

বিচারপতি ঘোষের আরও পর্যবেক্ষণ, ‘অভিযুক্ত একজন ডব্লিউবিসিএস অফিসার বলেই তাঁকে জামিন দেওয়া হয়েছে।’ বিচারপতির প্রশ্ন, এই খুনের মামলায় সহযোগীরা জেলে রয়েছেন। কিন্তু মূল অভিযুক্ত জামিনে? তা সম্ভব? মূল অভিযুক্ত জামিনে থাকলে ন্যায়বিচারে প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কাপ্রকাশ বিচারপতির। প্রশান্তের আইনজীবীর তরফে সাত দিন সময় চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই আর্জিতেও সাড়া দেননি বিচারপতি ঘোষ। তিনি স্পষ্ট জানান, আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে প্রশান্তকে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

দলের সঙ্গে প্রার্থী ঘোষণা হুমায়ুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে নিজের নতুন রাজনৈতিক দলের নাম ঘোষণা করলেন তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ডেড ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। সোমবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় এক জনসভা থেকে তিনি জানিয়ে দেন, তাঁর নতুন দলের নাম ‘জনতা উন্নয়ন পার্টি’। একইসঙ্গে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে একগুচ্ছ রাজনৈতিক ঘোষণা করে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন উত্তাপ ছড়ান তিনি।

দলের নাম ঘোষণার পাশাপাশি হুমায়ুন কবীর স্পষ্ট করেন, তিনি নিজে ভোটে লড়বেন ভরতপুর ও রেজিনগর, এই দুই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে। এর আগেই রাজনৈতিক মহল ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘জনতা উন্নয়ন পার্টি’ নামটি ঘুরছিল। এদিন মঞ্চে দাঁড়িয়ে সেই জল্পনায় সিলমোহর দেন হুমায়ুন। দলের সংক্ষিপ্ত নাম তিন অক্ষরের হবে, এই ইঙ্গিত তিনি আগেই দিয়েছিলেন। ফলে ‘জেইউপি’ নামটি ইতিমধ্যেই তাঁর অনুগামীদের মধ্যে প্রচারে।

শুধু দল গঠন নয়, লক্ষ্য যে অনেক বড়, তা স্পষ্ট করে দেন হুমায়ুন কবীর নিজেই। সমর্থকদের উদ্দেশে তাঁর সাফ কথা,‘২০২৬ সালের নির্বাচনে অন্তত ৯০টা আসন জিততে না পারলে সবই বৃথা।’ তাঁর দাবি, এই সংখ্যা ছুঁতে পারলেই রাজ্য রাজনীতিতে নির্ণায়ক শক্তি হয়ে উঠবে জনতা উন্নয়ন পার্টি। এমনকি সরকার গঠনের চাবিকাঠিও তখন তাঁদের হাতেই থাকবে বলে দাবি করেন তিনি।

এই বক্তব্যের রেশ ধরেই হুমায়ুন কবীর মুর্শিদাবাদ-কেন্দ্রিক রাজনীতি নিয়ে একাধিক বিতর্কিত মন্তব্য করেন। তাঁর ইঙ্গিত, ৯০ আসনের লক্ষ্যে পৌঁছনো গেলে রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণই বদলে দেওয়া সম্ভব হবে। অন্যথায় ক্ষমতায় যে দলই থাকুক, সাধারণ মানুষের ভাগ্য বদলাবে না, এমন দাবিও করেন তিনি।

যদিও হুমায়ুনের নতুন দলের নমকে কটাক্ষ করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘ওটা জামাত উন্নয়ন পার্টি নাম হওয়া উচিত ছিল। নামটা সঠিক করে নিক।’

এদিনের সভা থেকেই জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রাথমিক প্রার্থী তালিকাও প্রকাশ করেন হুমায়ুন কবীর। খড়গপুর গ্রামীণ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে দলের প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয়েছে ইব্রা হাজির। মালদহের বৈষ্ণবনগরে প্রার্থী হচ্ছেন মুস্তারা বিবি এবং মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রে লড়াই করবেন মনীষা পাণ্ডে। ভগবানগোলা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন আরও এক হুমায়ুন কবীর, যিনি পেশায় ব্যবসায়ী। রানিনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকেও যাঁর নাম ঘোষণা করা হয়েছে, তিনিও হুমায়ুন কবীর, একই নাম ঘিরে রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুরের ধনিরাম বিধানসভা কেন্দ্রে দলের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে ডঃ ওয়েদুল রহমানের নাম। কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র বালিগঞ্জে জনতা উন্নয়ন পার্টির হয়ে লড়বেন নিশা চট্টোপাধ্যায় এবং উত্তর ২৪ পরগনার ইছাপুরে দলের প্রার্থী হচ্ছেন সিরাজুল মণ্ডল।

এদিন নিজের দল ঘোষণার পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, ‘সৎ সাহস থাকলে আপনার পছন্দের চ্যানেলে আমার সঙ্গে মুখোমুখি বসুন। আপনার সমস্ত কালো খাতা খুলে দেব। আপনার পরিবারের বিশাল সম্পত্তি কীভাবে এল সব জানাব বাংলার মানুষের কাছে। হিজাব পড়ে ইদের নামাজে বড় বড় কথা বলেন। কিন্তু মুসলিমদের জন্য আপনি কিছুই করেননি। কটা মুসলিমকে চাকরি দিয়েছেন? আপনার কথায় মুসলিমরা ওয়াকফ আন্দোলনে নামেনি। অথচ আপনি ওয়াকফ নিয়ে কিছুই করেননি। মুসলিমরা জবাব দেবে। আজ তারা শিক্ষিত ক্ষমতাশালী। ২ লক্ষ ৮৬ হাজার মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক রয়েছে। হুমায়ুন কবীরকে ওক লক্ষ মুসলিম সমর্থন করলে আপনি চিৎপটাং হয়দ ভাগীরথীতে পড়বেন।’

হাঁসখালি-সামশেরগঞ্জে দোষী সাব্যস্ত, সাজা আজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নদিয়ার হাঁসখালি গণধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় সোমবার মোট ৯ জনকে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত। দোষীদের মধ্যে রয়েছেন তৃণমূল নেতার পুত্রও। আজ তাঁদের শাস্তি ঘোষণা করবেন বিচারক।

অন্যদিকে, সামশেরগঞ্জে হরগোবিন্দ দাস ও তাঁর ছেলে চন্দন দাস হত্যাকাণ্ডের দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া শেষে সোমবার জঙ্গিপুর মহকুমা আদালত ১৩ জনকে দোষী সাব্যস্ত করল। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতার আবহে ঘটে যাওয়া এই হত্যাকাণ্ডে উভয়েই কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল, অভিযোগ অনুযায়ী। আজ আদালত তাদের সাজা ঘোষণা করবে।

২০২২ সালের ১০ এপ্রিল নদিয়ার রানাঘাট পুলিশ জেলার হাঁসখালি থানা এলাকায় গণধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করা হয়। জানানো হয়, ৫ এপ্রিল স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের পুত্রের জন্মদিনের পার্টিতে নিমন্ত্রিত নাবালিকাকে গণধর্ষণ করা হয়েছে। পঞ্চায়েত সদস্যের পুত্র এবং তাঁর কয়েক জন বন্ধু মিলে নাবালিকাকে গণধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ। শুধু তা-ই নয়, রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ির সামনে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছিল

নির্যাতিতাকে। পরে তার মৃত্যু হলে প্রমাণ লোপাটের জন্য তাড়াতাড়ি দেহ সৎকার করা হয়। এই ঘটনা রাজ্য জুড়ে তোলপাড় ফেলে দিয়েছিল। নির্যাতিতার মা-বাবা হাঁসখালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। পরে পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে মামলা করেন হাইকোর্টে। সেখান থেকে ঘটনার তদন্তের ভার দেওয়া হয় সিবিআইকে। নির্যাতিতার পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পুলিশকে নির্দেশ দেয় আদালত। ঘটনাক্রমে সিবিআই চার্জশিট দেয়। সেই মামলায় ৯ জনকে দোষী সাবস্ত করল রানাঘাট মহকুমা আদালত।

দোষীদের মধ্যে কয়েক জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির পাশাপাশি পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছিল। দোষীদের নাম সোহেল গয়ালি, প্রভাকর পোদ্দার, রঞ্জিত মল্লিক, সুরজিৎ রায়, আকাশ বারুই, সমরেন্দ্র গয়ালি, দীপ্ত গয়ালি, পীযূষকান্তি ভক্ত এবং অংশুমান বাগচী।

উভয় ঘটনায় রাজ্যের সামাজিক ও ন্যায়বিচারের ক্ষত চিহ্নিত হয়েছে। সামশেরগঞ্জে স্বজনদের নির্মম হত্যা, হাঁসখালিতে নিরীহ শিশুকে লাঞ্ছনার ঘটনাগুলো স্থানীয় ও জাতীয় স্তরে তীব্র আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। বিচার প্রক্রিয়ার এই অগ্রগতি ক্ষত গভীর এই ঘটনায় ন্যায়বিচারের আশ্বাস হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৭/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ৭৮৫২ নং এফিডেভিট বলে আমি Man Mithu Samar (old name) W/o. Samar Man R/o. Kanai Sarkar Ghat, P.O. & P.S. Chandernagore, Dist. Hooghly-712136, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Man Mithu Samar নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Mithu Man (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Man Mithu Samar &Mithu Man W/o. Samar Man সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৩০০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Rajarsi Pal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kenaram Pal ও K. R. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১২৯৯৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Soni Rabidas alias Soni Das, সাকিম কৃষ্ণপুর চন্দনপুর, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Soni Rabidas, Sony Das & Sony Rabidas, আমার বড় পুত্র Saroj Das & Saroj Rabidas এবং আমার ছোট পুত্র Sukdeb Das & Sukdeb Rabidas উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৩০৯৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Manisha Chatterjee, R/o. Dakshinayan, Chinsurah R.S., Chinsurah, Hooghly-712102, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Supriya Chakraborty D/o. Sunil Kumar Chakraborty আমার বিবাহের পর নাম পরিবর্তন করিয়া Manisha Chatterjee W/o. Gautam Chatterjee নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Manisha Chatterjee W/o. Gautam Chatterjee & Supriya Chakraborty D/o. Sunil Kumar Chakraborty উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১২৯৮৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Probir Kumar Neogi S/o. Nirmal Kanti Neogi, Prabir Kumar Neogi S/o. Nirmal Kanti Neogi, Probir Kumar Neogi S/o. Nirmal Kanta Neogi ও Prabir Kr. Neogi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৫০ নং এফিডেভিট বলে আমি Sunanda Sadhukhan ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Gour Mohan Sadhukhan ও G. Sadhukhan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৩ শে ডিসেম্বর। ৭ ই পৌষ। মঙ্গল বার । তৃতীয়া তিথি সকাল ১০/৩৯ মিঃ পর্যন্ত। জন্মে মকর রাশি, অষ্টত্তরী বৃহস্পতি এর মহাদশা, বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনী স্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(পৌষ উৎসব। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নাথ ঠাকুর কর্তৃক মন্দির উদ্বোধন তিথি। বিশ্বভারতী র বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠান।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ১৮/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭১১৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Milon Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Jitendra Nath Ghosh ও Jitendra Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৭/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৬৫১ নং এফিডেভিট বলে Tarun Kumar Banerjee S/o. Santosh Banerjee ও Tarun Banerjee S/o. S. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি মির্জা নার্গিস খাতুন, কন্যা সোহা খাতুনের জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম মিজা নার্গিস খাতুন আছে ৩০/৮/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে মির্জা নার্গিস খাতুন ও নার্গিস বেগম একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম মির্জা নার্গিস খাতুন।

নাম-পদবী

আমি আলেয়া বিবি মন্ডল পুত্র আব্দুল গফফর মন্ডলের জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম আলেয়া বিবি আছে। ৬/১১/২৫ নোটারী পাবলিক কৃষ্ণনগরের এফিডেভিটে আলেয়া বিবি মন্ডল ও আলেয়া বিবি একই ব্যক্তি হলাম। আসল নাম আলেয়া বিবি মন্ডল, গ্রাম ট্যাংরা পোষ্ট মহেশগঞ্জ নবদ্বীপ নদীয়া।

নাম-পদবী

আমি, KULSOM BIBI (পুরানো নাম), পিতা- HAREZ MONDAL, স্বামী- MD RAJAB ALI MONDAL ঠিকানা- কোটরা জগদিঘাটা রোড,,কাজীপাড়া, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১২৫। আমার নাম পরিবর্তন করেছি এবং এখন থেকে KULSUM BIBI (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। যেমনটি ফার্স্ট ক্লাস এক্সেকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বারাসাত উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ যার হলফনামা নম্বর ১৪৮৩৫ তাং- ইংরেজী ১৮/১২/২০২৫ তারিখে ঘোষণা করা হয়েছে। KULSOM BIBI (পুরানো নাম)ও KULSUM BIBI (নতুন নাম) এক ও অভিন্ন ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি SHIULI MANDAL SAW, W/o- Suvodip Saw, ঠিকানা- Singhapur, PO + P.S. Ghatal, পশ্চিম মেদিনীপুর। আমার কন্যা ANUSHNA SAW-এর জন্ম সার্টিফিকেটে (রেজি নং B/2024/0649058, জন্ম তাং- ২৯/০৪/২০২৪) আমার নাম SHIULI MANDAL নথিভুক্ত হয়েছিল। গত ০৮/০৯/২০২৫ তারিখে ঘাটাল কোর্টের নোটারি পাবলিকের নিকট ৩৬৯৪ নং এফিডেভিট মূলে SHIULI MANDAL SAW এবং SHIULI MANDAL, W/o- Suvodip Saw এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, Swagata Karmakar, W/o Dr. Mrinal Kanti Karmakar alias @ Mrinal Karmakar, D/o Sankar Lal Kar, R/o 38/1, Bansdroni Park, P.O & P.S - Bansdroni, Kolkata - 700070. In 2002 Electoral Roll my name is recorded as Sujata Karmakar. I will be known as Swagata Karmakar as declared before the 1st Class Judicial Magistrate Alipore Court vide Affidavit No 15611 dated 21/11/2025, Swagata Karmakar and Sujata Karmakar both are same and one identical person.

আমমোক্তারনামা

আমি ফুলন মন্ডল, স্বামী সীতারাম মন্ডল, সাং হোসেনপুর, পো: নওপুকুরিয়া, পিন ৭৪২১৩৩ গত ইং ১০.০২.২০ তারিখে ১১৬০/২০ আমমোক্তারনামা দলিল বরাবর নিম্ন তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি মোল্লা মহম্মদুল হাসান পিতা এনামুল হক মোল্লা সাং ও পো: বেগুনবাড়ি, থানা বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ মহাশয় কে আমমোক্তার নিযুক্ত করি। উক্ত বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকিলে বেলডাঙ্গা রেকর্ড অফিসে যোগাযোগ করুন। তপশিল :- মৌজা নওপুকুরিয়া,খতিয়ান ১০৫৬০, ৭৭০০, দাগ ২০৮৯, ২০৮৮, পরিমাণ - ০.৩১০১, ০.১৬২২ শতক।

CHANGE OF NAME

I, **Nadeem Ahmed**, S/o, Imteyaz Ahmed R/a, 5/2/H/26, Bhukailash Road, Near Banwari Singh Mart, P.O. - Khidirpore, P.S. - Ekbalpore, Kolkata - 700023, W.B. do hereby solemnly affirm and declare that the actual & right name of my mother is Hena Parveen which is correctly recorded in her Aadhaar card, Voter ID Card & other relevant documents. But in my own passport the name of my mother has been incorrectly written as Hena Parvin instead of actual & current name Hena Parveen. That my mother **Hena Parveen** and **Hena Parvin** is the same and one identical person vide Affidavit No.75991 dated 15.12.2025 in the court of LD 1st Class Judicial Magistrate at Alipore.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতী ইন্দ্রানী দত্ত, স্বামী শ্রী বিষ্ণু দত্ত, সাং- ৩০/১/২, দানেশ সেখ লেন, থানা- এ.জে.সি বোস বি. গার্ডেন সাবেক শিবপুর, জেলা হাওড়া,পিন- ৭১১১০৯, মহাশয়ার একমাত্র বড় ভগ্নি শর্বানি দাস,স্বামী মৃত সুভাষ দাস, সাং- ১৯/১৬/১,নস্কর পাড়া লেন, থানা - এ.জে.সি বোস বি. গার্ডেন সাবেক শিবপুর, জেলা হাওড়া, পিন-৭১১১০৩, গত ইংরাজী ০৯/১১/২০২৩ তারিখে পরলোক গমন করেন এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র শুভজ্যোতি দাস তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে গত ইংরাজী ১০/১২/২০২২ তারিখে পরলোক গমন করে, এমতাবস্থায় তাঁহার একমাত্র ভগ্নী শ্রীমতী ইন্দ্রানী দত্তকে তাঁহার একমাত্র ওয়ারিশ রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ইন্দ্রানী দত্ত ছাড়া উক্ত শর্বানী দাসের আর কোন ওয়ারিশ নাই। যদি এই বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বা ওয়ারিশ হিসাবে দাবিদার থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি জারী হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। শ্রী অনীক নন্দী এ্যাডভোকেট,হাওড়া সিভিল কোর্ট বার লাইব্রেরি, রুম নং ৩, হাওড়া সদর ফোন নং-৮২৪০৫০৩৮৪২.

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে শ্রীমতি মিলন ঘোষ পিতা ঈশ্বর মালিক লাল ঘোষ স্বামী গিরিশ পতি ঘোষ মুম্বাই নিবাসী বিগত ইংরেজি ৬২/ ১৯৯১ টাইটেল স্যুট বলে সম্পত্তিপ্রাপ্ত হন তারপর ০৪/০৮/২০২৫ তারিখে সাব রেজিস্ট্রার thaanay - ৩ (নাভি মুম্বাই) রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এ ১৭৭৯৭ / ২০২৫ নম্বর ইংরেজি জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বা আমমোক্তারনামা দলিল মূলে শ্রী রাজকুমার বিশ্বাস পিতা ঈশ্বর পঞ্চানন বিশ্বাস চিনসুরা সাকোর মোর নিবাসী কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। রাজকুমার বিশ্বাস,শ্রীমতি মৌসুমী বিশ্বাস স্বামী শ্রী দীপক পদ্মারকে I - ১৩৯৬৩ /২০২৫ দলিল মূলে চুঁচুড়া হুগলী adsr 0.086 Acr জমি বিক্রি করেন. তপশিল -জেলা হুগলী থানা চিনসুরা মৌজা উত্তর চন্দননগর RS দাগ - ৮১৮ , LR দাগ -২১৪৪, এল আর খতিয়ান ২৩,৮৫,১৩৭,২১৬,৩০২,৩১৫,৩৪৯ ও ৩৫৩ /১১ খতিয়ান ভুক্ত . শ্রীমতি মৌসুমী বিশ্বাস নিজ জমি নাম পত্তন করিবার জন্য বি এল আর ও চুঁচুড়া মগরা ব্লকে অফিসে আবেদন করেন বি এল আর ও ইহাতে কারো কোন আইন অনুসারে আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের এক মাসের মধ্যে অফিসে আপত্তি জানাতে হইবে অনুসারে কার্য হইবে।

ইতি
আইনজীবী প্রবীর কুমার রায়
আলিপুর জজ কোর্ট

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা নদীয়া, থানা- রানাঘাট, ব্লক- রানাঘাট ১নং, ১৫৩ নং আনুলিয়া মৌজায় LRS ৭২ খতিয়ানে RS ১১১/৮৫৩ LRS ১৮১ দাগে ৩.৩ শতক জমি যাহা অবশ্যাবালা দাস, স্বামী- যামিনী কুমার দাসের ওয়ারেশন (১) ছায়া দাস, (২) স্বপন দাস, (৩) তপন দাস, (৪) লক্ষী দাসের পক্ষে গত ইং ১৩.১২.২০১৩ তারিখে ADSR রানাঘাট ১নং অফিসে ৪৭৬/২০১৩ নং আমমোক্তার বলে শ্রী দীনেশ দাস হইতে গত ইং ২৮.০১.২০১৪ তারিখে আমার মক্কেল বিভা মিত্র, স্বামী প্রদীপ মিত্র ADSR রানাঘাট ১নং অফিসে ৬৫৪ নং বিক্রয় কোবলা দলিলবলে খরিদ করেন। উক্ত জমির বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে রানাঘাট ১নং BL & LRO অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় পরবর্তীকালে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না। **ধনঞ্জয় ঘোষ, এ্যাডভোকেট, রানাঘাট কোর্ট।**

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমারা, ১) শ্রী দীনবন্ধু ঘোষ, পিতা- ৺হাবুল ঘোষ ওরফে অজিত কুমার ঘোষ, ২) শ্রী কৃষ্ণবন্ধু ঘোষ, পিতা- ৺হাবুল ঘোষ ওরফে অজিত কুমার ঘোষ, ৩) শ্রীমতী বন্দনা ঘোষ, স্বামী- শ্রী বঙ্ক বিহারী ঘোষ, ৪) শ্রী তাপস ঘোষ, পিতা- ৺দিলীপ ঘোষ, ৫) শ্রীমতী দিপালী ঘোষ, স্বামী- শ্রী সুকুমার ঘোষ, সকলের সাং- আগমেশ্বরীপাড়া, পো: ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২, ৩ নং হাল সাং- মাহাতপুর, বাবলারী, পো:- জাহান্নগর, থানা- পূর্বস্থলী, হাল- নাদনঘাট, জেলা- পূর্ববর্দ্ধমান, পিন- ৭৪১৩১৬, ৫ নং হাল সাং- ব্রাহ্মানপাড়া, পো:- ভালুকা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩১৭, সকলের পক্ষে ইং ২০২৫ সালে নবদ্বীপ A.D.S.R. অফিসের I- 2501/2025 নং রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী বিকাশ চন্দ্র পাল, পিতা- ৺লক্ষী নারায়ন পাল, সাং - প্রাচীন মায়াপুর রোড, পো: ও থানা - নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২, মহাশয়, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ৩০/০৭/২০২৫ তারিখে I - 2602/2025 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা শ্রী রাজু সাহা, পিতা- রাধেশ্যাম সাহা, সাং- সারদাপল্লী, পো:- বামুন আড়ী, থানা- ডানকুনি, রিষড়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২২৫০, মহাশয়, মৌজা - ৫ নং রুদ্রপাড়া, খতিয়ান নং - ৩৪৯ এর বাটা ৪২ ও L.R. ১৯ এর বাটা ১, দাগ নং - R.S. ৯৪০ ও L.R. ৭০০৪, মোট ১.৬৫ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে মহেশগঞ্জ (নবদ্বীপ) B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী দেবীবন্দনা রায়** স্বামী প্রশান্ত কুমার রায়, সাকিম ১২০ কে.সি.এম সরণী (সখের বাজার লেন) উত্তরপাড়া কোতরং উত্তরপাড়া, ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া, হুগলী-৭১২২৩২ এবং **২)শ্রীমতী সুস্মিতা দত্ত**, স্বামী সুব্রত দত্ত, সাকিম ২১বি একতল রাজেন্দ্র দেব রোড, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা-৭০০০০৭, মহাশয়াদ্বয় বিগত ইং ১৪/০৮/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00180/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী বিকাশ ভট্টাচার্য্য** পিতা ৺অজিত ভট্টাচার্য্য, সাকিম বৈঁচিগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫,) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিগত ইং ১২/০৪/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02436/2021 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সুভাষ মিত্র** পিতা জিতেন মিত্র, সাকিম স্টেশন বাজার চাঁপাহাটী, সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, মহাশয়কে ১.৫০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।

তপশীল- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা গোয়াড়া, ৫৩ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৪৩ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৩১৬ তথা হাল এল.আর. ৩৭৩ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৮১ শতকের মধ্যে ০.৮৫২৮ অংশে ৬৯ শতক তন্মধ্যে ১.৫০ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী সুভাষ মিত্র** পিতা জিতেন মিত্র, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**শ্রী বিকাশ ভট্টাচার্য্য (আমমোক্তার)**

বিজ্ঞপ্তি

গ্রহিতা- ১) আসারুল হক, পিতা- মৃত মহম্মদ আলী হক, সাকিম- চাইপাড়া পো: ও থানা - জিয়াগঞ্জ , জেলা - মুর্শিদাবাদ, ২) এম সার হোসেন পিতা - মৃত হকজান সেখ, সাকিম- গোবিন্দ টোলা পো:- দলেল পাড়া, থানা- ভগবানগোলা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, ৩) দিলয়ার হোসেন পিতা- মান্নান হোসেন, সাকিম- গোবিন্দ টোলা পো:- দলেল পাড়া থানা- ভগবানগোলা, জেলা - মুর্শিদাবাদ

দাতা- ১)ঊর্মিলা মণ্ডল,২) অমূল্য মণ্ডল পিতা - যুধিস্টির মণ্ডল, ৩) রতন মণ্ডল পিতা - যুধিস্টির মণ্ডল ১-৩ নং -সাকিম-গোবিন্দ টোলা, পোস্ট- দলেল পাড়া ,থানা- ভগবানগোলা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, ৪) ঊষা মণ্ডল ,স্বামী- বিশ্ব মণ্ডল সাকিম- চালতা বাড়ি, পো:- গৌরীপুর , থানা -সাগরদিঘি , জেলা - মুর্শিদাবাদ।

এতদ্বারা দাতাগন আদালতের উকিলবাবু নোটিশ দ্বারা জানানো হইয়াছে যে যে, ইং- ০৭/০৫/২০১৭ তারিখের নোটিশ গ্রহীতা বরাবর A.D.S.R. আজিমগঞ্জ অফিসে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি General Power Of Attorney সম্পূর্ণ হয়। উক্ত General Power Of Attorney তে নালিশি সম্পত্তি গ্রহীতা বরাবর দেখাশোনা বিক্রয়াদি মামলা মোকদ্দমার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় কিন্তু গ্রহীতা গন general power of attorney শর্তাবলি না মানায় নোটিশ দাতা উক্ত Genarel power of Attorney রদ ও রহিৎ করার একত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহন করার কথা নোটিশ দ্বারা গ্রহীতাদের জানিয়েছেন । I - 08/2017 general power of attorney এর আর কোন কার্য্য ক্ষমতা রহিল না।

তপশীল:- ১) জেলা - মুর্শিদাবাদ থানা ভগবানগোলা মৌজা - ২০ নং গোবিন্দটোলা, খং নং- ৮৩৮,৮৩৬, R.S এবং L.R দাগ নং- ২০৪, ২৮২, ২৭৬, ১৬৩, ২৮৩, ৩৩৮, ১০৬, ২৭৬/৩৬১, ১৫৪, ১০৭, রকম- আউশ, আউশ, আউশ, বাড়ি ফাঁকা, আউশ, আউশ, আউশ, আউশ, আউশ, আউশ, আউশ, পরিমান- মোট ৪৩.১২ শতক, ২) জেলা - মুর্শিদাবাদ থানা -ভগবানগোলা মৌজা - ১৯ নং সাওড়া গাছি খং নং ৮৫৩, R.S এবং L.R দাগ নং-১৫৭, ৩৪৯, ৩৫৬, রকম- আউশ, আউশ, আউশ, পরিমান- মোট ৪৯ শতক।

বিজ্ঞপ্তি

আমি, আসিরুদ্দিন সেখ- ঘোষনা করিতেছি যে- আমার পিতা হাসেন সেখ ওরফে হামেম আলি সেখ গত ইং- ১২/১২/১৯৯৮ তারিখে মৃত্যুবরণ করায় আমি তাহার ত্যক্ত সম্পত্তিতে স্বত্বাধিকারী নাজবুল হোসেনকে আমার স্বত্ব দখলীয় সম্পত্তি ৪৫৪ দাগ ১৫৭৮ খতিয়ানের সম্পত্তির মধ্যে ১৩ শতক সম্পত্তি হেবা করিবার জন্য মনস্থির করিয়াছি। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার ১৫দিনের মধ্যে কারো কোন আপত্তি থাকিলে জানাইবেন, নচেৎ আইন মোতাবেক কার্যাদি সম্পন্ন হইবে। আমি গত ইংরাজী ১৯/১২/২০২৫ তারিখে বহরমপুর এস.ডি.ই.এম. কোর্টে হলফনামা (এফিডেভিট নং-১৭৯৬) দিয়া বলিয়াছি যে- আমার পিতা হাসেন আলি সেখ ও হামেম আলি এক ও অভিন্ন ব্যাক্তি। সম্পত্তির বিবরণ- মৌজা নং ৫৭, জয়কৃষ্ণপুর, দাগ নং- ৪৫৪, খতিয়ান নং- ১৫৭৮।

**বিজ্ঞপ্তি দাতার পক্ষে
আয়ুব আলি সেখ
এ্যাডভোকেট
ডিস্ট্রিক্ট জজেস্ এ্যাণ্ড ক্রিমিনাল কোর্ট
মুর্শিদাবাদ
Reg. WB/301/2003**

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা, ১) শ্রী অনুপ ঘোষ, পিতা- নিশাপতি ঘোষ, ২) শ্রী নেপাল ঘোষ, পিতা- ৺নিশাপতি ঘোষ, ৩) শ্রী দেবাশীষ ঘোষ পিতা- ৺নিশাপতি ঘোষ, সকলের সাং- প্রাচিন মায়াপুর ষষ্ঠ লেন, পো: ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২, সকলের পক্ষে ইং ২০২৩ সালে নবদ্বীপ A .D.S.R. অফিসের I- 972/23 নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং ৪) শ্রী বিকাশ চন্দ্র পাল, পিতা- ৺লক্ষী নারায়ন পাল, সাং- প্রাচিন মায়াপুর রোড, পো: ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২,মহাশয়, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ২৩/০৬/২০২৩ তারিখে I- 2698/23 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা শ্রী সুকুমার সরকার, পিতা- ৺কাশীনাথ সরকার, সাং, পো: ও থানা- ভরতপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০১, হাল সাং- প্রাচিন মায়াপুর ষষ্ঠলেন, পো: ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২, মহাশয়, মৌজা - ৫ নং রুদ্রপাড়া, খতিয়ান নং - R.S. ৩৪৯ এর বাটা ৪৬, ৩৪০৬, ২৫৮০, L.R. ৭১৬৮, ৭১৬৯, ৭১৭০, ৭১৭১, দাগ নং - R.S. ৯৯৬, ৯৯৬ এর বাটা ৭৯২৬, ৯৯৭ এর বাটা ৭৯৩১, L.R. ৫৮৫৮, ৫৮৬১, ৫৮৭২, মোট ৯.৪৫ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে মহেশগঞ্জ (নবদ্বীপ) B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা, শ্রীমতি লতিকাবালা দাস, স্বামী- ৺নিতাই চন্দ্র দাস, ২) শ্রীমতি বাসন্তী দাস, স্বামী- শ্রী সুকেস চন্দ্র দাস, সাং- ১১৫ চন্দ্র শংকর রোড, কলকাতা, ৩) শ্রীমতি তৃপ্তি দাস, স্বামী- শ্রী সমীর কুমার দাস, সাং- বেদীভবন, থানা- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া, ৪) শ্রীমতি জয়ন্তী হালদার, স্বামী- শ্রী প্রভাত কুমার হালদার, সাং- নিমতা, থানা- বেলঘড়িয়া, জেলা- উত্তর 24 পরগনা, ৫) শ্রী সমীর দাস, ৬) শ্রী উত্তম কুমার দাস, পিতা- মৃত নিতাই চন্দ্র দাস, সাং- লালপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, সকলের পক্ষে বিগত ইং ২৪/০১/৯০ তারিখে চাকদহ সাব- রেজিষ্ট্রিকৃত অফিসে IV- 11 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং শ্রী শিব শঙ্কর দাস, পিতা- মৃত নিতাই চন্দ্র দাস, সাং- লালপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, মহাশয় পরবর্তীকালে উক্ত আমমোক্তার বিগত ইং ১৪/০৫/৯৩ তারিখে I-2392 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা শ্রী মদন কুমার সান্যাল, পিতা- শ্রী ক্ষিতীশ চন্দ্র সান্যাল, সাং- লালপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, মহাশয়, মৌজা- ১৫৫ নং ভাটপাড়া, খতিয়ান নং- R.S. ৬১৯ ও L.R. ৮২৯, দাগ নং- R.S.&L.R. ৫৩, মোট ৪৫ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা

আমরা ১) অমল কুমার মালাকার ২) তাপস কুমার মালাকার উভয়ের পিতা মৃত নারায়ণ চন্দ্র দাস মালাকার ৩) গৌরী মালাকার স্বামী মৃত অলিক কুমার ৪) অরিত্র মালাকার পিতা মৃত অলিক কুমার মালাকার সাং ১২৪/ ২/৩/২- বি মানিকতলা স্ট্রিট, পো:- বিডন স্ট্রিট, থানা বটতলা, জেলা কলকাতা, প: ব: নিম্ন তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি ইং ২০২২ সালে I - 8268/22 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে বিশ্বনাথ ঘোষ, পিতা অজিত ঘোষ সাং বেলডাঙ্গা বাবুপাড়া, পো: ও থানা বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ মহাশয় কে আমমুক্তার নিযুক্ত করেন উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বেলডাঙ্গা এ.ডি.এস.আর অফিসে যোগাযোগ করুন। তফশিল:- ৫১ নং বেলডাঙ্গা মৌজা, খতিয়ান নং হাল ২৩৪৫, দাগ নং সাবেক ৩০৮৪, হাল ৫২৩৯, রকম বাড়ি, পরিমাণ ১৭ শতক মধ্যে ০.৩০৬৬ অংশে ৫.৩৫ শতক। সাবেক ৩০৮৪, হাল ৫২৩৮, রকম ভিটী, রকম ০৩ শতক মধ্যে ০.৩৩৩৪ অংশে ০১ শতক, সাবেক ৩০৮৪, হাল ৫২৪০, রকম বাড়ি, পরিমাণ ১.৫০ শতক মধ্যে ০.৩৩৩৩ অংশে ০.৫২ শতক। মোট ৬.৮৭ শতক।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমত্যা রেবা নিয়োগী** স্বামী ৺দুলাল নিয়োগী, এবং **২)শ্রীমতী সাগরিকা ঘোষ** স্বামী শ্রী প্রসুন ঘোষ পিতা ৺দুলাল নিয়োগী, উভয়ের সাকিম এ.সি. চ্যাটার্জী লেন, চন্দননগর, হুগলী- ৭১২১৩৬, মহাশয়াদ্বয় বিগত ইং ২০২৩ সালে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-07839/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **আক্তার হোসেন** পিতা মহম্মদ রফিক, সাকিম রাধানগর পশ্চিমপাড়া, রাধানগর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৭, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল, **তপশীল-** জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা হোয়েরা, ১ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৬৮৯ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১২৫ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ০.২১ একর বা ২১ শতক তন্মধ্যে, বিগত ইং ০৫/০৯/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১)I-08499/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **মিয়াজ আলম** পিতা মহঃ রিয়াজউদ্দিন, সাকিম ১৬, আর.পি.এম. স্ট্রীট, তেলিনীপাড়া, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৫ মহাশয়কে ১০.৫ শতক এবং ২)I-08500/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **ইশরত পরবিন** স্বামী আফসার এজাজ, সাকিম আর.পি.এম. স্ট্রীট, তেলিনীপাড়া, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৫ মহাশয়াকে ১০.৫ শতক, একুনে দুইটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে ২১ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **১)মিয়াজ আলম** পিতা মহঃ রিয়াজউদ্দিন, এবং **২) ইশরত পরবিন** স্বামী আফসার এজাজ, মহাশয়/ মহাশয়াদ্বয় তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),** জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

নোটিশ

আমি শ্রী শুভজিৎ প্রামানিক পিতা শ্রী অমরেন্দ্র নাথ প্রামানিক, সাকিম মানুষপুর রোড, সারদাপার্ক, পোঃ সাহাগঞ্জ, থানা-চুঁচুড়া, জেলা হুগলী-৭১২১০৪, এতদ্বারা জানাইতেছি যে, আমি বিগত ০৫(পাঁচ) বৎসর অধিক কাল সময় চুঁচুড়া আদালতে ল' ক্লার্ক হিসাবে কর্মরত আছি। আমি পশ্চিমবঙ্গ ল' ক্লার্কস স্টেট কাউন্সিল কলকাতায় আমার লাইসেন্স ও এনরোলমেন্টের দরখাস্ত করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে কাউন্সিল অফিসে আপত্তি করিবেন।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী শ্যামল সরকার, ২)শ্রী গোবিন্দ সরকার, ৩)শ্রী নন্দদুলাল সরকার**, সকলের সাকিম বাগময়দান (শান্তিনগর), পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, **৪)শ্রীমতী সান্তনা সরকার** স্বামী হারাধন সরকার, সাকিম পান্ডুয়া দিঘির উত্তরপাড়, পান্ডুয়া, হুগলী- ৭১২১৪৯, **৫)শ্রীমতী ঊমা সমাদ্দার**, স্বামী কার্তিক সমাদ্দার, সকলের পিতা ৺গনেশ চন্দ্র সরকার, সাকিম মহানাদ নগরপাড়া, মহানাদ, পোলবা, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৩/১২/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00233/ 2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী কমল সরকার**, পিতা ৺গনেশ চন্দ্র সরকার, সাকিম পান্ডুয়া নিরদগড়, পান্ডুয়া, হুগলী- ৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি বিগত ইং ১৪/১১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-06163/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী শম্ভু দাস**, পিতা ৺গৌরমোহন দাস, সাকিম বাগময়দান (শান্তিনগর), পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়কে ০.৬৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।

তপশীল- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা পান্ডুয়া, ১০৮ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১১৮০ নং খতিয়ান হইতে আগত ১১৬২৩ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৪৯৪৮ তথা হাল এল.আর. ৫০৫৩ নং দাগে ডোবা বর্তমানে ভিটি যোগ্য জমি ষোল আনায় ২৬ শতকের মধ্যে ০.২৪৭২ অংশে কমবেশী ০৭ শতক তন্মধ্যে ০.৬৬ শতক বা ০.৪০ কাঠা (কমবেশী) সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী শম্ভু দাস,** পিতা ৺গৌরমোহন দাস, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**শ্রী কমল সরকার (আমমোক্তার)**

নোটিশ

আমি শ্রী মৃণাল কান্তি বাগ পিতা-৺শান্তি বাগ, সাকিম হরিদ্রাডাঙ্গা, পোঃ ও থানা চন্দননগর, জেলা হুগলী-৭১২১৩৬, এতদ্বারা জানাইতেছি যে, আমি বিগত ০৫ (পাঁচ) বৎসর অধিক কাল সময় চুঁচুড়া আদালতে ল' ক্লার্ক হিসাবে কর্মরত আছি। আমি পশ্চিমবঙ্গ ল' ক্লার্কস স্টেট কাউন্সিল কলকাতায় আমার লাইসেন্স ও এনরোলমেন্টের দরখাস্ত করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে কাউন্সিল অফিসে আপত্তি করিবেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

নদিয়ায় অত্যাধুনিক দুধ প্রক্রিয়াকরণ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন কেন্দ্রের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নদিয়ার হরিণঘাটায় 'বাংলার ডেয়ারি'-র নতুন অত্যাধুনিক দুধ প্রক্রিয়াকরণ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন কেন্দ্র চালু হল। বৃহস্পতিবার বিজনেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভ থেকে ভার্চুয়ালি ওই প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধীন এই প্রকল্পকে ঘিরে দুগ্ধশিল্পে বড়সড় অগ্রগতির দাবি করছে নবান্ন। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিণঘাটা ক্যাম্পাসে গড়ে ওঠা এই প্ল্যান্টে প্রাথমিক ভাবে দৈনিক ১ লক্ষ লিটার দুধ প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতা রয়েছে। ভবিষ্যতে তা বাড়িয়ে ২ লক্ষ লিটার পর্যন্ত করা যাবে। শুধু দুধ নয়, এখান থেকে দৈনিক প্রায় ২০ হাজার কেজি দই, ২ হাজার কেজি পনির, ২ হাজার কেজি ঘি এবং ৫ হাজার লিটার লস্যি উৎপাদনের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। সব ক'টি পণ্যই 'বাংলার ডেয়ারি' ব্র্যান্ডে বাজারে আনা হবে।

প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, আধুনিক প্রযুক্তি ও নির্দিষ্ট মানদণ্ড মেনে তৈরি এই প্ল্যান্টের মাধ্যমে রাজ্যে উচ্চমানের দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের ধারাবাহিক জোগান নিশ্চিত করা যাবে। পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার করে বর্জ্য জল নিঃসরণ কমানো হয়েছে। পাশাপাশি জল ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী ব্যবস্থার ফলে উৎপাদন খরচ কমবে, লাভের অঙ্ক বাড়বে এবং বিক্রির পরিমাণও বাড়বে বলে আশা।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতেও সরাসরি প্রভাব পড়বে বলে দাবি প্রশাসনের। দুধ সংগ্রহ ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং গোটা দুগ্ধ মূল্যশৃঙ্খলে আধুনিক ও শক্তি-দক্ষ প্রযুক্তির সংযোজনের ফলে কৃষক ও পশুপালকদের আয়ে ধাপে ধাপে বৃদ্ধি ঘটবে বলে মনে করছে দপ্তর।

মোট ৬৫ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি এই প্রকল্পে প্রায় ২ হাজার মানুষের সরাসরি কর্মসংস্থান হবে। পাশাপাশি পরিবহণ, প্যাকেজিং, বিপণন-সহ বিভিন্ন সহায়ক ক্ষেত্র মিলিয়ে প্রায় ৪৯ হাজার মানুষের পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই প্ল্যান্টের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল। দু'বছরের কিছু বেশি সময়ের মধ্যেই তা চালু হল। উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের 'বাংলার ডেয়ারি' ব্র্যান্ড চালু হয় ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে। উদ্দেশ্য ছিল, রাজ্যের অধীন বিভিন্ন ডেয়ারি ইউনিটকে একটি অভিন্ন ব্র্যান্ডের আওতায় এনে মানসম্মত দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য বাজারজাত করা। তার আগে গ্রামীণ বাংলার দুধের বড় অংশই কলকাতার সরকারি 'মাদার ডেয়ারি' প্রকল্পের মাধ্যমে বিক্রি হত। নতুন এই প্ল্যান্ট চালু হওয়ার ফলে রাজ্যের নিজস্ব দুগ্ধশিল্প আরও শক্ত ভিত পাবে বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

নিউ আলিপুরের বিপি পোদ্দার আই হাসপাতাল পথচলা শুরু করতে চলেছে শীঘ্র। জন্মলগ্নেই চোখের চিকিৎসায় নবদিগন্তের অঙ্গীকারের ফলশ্রুতি হিসেবেই সোমবার বেহালার ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুলের দৃষ্টিহীন শিশুদের জন্য আয়োজন করা হল ক্রিসমাস সেলিব্রেশনের।

পুণ্যার্থীদের জন্য সাগর দ্বীপে রাস্তা মেরামত ও সংস্কারের পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে জোরকদমে। নবান্ন সূত্রে খবর, পুণ্যার্থীদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে সাগর দ্বীপে প্রায় ৫০ কিলোমিটার রাস্তার মেরামত ও সংস্কারের পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই একাধিক জায়গায় কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। ভিড়ের চাপ সামাল দিতে বিকল্প বন্দোবস্ত হিসেবেও সাগরতট সংলগ্ন এলাকায় কয়েকটি ছোট রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। এই কাজের দায়িত্বে রয়েছে গঙ্গাসাগর,বকখালি উন্নয়ন পর্ষদ।

মেলা চলাকালীন যাত্রী পরিবহণ যাতে নির্বিঘ্ন থাকে, সে জন্য লট ৮, বেণুবন এবং কচুবেড়িয়া জেটি ঘাটের রক্ষণাবেক্ষণের কাজও শুরু হয়েছে। ভিড় বাড়লে ব্যবহারের জন্য একাধিক অস্থায়ী জেটি তৈরি করা হচ্ছে, যা মেলার সময় চালু থাকবে।

পুণ্যার্থীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য কপিলমুনি মন্দির সংলগ্ন এলাকায় নতুন একটি বাস স্ট্যান্ড তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে বাস চলাচল এবং যাত্রী ওঠানামা আরও সুশৃঙ্খল হবে বলে প্রশাসনের আশা। একই সঙ্গে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার তরফে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের কিছু অংশ মেরামতের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সেই কাজও বর্তমানে জোরকদমে চলছে বলে জানা গিয়েছে। মেলা প্রাঙ্গণ সাজিয়ে তোলার বড় দায়িত্ব থাকে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের উপর। ইতিমধ্যেই ওই দপ্তরের আধিকারিকদের একটি দল গঙ্গাসাগরে পৌঁছে কাজকর্ম তদারকি শুরু করেছেন বলে সূত্রের খবর। পানীয় জল, শৌচালয়, নিকাশি ব্যবস্থা-সহ পরিকাঠামোগত প্রস্তুতিতেই তাঁদের মূল নজর।

এছাড়াও সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরার দপ্তর থেকেও মেলার বিভিন্ন প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগমের কথা মাথায় রেখেই এবছর আগেভাগে প্রস্তুতি শুরু করা হয়েছে, যাতে গঙ্গাসাগর মেলা নির্বিঘ্ন ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করা যায়।

দরজা ভেঙেই মিলল নিথর দেহ সালকিয়ার ফ্ল্যাটে রহস্যমৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে হঠাৎ চিৎকার। সালকিয়ার ৬৬ নম্বর কৈবর্ত পাড়ার একটি বন্ধ ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে উদ্ধার করা হল দেবব্রত পালের (৪৮) মৃতদেহ। তিনি বৃদ্ধা মা ও এক কন্যা সন্তানকে নিয়ে ফ্ল্যাটে থাকতেন; স্ত্রী প্রায় পাঁচ বছর আগে প্রয়াত। ঘটনার রাতে মা ও মেয়ে ফ্ল্যাটে ছিলেন না।

প্রতিবেশীদের বক্তব্য, হঠাৎ প্রচণ্ড চিৎকার শুনি। দরজায় ধাক্কা দিই, কিছুক্ষণের মধ্যেই সব চুপচাপ। স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে।

মৃতদেহের চোখের কাছে আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। ঘটনাস্থল থেকে দু'জন যুবককে আটক করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, মৃত্যুর কারণ এখনও নিশ্চিত নয়। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। আটকদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন এটি খুন নাকি অন্য কারণে মৃত্যু। ফ্ল্যাট কেন বন্ধ ছিল, ঘটনার সময় পরিবারের অন্য সদস্যরা কোথায় ছিলেন, এবং আটক যুবকদের সঙ্গে মৃতের সম্পর্ক; সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক স্পষ্ট। এক প্রতিবেশীর কথায়, এত শান্ত পাড়ায় এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি।

সালকিয়ার রহস্যমৃত্যুর ছায়া এলাকায় এখনও মৃদু চাঞ্চল্য ছড়াচ্ছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ৭ পৌষ ১৪৩১ মঙ্গলবার

এক মাসের ডিউটির পরেও কেন চাপ?

তৃণমূলপন্থী বিএলওদের বিক্ষোভে উত্তাল রাজ্য সিইও দপ্তর, আটক ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। একাধিক দাবি ও ক্ষোভ উগরে দিয়ে সোমবার দুপুরে সিইও অফিসের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন তৃণমূলপন্থী বিএলওদের একাংশ। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, মূল ভবনের দিকে এগোতে গিয়ে ব্যারিকেড টপকে ঢোকার চেষ্টা করেন আন্দোলনকারীরা। সেই সময় পুলিশি বাধায় আটক হন এক মহিলা বিক্ষোভকারী।

এদিন দুপুরে রাজ্য সিইও দপ্তরের বাইরে জড়ো হন বিএলওদের একটি বড় অংশ। আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেয় বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি। বিক্ষোভকারীদের দাবি ছিল, দপ্তরের ভিতরে গিয়ে নিজেদের অভিযোগ সরাসরি জানাবেন। কিন্তু পুলিশের বাধায় সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এর পরেই শুরু হয় ধস্তাধস্তি ও তীব্র স্লোগান।

পরিস্থিতি সামাল দিতে দপ্তরের সামনে ব্যারিকেড বসায় পুলিশ। কিন্তু তাতেও থামেননি আন্দোলনকারীরা। ব্যারিকেড সরিয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন তাঁরা। বিক্ষোভরত বিএলওদের অভিযোগ, এক মাসের জন্য ডিউটি দেওয়া হয়েছিল। অথচ একের পর এক নতুন নির্দেশ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কোনও কাজেরই কি শেষ সীমা নেই?

বিশেষ করে অ্যাপ-ভিত্তিক কাজের নিয়ম বারবার বদলানো নিয়েই ক্ষোভ চরমে ওঠে। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, দিনের পর দিন যেভাবে বিএলওদের ওপর অনৈতিকভাবে কাজের চাপ বাড়ানো হচ্ছে, তার প্রতিবাদেই আমরা বাধ্য হয়েছি কড়া সিদ্ধান্ত নিতে। তাঁদের দাবি, গত শনিবারই বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটির তরফে সিইও দপ্তরে ইমেল পাঠিয়ে জানানো হয়েছে; বিএলওরা আর কোনও অ্যাপ-ভিত্তিক কাজ করবেন না।

বিক্ষোভের সময় ব্যারিকেডের সামনেই দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতে থাকেন কয়েকজন আন্দোলনকারী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশের তরফে মাইকিং করে বারবার অনুরোধ জানানো হয়, ব্যারিকেড থেকে নেমে যাওয়ার জন্য। তবে সেই নির্দেশ অমান্য করেই কয়েকজন ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন। সেই সময় এক মহিলা আন্দোলনকারী ব্যারিকেড টপকে এগোতে গেলে পুলিশ তাঁকে আটক করে। পরে তাঁকে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

তৃণমূলপন্থী বিএলওদের এই বিক্ষোভে আবারও রাজ্য সিইও দপ্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক সমন্বয় নিয়ে প্রশ্ন উঠল। কর্মীদের কাজের চাপ ও নির্দেশের ধারাবাহিকতা নিয়ে যে ক্ষোভ জমছে, তার প্রতিফলনই এদিনের উত্তপ্ত পরিস্থিতি; এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহল।

চুরির কিনারা করতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ, জখম ৬

‘আমাদের গাড়ি টার্গেট ছিল, আচমকা ইটবৃষ্টি শুরু’

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একের পর এক চুরির ঘটনার সূত্র ধরে সোমবার ট্যাংরায় বিশেষ অভিযানে নামে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। কিন্তু তদন্তের মাঝপথেই পরিস্থিতি আচমকা বদলে যায়। পুলিশের দাবি, কিছু বোঝার আগেই আমাদের গাড়ি লক্ষ্য করে শুরু হয় ইটবৃষ্টি। মুহূর্তের মধ্যে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্যাংরা কলোনি এলাকায় অভিযান চলাকালীন আচমকাই একদল দুষ্কৃতী লাঠি ও লোহার রড হাতে পুলিশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুধু পুলিশকর্মীদের উপর হামলাই নয়, ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয় পুলিশের গাড়িতেও। সেই হামলায় ছয়জন পুলিশকর্মী গুরুতরভাবে জখম হন। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে বিধাননগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রের খবর, তাঁদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

আহত পুলিশকর্মীদের বক্তব্য, হামলাটা ছিল সম্পূর্ণ পরিকল্পিত। সামনে থেকে গাড়ি আটকে প্রথমে ইট ছোড়া হয়, তার পর হাতে-হাতে আক্রমণ। পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে কোনও রকমে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন তাঁরা।

কারা এই হামলার নেপথ্যে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে পুলিশ মনে করছে, চুরির ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তদের আড়াল করতেই এই আক্রমণ চালানো হয়ে থাকতে পারে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে, হামলাকারীদের শনাক্ত করতে এলাকায় তল্লাশি চলছে। দিনের আলোয় পুলিশের উপর এই ধরনের হামলা ঘিরে ট্যাংরা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে শহরের একাধিক মহলে।

রাজাবাজারে প্রকাশ্যে ফল বিক্রেতাকে কুপিয়ে খুন, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রাজাবাজার: ফের রক্তাক্ত শহর। জনসমুদ্রের মাঝেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে কেঁপে উঠল রাজাবাজার এলাকা। সোমবার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ, সকলের চোখের সামনে এক ফল বিক্রেতাকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনা প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে। এই মুহূর্তে সবটা স্পষ্ট নয়। পুলিশের এই বক্তব্যই আপাতত রহস্যের আবরণ আরও গাঢ় করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের দাবি, নিহত ব্যক্তির নাম মেহবুব আলম (৪১)। নারকেলডাঙার বাসিন্দা মেহবুব দীর্ঘদিন ধরেই রাজাবাজারে ফলের ব্যবসা করতেন। প্রতিদিনের মতো এদিনও নিজের দোকানে বসেছিলেন তিনি। সেই সময়ই আচমকা এক যুবক তাঁর সামনে হাজির হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী, দু'জনের মধ্যে প্রথমে কী কথা হয়েছিল, তা কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারছেন না। তবে মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি ভয়াবহ মোড় নেয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি হঠাৎ ধারালো অস্ত্র বের করে মেহবুবের উপর একের পর এক কোপ বসাতে শুরু করে। প্রকাশ্য রাস্তায়, জনসমক্ষে এই হামলা দেখে হতভম্ব হয়ে যান উপস্থিত মানুষজন।

রক্তাক্ত অবস্থায় মেহবুব মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই এলাকায় চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়। ভয়ে কেউ প্রথমে এগিয়ে আসতে না পারলেও, পরে স্থানীয় বাসিন্দারাই তাঁকে উদ্ধার করে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিক চিকিৎসক-অনুমান অনুযায়ী, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণেই মৃত্যু হয়েছে।

খবর পেয়েই আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকা ঘিরে তদন্ত শুরু করে। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে, জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের। ব্যক্তিগত শত্রুতা, পুরনো বিবাদ না কি অন্য কোনও কারণ; সব দিক খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা।

এই ঘটনায় রাজাবাজার চত্বরে সাময়িকভাবে দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। এলাকায় এখন ক্ষোভের সঙ্গে আতঙ্কও স্পষ্ট। প্রকাশ্য দিবালোকে এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড ফের একবার শহরের নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিল।

দক্ষিণবঙ্গে রাতের তাপমাত্রা কিছুটা কমার সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এখনই কনকনে ঠান্ডা পড়বে না, এমনই জানিয়েছিল আবহাওয়া দপ্তর। বরং কুয়াশা কমলে তাপমাত্রা খানিকটা বাড়বে। পরবর্তী কয়েকদিন তাপমাত্রায় বড়সড় হেরফেরের সম্ভাবনা নেই। তবে, রবিবার ছিল চলতি মরশুমের শীতলতম দিন। কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হয়েছিল ১৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বড়দিনের সময় ফের তাপমাত্রা কমে যেতে পারে। তারপর থেকে ধীরে ধীরে পারদ পতন শুরু হবে। বড়দিন থেকে বর্ষশেষ পর্যন্ত কিছুটা কম থাকতে পারে তাপমাত্রা। তবে সোমবার দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় রাতের তাপমাত্রায় কিছুটা পারদ পতন হবে। বাড়বে উত্তুরে হাওয়ার দাপট। আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা কিছুটা নামার পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গে কিছু জেলায় কুয়াশার সতর্কবার্তা দিয়েছে হাওয়া অফিস। আগামী কয়েকদিন পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা থাকবে ১২ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

অস্পষ্ট প্রেসক্রিপশন মানেই ঝুঁকি, ডাক্তারদের হাতের লেখায় রাশ টানতে কড়া নির্দেশ এনএমসি-র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রেসক্রিপশনে হাতের লেখা পড়তে না পারার ভোগান্তি নতুন নয়। রোগী থেকে ফার্মাসিস্ট, এই সমস্যা দীর্ঘদিন ধরেই চিকিৎসা ব্যবস্থার এক অস্বস্তিকর বাস্তবতা। এবার সেই সমস্যার মূলে হাত দিতে কড়া সিদ্ধান্ত নিল ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন (এনএমসি)।

দেশের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজে পড়ুয়া ও ইন্টার্নদের প্রেসক্রিপশন লেখার অভ্যাস খতিয়ে দেখতে সাব-কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছে এনএমসি। শুধু তাই নয়, মেডিক্যাল শিক্ষার পাঠ্যক্রমেও 'স্পষ্ট, নিখুঁত ও পাঠযোগ্য প্রেসক্রিপশন লেখা বাধ্যতামূলক দক্ষতা' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এনএমসি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মর্মে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজের ডিন ও ডিরেক্টরদের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ড্রাগস অ্যান্ড থেরাপিউটিক্স কমিটির (ডিটিসি) অধীনে একটি বিশেষ সাব-কমিটি তৈরি করতে হবে।

এই সাব-কমিটির দায়িত্ব হবে; মেডিক্যাল পড়ুয়া ও ইন্টার্নরা নির্ধারিত নিয়ম মেনে প্রেসক্রিপশন লিখছেন কি না, তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা। কোনও অস্পষ্টতা, ভুল সংক্ষিপ্ত রূপ বা নিয়মভঙ্গ চোখে পড়লে তা নথিভুক্ত করাও এই কমিটির কাজের অংশ।

নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, ডিটিসি-র নিয়মিত বৈঠকে প্রেসক্রিপশন সংক্রান্ত বিষয়টি বাধ্যতামূলকভাবে আলোচ্য সূচিতে রাখতে হবে। সেই বৈঠকের সিদ্ধান্ত ও পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট এনএমসি-কে পাঠাতে হবে। এনএমসি-র এক আধিকারিকের বক্তব্য, অস্পষ্ট প্রেসক্রিপশন শুধু অসুবিধা নয়, অনেক ক্ষেত্রে তা রোগীর জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে রয়েছে পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ। চলতি বছরের অগস্টে আদালত জানায়, ভারতীয় সংবিধানের ২১ নম্বর ধারায় স্বীকৃত স্বাস্থ্যের অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই প্রেসক্রিপশন লেখা হতে হবে। আদালতের মতে, অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য প্রেসক্রিপশন রোগীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে। উল্লেখযোগ্য ভাবে, পাঠযোগ্য প্রেসক্রিপশন লেখার নির্দেশ নতুন নয়। ২০১৯ সালের ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন আইন, ২০২২ সালের ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের নীতিমালা এবং ২০১৬ সালের মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার বিজ্ঞপ্তিতেও এই বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তার যথাযথ প্রয়োগ হয়নি; সেই ব্যর্থতাও কার্যত স্বীকার করেছে এনএমসি।

স্বাস্থ্য মহলের মতে, এই নির্দেশ কার্যকর হলে চিকিৎসা ব্যবস্থায় একটি মৌলিক কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সম্ভব হতে পারে। কারণ প্রেসক্রিপশনের প্রতিটি অক্ষর; কোনও কোনও ক্ষেত্রে রোগীর জীবন-মৃত্যুর ব্যবধান গড়ে দিতে পারে।

প্রান্তিক মানুষের অধিকার রক্ষার আয়ুষ্মান ভারত চালুর জন্য হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের সাধারণ গরিব ও অসংরক্ষিত ক্ষেত্রে কর্মরত মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ক্ষেত্রে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলেন। হাইকোর্ট মামলাটি গ্রহণ করেছে এবং খুব শীঘ্রই শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। শমীক ভট্টাচার্য মামলার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, জনকল্যাণমূলক একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত, যা দেশের অন্যান্য রাজ্যে ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে, তা পশ্চিমবঙ্গে চালু হচ্ছে না। এই প্রকল্প শুরু হলে প্রান্তিক মানুষদের সরাসরি উপকার হবে। কিন্তু রাজ্যের সরকার প্রান্তিক মানুষের বিরুদ্ধে কাজ করছে। অসংগঠিত ক্ষেত্র, শ্রমিক ও কৃষকরা সবই সরকারের নজরদারির বাইরে পড়েছে। তিনি আরও বলেন, আমরা এই মামলা করতে বাধ্য হয়েছি। কারণ, দিল্লি সরকারও প্রথমে প্রকল্পটি গ্রহণ করেনি। সেখানে একটি মামলা চলছে এবং দিল্লি হাইকোর্টও স্পষ্টভাবে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প গ্রহণের পক্ষে মত দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই আমরা কলকাতা হাইকোর্টেও একই দাবি জানাচ্ছি। শমীক ভট্টাচার্য কেন্দ্র ও রাজ্যের রাজনীতিক বিরোধের প্রসঙ্গে বলেন, দুর্ভাগ্যবশত আমাদের এই পদক্ষেপ নিতে হল। পশ্চিমবঙ্গে যে

ধরনের 'জুডিশিয়াল অ্যাক্টিভিজম' চলছে, তা যে কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অস্বাভাবিক। বিরোধী দলের সভা করার জন্যও হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে, এটি সুষ্ঠু গণতন্ত্রের পরিচয় নয়।

মামলাটি রাজ্যে স্বাস্থ্য ও প্রান্তিক মানুষের কল্যাণ নিয়ে বিতর্কের নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই মামলা যদি আদালতের অনুমোদন পায়, তবে রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প বাস্তবায়নের পথ সুগম হবে।

মেঘনা গেট গুলিকাণ্ডে অগ্রিম জামিন পেলেন অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জগদ্দলের মেঘনা মিল গেটে চলতি বছরের মার্চ মাসে শ্রমিক অসন্তোষ ঘিরে যে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছিল, তা একসময় রূপ নেয় গুলির শব্দে কাঁপা রাতের ঘটনায়। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এবার আইনি স্বস্তি পেলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং।

ঘটনার সূত্রপাত শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা থেকে। খবর পেয়ে সেখানে যান ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের ছেলে নমিত সিং। পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। অভিযোগ, অশান্তির মধ্যেই আচমকা গুলির শব্দ শোনা যায়।

এই প্রসঙ্গে অর্জুন সিংয়ের স্পষ্ট বক্তব্য ছিল, ওই রাতে আমি মজদুর ভবনেই ছিলাম। হঠাৎ দু' রাউন্ড গুলির শব্দ কানে আসে। কী হচ্ছে বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে পরিস্থিতি দেখতে যাই। তাঁর দাবি অনুযায়ী, মেঘনা গেটের কাছে পৌঁছতেই তিনি বুঝতে পারেন, ঘটনাটি পরিকল্পিত এবং আসলে হামলার লক্ষ্য আমি নিজেই। দু'পক্ষের বচসার মধ্যেই আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। বিশৃঙ্খলার মাঝে পালাতে গিয়ে জখম হন এক যুবক। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জগদ্দল থানার পুলিশ। আহত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এরপর মেঘনা মিল গেটে ওই গুলির ঘটনার তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দু'বার থানায় তলব করা হয় অর্জুন সিংকে। তবে তিনি থানায় হাজিরা দেননি। পরে পুলিশ নিজেই মজদুর ভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিজেপি নেতা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে লেখা চিঠিতে তাঁর অভিযোগ ছিল, মিথ্যে মামলায় আমাকে বারবার হেনস্তা করা হচ্ছে।

জগদ্দল থানার তরফে তাঁকে ফের নোটিস পাঠানো হয়। এই পরিস্থিতিতে আইনি পথেই স্বস্তি খুঁজতে আদালতের দ্বারস্থ হন অর্জুন সিং। শেষ পর্যন্ত আদালত তাঁর অগ্রিম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে।

আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আপাতত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও, মেঘনা মিল সংলগ্ন ওই রাতের অশান্তি ও গুলির ঘটনার ছায়া যে জগদ্দলের রাজনীতিতে এখনও ঘনিয়ে রয়েছে, তা স্পষ্ট।

সাময়িক বন্ধের নোটিস জগদ্দলের জেজেআই জুটমিলে, ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সাময়িক বন্ধের নোটিস ঝুলল জগদ্দলের জে জে আই জুটমিলে। কাজ হারালেন স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে চার হাজার শ্রমিক। অভিযোগ, রবিবার রাতে মিলের গেটে 'টেম্পোরারি সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিস' ঝুলিয়ে দেয় মালিকপক্ষ। সোমবার সকালে কাজে যোগ দিতে এসে মিল বন্ধের নোটিস দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন শ্রমিকরা। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মিলের গেটে পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। যদিও মিল কর্তৃপক্ষ বন্ধের নোটিসে উল্লেখ করেছে, কাঁচা পাটের তীব্র অভাব দেখা দিয়েছে। তাছাড়া অস্বাভাবিক হারে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে কাঁচা পাটের। কর্তৃপক্ষ নোটিসে জানিয়েছে, জুটশিল্পে নজিরবিহীন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় তাঁরা মিল বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁত বিভাগের শ্রমিক নবীন কুমার রায় বলেন, দু'শিফটে মিল চলছিল। কাঁচা পাটের অভাব দেখিয়ে মিল বন্ধ করা হয়েছে। অবিলম্বে মিল চালু করতে হবে। জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক বিনয় কুমার মণ্ডল বলেন, শনিবার রাত পর্যন্ত মিলে উৎপাদন হয়েছে। রবিবার রাতে মিলের গেটে সাময়িক বন্ধের নোটিস ঝুলিয়ে দিয়েছে মালিকপক্ষ। রাতারাতি গোডাউন খালি করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, জুটমিলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে এক সপ্তাহ আগে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে টেক্সটাইল মন্ত্রী ও জুট কমিশনার অফ ইন্ডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বড়দিন উপলক্ষে সেজে উঠছে সেন্ট টেরেসা গির্জা। ছবি- অদিতি সাহা

নির্বাচন কমিশন স্বচ্ছতার সঙ্গে এসআইআর বাস্তবায়ন করছে, এটাই মুখ্যমন্ত্রীর ভয়ের কারণ: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে সোমবার অনুষ্ঠিত বিএলএ ও বিএলএ-২-দের বৈঠককে নিশানা করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তীব্র মন্তব্য করলেন। তিনি দাবি করেছেন, এসআইআর-ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই বেসামাল, এবং এই বৈঠক তার প্রমাণ। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এসআইআরকে শুরু থেকেই মিথ্যাচার করে এনআরসির পথ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খোদ তিনি বলেছিলেন, বাংলায় এটি হবে না। কিন্তু নির্ধারিত সময়েই বাংলায় এসআইআরের কাজ শুরু হয়েছে। মানুষ সব বুঝে গেছে, আর কেউ তাঁর মিথ্যাচারে বিশ্বাস করছে না।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচন কমিশন স্বচ্ছতার সঙ্গে এসআইআর বাস্তবায়ন করছে। এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভয়ের কারণ। তারই প্রেক্ষিতে তিনি বারবার খোঁচা দিচ্ছেন। আর অমিত শাহকে নিশানা করার প্রসঙ্গে বলতে গেলে, আগে উনি রাজীব সিনহার মতো অফিসারদের ব্যবহার করে রাজ্যের মানুষকে ঠকিয়েছিলেন, এখন তা আর করতে পারছেন না। তাই অমিত শাহকে কটাক্ষের মাধ্যমে মনোযোগ ঘোরানোর চেষ্টা করছেন। যুবভারতী স্টেডিয়ামের প্রসঙ্গও ছাড়েননি শুভেন্দু। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্টেডিয়ামে আসতেই পারেননি, মাঝপথে ফিরে যেতে হয়েছে। এই পরিস্থিতিতেই আমি পরামর্শ দেব, ক্রিসমাস আর নিউইয়ার উপভোগ করুন। চার মাস পরে সবাই আপনাকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেই স্মরণ করবে। মাইক্রো রোল অবজারভার নিয়োগ নিয়ে তিনি বলেন, যদি ৩ হাজার মাইক্রো রোল অবজারভারদের মধ্যে একজনও বাইরের রাজ্য থেকে নিয়োগ করা হয়, আমি নিজে মমতার কাছে ক্ষমা চাইব। অন্যথায়, উনিই আমাকে ক্ষমা করবেন।

শুভেন্দুর এই ধারালো মন্তব্য রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন উত্তাপ সৃষ্টি করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সঙ্কট রাজনৈতিক ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিতর্ককে আরও তীব্র করবে।

সম্পাদকীয়

গরিবকে লুটছে অবৈধ অনলাইন জুয়া, নির্বিকার প্রশাসন

একেবারে হাতে গরম লাভ! আর এই ফাঁদে পড়েই শেষ হয়ে যাচ্ছে গরিব দিনমজুর, ছোট ব্যবসায়ী থেকে দিন আনা, দিন খাওয়া পরিবারগুলো। প্রতিদিন তাঁদের লুটছে অনলাইন লোটো, অনলাইন জুয়া, সাট্টা বা বেআইনি বেটিং অ্যাপগুলো। রাজ্যে প্রতিদিনই বাড়ছে এই অনলাইন ফাঁদ। সর্বশান্ত হচ্ছে গরিব মানুষ। কিন্তু নির্বিকার প্রশাসন। তথ্য বলছে, অনলাইন লোটো ও সাট্টার বেআইনি কারবার থেকে প্রতিদিন উঠছে বলা ভালো লুট হচ্ছে দেড়শো কোটি টাকারও বেশি। বিপুল অঙ্কের লাভ থাকায় ছোট, মাঝারি ব্যবসায়ীরা অনেকেই বৈধ কারবারের পাশাপাশি অ্যাপ তৈরি করে এই অবৈধ কারবার খুলে বসছেন। কারণ, এর ওপর প্রশাসনের না আছে কোনও নজরদারি, না আছে নিয়ন্ত্রণ। অতএব গরিব মানুষকে লুটেপুটে খাওয়ার জন্য প্রতিদিনই নিত্যনতুন অ্যাপ বাজারে চলে আসছে এবং নির্বিচারে চলছে লুটপাট। কলকাতার গন্ডি ছাড়িয়ে এই অবৈধ কারবারের র‍্যাকেট ছড়িয়ে পড়েছে জেলার কোণে কোণে। সম্প্রতি এই নিয়ে একাধিক অভিযোগ ওঠার পর অবশেষে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। নিষিদ্ধ এই কারবারের তদন্তে নামে রাজ্যের ডিইও বা ডিরেক্টরেট অব ইকনমিক অফেন্সেস। তাঁরা একটি অভিযোগের তদন্তে নেমে জানতে পেরেছেন এই অনলাইন লটারি ও সাট্টা চালানোর জন্য তার কাছে ।নিয়মিত অ্যাপ বানানোর অর্ডার আসতো। কলকাতার পাশাপাশি সমস্ত জেলা থেকেই তার কাছে অর্ডার আসত। এমনকি রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ-সহ বিভিন্ন রাজ্যের অনেকেই তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। সে অ্যাপ বা ওয়েবসাইট তৈরি করে দিয়েছে বিপুল টাকার বিনিময়ে। জানা গিয়েছে, এর জন্য বিভিন্ন কোম্পানি খোলা হয়েছে। আম জনতা অনলাইনে লোটো বা সাট্টা খেলার জন্য যে পেমেন্ট করছে তা জমা পড়ছে কোম্পানির নামে খোলা অ্যাকাউন্টে। সেখান থেকে এই সমস্ত টাকা ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে সরানো হচ্ছে। এভাবেই প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে নিঃস্ব হচ্ছে গরিব মানুষ।

শব্দছক ২২

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. অ-নিমন্ত্রিত ৪. হিন্দু ধর্মে তৃতীয় আশ্রম ৬. টকটকে লাল জবা ৮. গাছের ছাল ৯. হাতি ১০. শুয়োর ১২. সংবাদ ১৪. সমাপ্ত ১৫. সাহসীকতা ১৭. গর্দভ ১৮. বেহদিশ পালানো ২১. দাঁড়িপাল্লা ২২. অতি সত্বর ২৩. অপযশ
ওপর-নিচ: ২. নগরের আবাসিক ৩. ঢেউ ৪. পিতা ৫. প্রকাশকারী ৭. রত্ন ব্যবসায়ী ৮. সরস্বতী ৯. কর্মসম্পাদনকারী ১১. মূল ছুটির দিন ১২. শার্দুল ১৩. ছোট গাছ ১৪. মিনতি করা ১৬. যুদ্ধাঙ্গন ১৭. শিবস্তুতির গান ১৯. রাতে কম দেখে যে ২০. পাণ্ডুর পুত্র ২১. ময়দান

সমাধান ২১ — পাশাপাশি: ১. চাকা ২. প্রকাশিত ৪. গবা ৬. মাথা ৭. নবারুণ ৮. তপন ১০. হয় ১১. জাহাজ ১২. বিনয়ী ১৩. কলাপ ১৫. মিনার ১৬. ছত্রাক ১৮. জামাই ২০. আনন্দ ২২. দমন ২৩. জাম ২৪. জনতা ২৬.. সোজাসুজি ২৭. পাপ ২৮. মনু ২৯. মতামত ৩০. ভীম
ওপর-নিচ : ১. চারিত ২. প্রথা ৩. তনয় ৪. গরুদান ৫. বাণ ৬. মান ৯. পয়লা ১০. হজমি ১২. বিরজা ১৪. পছন্দ ১৭. কদম ১৯. মাখন ২১. নতজানু ২৩. জাজিম ২৪. জপ ২৫. তালিম ২৬. সোম ২৭. পাত

আজকের দিন

- **১৯১২ —** দিল্লিতে বিপ্লবীদের দ্বারা ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর হত্যার চেষ্টা।
- **১৯৬৪ —** পাক প্রণালীতে এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় ১,৮০০ জন নিহত হয়, ধনুষকোডি ধ্বংস হয়ে যায়।
- **২০১৩ —** AK-47 এর ডিজাইনার মিখাইল কালাশনিকভ রাশিয়ায় মারা যান।

জন্মদিন

১৯০২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ চৌধুরী চরণ সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯১৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সি এম স্টিফেনের জন্মদিন।*
১৯৪৩ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় ইন্দর সিংয়ের জন্মদিন।*

ইন্দর সিং

বঙ্গ সংস্কৃতির ওপর আঘাত ও মৌলবাদের আস্ফালন

শুভজিৎ বসাক

সাম্প্রতিক মুহূর্তের ওপার বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে একটি অত্যন্ত উদ্বেগের চিত্র ফুটে ওঠে, যেখানে বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে যে রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তাকে কাজে লাগিয়ে মাথাচারা দিয়ে উঠেছে এক উগ্র মধ্যযুগীয় বর্বর মানসিকতা, যা কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়, বরং দক্ষিণ এশিয়ার স্থায়িত্ব ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর এক বিরাট আঘাত।

সম্প্রতি সেখানকার জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ছাত্রনেতা শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে যে তাণ্ডব শুরু হয়েছে, তার লক্ষ্যবস্তু আজ গণমাধ্যম, প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত এবং খোদ বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণভোমরা। সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা হলো ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'ছায়ানট'-এর ওপর আক্রমণ। যে প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও লালনের দর্শনকে লালন করে এসেছে, তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হলো। ভাঙা হয়েছে হারমোনিয়াম, পোড়ানো হয়েছে তবলার মতো বাদ্যযন্ত্র। এমনকি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মভিটে চুরুলিয়া থেকেও এই বর্বরতার প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, যারা নজরুল-রবীন্দ্র চর্চাকে 'কুফরি' বা 'বিজাতীয়' বলে দেগে দিচ্ছে, তারা কি আদৌ এই মাটির সন্তান? এটি কেবল ইমারত ভাঙা নয়, এটি একটি জাতির অসাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার মূলে কুঠারাঘাত।

ঘটনাক্রমে, ময়মনসিংহে দীপু চন্দ্র দাস নামে একজন সাধারণ পোশাক কর্মীকে ধর্মের দোহাই দিয়ে যেভাবে পিটিয়ে হত্যা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ করে পুড়িয়ে দেওয়া হলো, তা আধুনিক সভ্যতায় অকল্পনীয়। সেদেশে বারংবার সংখ্যালঘুদের ওপর এই সুপরিকল্পিত আক্রমণ প্রমাণ করে যে, দেশটিতে আইনের শাসন আজ মৌলবাদী শক্তির কাছে জিম্মি।

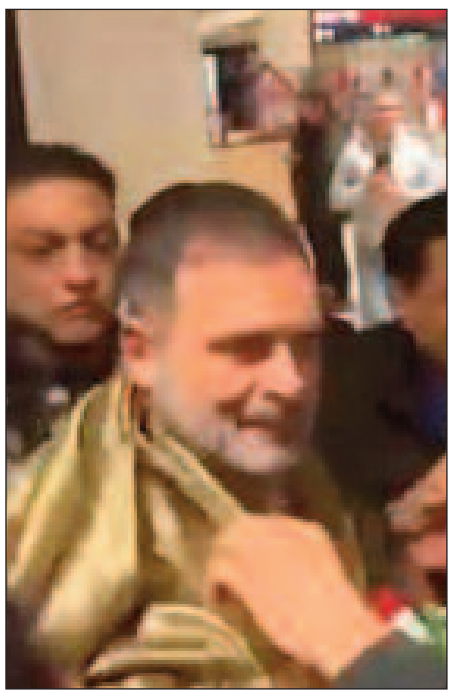

সামগ্রিক এই অরাজক পরিস্থিতির মধ্যেই সুপরিকল্পিতভাবে ভারত-বিরোধী মনোভাব উসকে দেওয়া হচ্ছে। চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ভারতীয় হাইকমিশন ঘেরাও এবং 'প্রথম আলো' ও 'ডেইলি স্টার'-এর মতো প্রগতিশীল মিডিয়া হাউসে অগ্নিসংযোগ করার পেছনে রয়েছে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। সভ্য মানুষদের তরফে এই প্রেক্ষিতে অভিযোগ উঠছে যে, একটি অংশ বাংলাদেশকে পাকিস্তানের ধাঁচে পরিচালিত করতে চাইছে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বৈরিতা বাড়িয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

বাংলাদেশের এই অস্থিরতা কেবল সেই ভূখণ্ডের জন্য নয়, বরং গোটা বিশ্বের জন্যই চিন্তার বিষয়। যখন একজন নোবেলজয়ী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানান, অথচ রাজপথে রক্তের হোলিখেলা চলে, তখন বুঝতে হবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কোথায়। সাংস্কৃতিক পরিচয় মুছে ফেলে ধর্মীয় উগ্রবাদকে রাজনৈতিক ঢাল হিসেবে ব্যবহার করাটা আত্মঘাতী। এই সংকটবহুল পরিস্থিতিতে আজ সময় এসেছে বিশ্ববাসীর সোচ্চার হওয়ার। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের সেই বাংলাদেশ আজ মৌলবাদী শক্তির গ্রাসে হারিয়ে যেতে পারে না। প্রতিবাদ কেবল রাজপথে নয়, হতে হবে চিন্তায় ও মননে। যে হাত হারমোনিয়াম ভাঙে বা নিষ্পাপ মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে মারে, সেই হাত কোনো শুভ পরিবর্তন আনতে পারে না। বাংলাদেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে আজ ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, যাতে তাদের দেশ মধ্যযুগীয় অন্ধকারের দিকে পিছিয়ে না যায়।।

দায়িত্বজ্ঞানহীন রাহুল গান্ধি, শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন জার্মান সফরে

উলোট পুরাণ: দেশে কংগ্রেস ধরাশায়ী, বিদেশে একত্রিত করার প্রয়াস

প্রদীপ মারিক

সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের মধ্যেই লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী বিদেশ সফরে যাচ্ছেন। শীতকালীন অধিবেশন ১৯ ডিসেম্বর শেষ হচ্ছে। রাহুল যাচ্ছেন জার্মানিতে। ফিরবেন ২০ ডিসেম্বর। বার্লিনে ১৭ ডিসেম্বর তিনি অনাবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলবেন। জার্মানির শাসক দল ও অন্যান্য সাংসদদের সঙ্গেও তাঁরবৈঠক করার কথা। দেশে বর্তমান কংগ্রেসের অবস্থা কতটা শোচনীয় সম্প্রতি বিহার নির্বাচনে বিহারবাসীর রায় তা স্পষ্ট। এই অবস্থায় রাহুলের শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন বিদেশ সফর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রামান করে। ১৭ ডিসেম্বর জার্মানির বার্লিনে কংগ্রেসের বিদেশ শাখার সব প্রতিনিধিদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। দেশ-বিদেশে কংগ্রেসকে আরও শক্তিশালী করা, এর আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি নিয়ে লোকসভার নেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা হবে। ইউরোপ-সহ বিভিন্ন দেশের কংগ্রেস প্রতিনিধিরা এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে অংশ নেবেন।

লোকসভার বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধী কে ত্পর্যটন নেতাদ বলে তীব্র কটাক্ষ করেছেন বিজেপি সাংসদরা। সংসদ চলাকালীন তিনি কেন জার্মানি যাচ্ছেন এই প্রশ্ন তুলে বিজেপি মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা বলেন, উনি যে লোকসভার বিরোধী নেতা না, পর্যটন নেতা ও পার্টি করার নেতা, তা আবার প্রমাণিত হল। মানুষ কাজের মেজাজে থাকে, আর উনি স্থায়ী বেড়ানোর মেজাজে থাকেন! বিহার নির্বাচনের সময় উনি জঙ্গলে বেড়াতেও গেছিলেন। শেহজাদ পুনেওয়ালা আর ও বলেন, রাহুল গান্ধী কেন জার্মানি যাচ্ছেন তিনি জানেন না। মনে হয় ভারতের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াতেই যাচ্ছেন! এই হল ভারত বদনামী ব্রিগেড আর ভারত বদনামী সফর বলে তিনি মন্তব্য করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশি ও রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষে বিঁধে বলেন, উনি আংশিক সময়ের রাজনীতিক, সংসদ চলছে, উনি এই সবের কোন গুরুত্বই দেন না।

লোকসভার বিরোধী দলনেতার ভূমিকা সংসদীয় রাজনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংসদের পাবলিক আকাউন্ট কমিটি, পাবলিক আন্ডারটেকিং এবং যৌথ সংসদীয় কমিটির সদস্য হন তিনি। সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন, সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশন, সিবিআই ডিরেক্টর, জাতীয় মানবাধিকার সংগঠনের চেয়ারপার্সন, লোকপাল বাছার যে কমিটিতেও শামিল থাকেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা।

বিরোধী দলগুলি ক্ষমতাসীন প্রশাসনের সিদ্ধান্ত, নীতি এবং কাজগুলি যাচাই করে। তারা স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে এবং সরকারকে তার কাজের কৈফিয়ত আদায় করে। বিরোধী দলগুলি সামাজিক সমস্যার জন্য অন্যান্য আইন, নীতি এবং পন্থা উপস্থাপন করে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে, তারা আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার প্রচার করে এবং দেশের উন্নতির জন্য নিজেদের দায়বদ্ধতা বজায় রাখে। সরকারী বিল এবং উদ্যোগগুলি বিরোধী দলগুলি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়, যারা কোনও ত্রুটি, বাদ দেওয়া বা সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাবগুলি নির্দেশ করে। আইনের দক্ষতা এবং ন্যায়সঙ্গততা উন্নত করতে, তারা পরিবর্তন এবং উন্নতির পরামর্শ দেয়। সংসদীয় অধিবেশন চলাকালীন, বিরোধী দলগুলি সরকারের মন্ত্রীদের উত্তর, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা পেতে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন করতে পারে। এই পদ্ধতি সরকারকে উচ্চ শাসনের মানদণ্ডে ঠেলে দেয় এবং তথ্য খুঁজে পেতে সাহায্য করে, দেশের গণতন্ত্র মজবুত হয়। বিরোধী দলের সদস্যরা সংসদীয় কমিটিতে বসেন যেগুলি বিশেষ সরকারী কার্যক্রম বা নীতি ডোমেইন তত্ত্বাবধানের ভূমিকায় থাকে। তারা সরকারের কার্যক্রম মূল্যায়ন করে, নীতিমালা মূল্যায়ন করে এবং বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে সংস্কারের জন্য পরামর্শ প্রদান করে।

সংসদ ভবনে সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের উপস্থিত মনে করিয়ে দেয় ভারতবর্ষ বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য। মোদির নেতৃত্বে দেশের গৌরব এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈশ্বিক মঞ্চে একটি গতিশীল ও প্রগতিশীল জাতি হিসেবে ভারতকে আবার জগৎ সভার শ্রেষ্ঠ্য আসনে নিয়ে যাবে মোদির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার।

চলতি শীতকালীন অধিবেশনে 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছরের গৌরবময় যাত্রা স্মরণ করে সংসদ ভবনে সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের উপস্থিতি এবং তাদের মতামত মনে করিয়ে দিল ভারতবর্ষ বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্ব এবং বন্দেমাতরম ধ্বনি বৈশ্বিক মঞ্চে ভারতবর্ষ কে গতিশীল ও প্রগতিশীল জাতি হিসাবে গুরুত্ব পূর্ণ জায়গায় উন্নীত করেছে।

সংসদে শীতকালীন অধিবেশনে, লোকসভা স্পিকার ওম বিরলা বলেছেন, 'দেশ যখন 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছরের গৌরবময় যাত্রা স্মরণ করছে, তখন এটি আজও প্রতিটি ভারতীয়ের হৃদয়ে অঙ্কিত। এই অমর সঙ্গীতের প্রতিটি লাইন ভারতের প্রকৃতি, মাতৃত্ব, সৌন্দর্য এবং শক্তির অনন্য সঙ্গতি প্রতিফলিত করে।' তিনি আরো বলেছেন, 'এই গান লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের মধ্যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখার সাহস জাগিয়ে তুলেছিল, এবং অসংখ্য বীর শহীদ যারা অত্যাচার ও ফাঁসির মুখোমুখি হয়েও নিজেদের বিশ্বাস ও আত্মত্যাগে বন্দে মাতরমকে শুধু একটি গানই নয়, একটি চিরকালীন জাতীয় সংকল্পের প্রতীক করে তুলেছিল।'

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 'বন্দে মাতরম'-কে অপমান করার অভিযোগ তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি অভিযোগ করেন যে বন্দে মাতরমের বিরোধিতা করেছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না। আর সেটা মেনে নিয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু। এই নিয়েই পালটা প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ শানান কংগ্রেস নেতা গৌরব গগৈ এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। এটাই তো ভারতীয় গণতন্ত্র যেখানে সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষ সমান ভাবে গুরুত্ব পায়। লোকসভার শীতকালীন অধিবেশন যেখানে সরকার পক্ষ বিরোধী পক্ষের উভয়ের মাতামতেই গণতন্ত্রের মন্দিরে ১৪০ কোটি ভারতবাসীর ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা।

গণতন্ত্র দীর্ঘকাল ধরে একটি গভীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ধারণা। গণতন্ত্রের মূল্য রাজনৈতিক সমতার মূল নীতির উপর নির্ভর করে। ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের প্রতি মর্যাদা এবং সম্মান দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যাবস্থার বিকাশের মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে প্রয়োজনীয় স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীনতা দিয়েছে। গণতান্ত্রিক দেশে সুষ্ঠ আন্দোলন দেশের উন্নতির পক্ষে। কারণ গণতন্ত্র মানেই একটি সরকার ব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনগণ বা রাষ্ট্রের সাধারণ জনগণের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ভারতবাসীকে পূর্ণ গণতন্ত্রের মর্যাদা দিতে পেরেছে একমাত্র নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার। নরেন্দ্র মোদি একটার পর একটা উন্নয়ণের কাজ দেশের জনগণ সদরে গ্রহণ করছে এটা আবার প্রমাণিত। বিরোধীদের কাজই তো বিরোধিতা করা, গণতন্ত্রের মন্দিরে দাঁড়িয়ে তারা বিরোধিতা করবেন এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু সেটা হওয়ায় উচিত গঠন মূলক বিরোধিতা। সারা দেশ যখন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের যুক্তিযুক্ত ভাষণ শোনার জন্য উন্মুখ ঠিক সেই সময় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর সংসদে উপস্থিত থাকা বাঞ্চনীয়, কারণ রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে গণতন্ত্রের মন্দিরে গরিমা বজায় রাখার দায়িত্ব তার ও রয়েছে। লোকসভার বিরোধী দলনেতার এমন দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য সমগ্র দেশবাসীর কাছে কংগ্রেসের ভাবধারা তলানিতে ঠেকবে এটা নিশ্চিত।

চর্চাবাসর ২৮

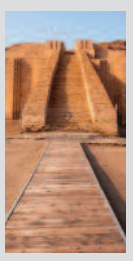

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকা থেকে মেসোপটেমিয়া নামের উৎপত্তি। নামটি গ্রীকদের দেওয়া, এর প্রকৃত অর্থ দুটি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল। অঞ্চলটি প্রধানত জলাভূমি ছিল। নলখাগড়ার জঙ্গল আর খেজুর গাছই ছিল প্রধান বনস্পতি। কালক্রমে **দুই** নদীর পলিমাটি জমে নিম্নভূমি ভরাট হয়ে এক উর্বর অঞ্চলের সৃষ্টি হয়। জায়গাটি স্বীকৃতি পেয়েছিল 'সভ্যতার আঁতুরঘর' হিসাবে। এখন ওটির নাম মূলত ইরাক। তবে এর কিছু অংশ সিরিয়া ও তুরস্কের মতো প্রতিবেশী দেশগুলোতেও পড়েছে। — *কলমবীর*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ভুতনির ব্রিজ থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা ভুতনির ব্রিজ থেকে গঙ্গা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হল এক কলেজ ছাত্রী। সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ এমন ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য তৈরি হয় ভুতনি ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয়দের কাছ থেকে ঘটনার খবর পেয়ে ওই ছাত্রীকে উদ্ধারের জন্য তদন্তে পৌঁছায় ভুতনি থানার পুলিশ। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর স্থানীয় জেলেদের সাহায্য নিয়ে কলেজ ছাত্রীর নিথর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এরপর ওই ছাত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয় মানিকচক সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে। যদিও ছাত্রীর আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনাটি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে পরিবারের লোকেরা। তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, প্রেমঘটিত কোনও কারণে এই ঘটনার পিছনে যুক্ত থাকতে পারে অথবা ওই ছাত্রী ব্ল্যাকমেলিং-এর স্বীকার হতে পারে। যদিও সবটাই তদন্ত সাপেক্ষ। মৃত ছাত্রীর মোবাইল ফোনের তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রীর নাম মাধুরী কর্মকার (২০)। তার বাড়ি ভুতনি থানার উত্তর চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পুলিনটোলা এলাকায়। সে মানিকচক কলেজের কলা বিভাগের প্রথম বর্ষের পাঠরত ছিল। এদিন সকালে বাড়ি থেকে মানিকচক থানার মথুরাপুর এলাকায় কম্পিউটার সেন্টারে যাওয়ার নাম করেই বের হয় ওই ছাত্রী। ভুতনির ব্রিজ পেরিয়েই মানিকচকে আসতে হয় পড়ুয়াদের। এক্ষেত্রেও এদিন ওই ছাত্রী ক্লাসে যাওয়ার সময় এভাবেই ব্রিজ থেকে গঙ্গা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। মৃতের এক জামাইবাবু বিকাশ কর্মকার বলেন, 'কেন এভাবে মাধুরী আত্মহত্যা করতে গেল কিছুই পরিষ্কার করে আমরা জানি না। ওর তো কোনদিন বাজে আচরণ দেখিনি। আমি কাজে ছিলাম। বাড়ির লোকেদের ফোন পেয়েই ঘটনাস্থলে আসি। পুলিশ পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখ ছে।' ওই ছাত্রীর মোবাইলটি পাওয়া যায় নি। বিভিন্ন সূত্র ধরে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

কেপি-র নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতি চক্রের দুই পাণ্ডা-সহ গ্রেপ্তার মোট ১৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: কলকাতা পুলিশের নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতি চক্রের দুই পাণ্ডা-সহ মোট ১৪ জন গ্রেপ্তার করল গাইঘাটার পুলিশ। পরীক্ষার হলে ডিভাইস নিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা, নিজে সরকারি চাকরি করা সত্ত্বেও অন্য হয়ে পরীক্ষা দিতে আসা এবং টাকার বিনিময়ে জাল নথি বানিয়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার একটি চক্রকে গ্রেপ্তার করল গাইঘাটা থানার পুলিশ। চক্রের দুই পাণ্ডা-সহ মোট ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার গোপন সূত্রে খবর আসে গাইঘাটা একাকায় একটি চক্র পরীক্ষার জালিয়াতি করার চেষ্টা করছে। সেই খবর পেয়ে গাইঘাটা এলাকার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে অভিযান চালায় গাইঘাটা থানার পুলিশ। অভিযান চালিয়ে জালিয়াতি চক্রের দুই পাণ্ডা বিধান বিশ্বাস ও অপূর্ব বিশ্বাস-সহ ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর বিধান রেলের গ্রুপ ডি-তে চাকরি করে এবং অপূর্ব রাজ্যর সিভিল ডিফেন্সে চাকরি করে। ধৃতদের কাছ থেকে একাধিক ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস এবং একটি চার চাকা গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের সোমবার গাইঘাটা থানার পুলিশের পক্ষ থেকে বনগাঁ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

SBI এসবিআই শান্তিপুর শাখা (০০১৭৬)
৭৮ নেতাজি সুভাষ রোড, পোস্ট - শান্তিপুর, জেলা - নদিয়া, পিন-৭৪১৪০৪, ই-মেল: sbi.00176@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শ্রী সুজন দেবনাথ (অ্যাকাউন্ট নং ৯৫০৭ এবং ৫১৯৭), যিনি এসবিআই শান্তিপুর শাখা থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন [illegible] ০৮.০১.২০২৬ তারিখের আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, নিলামের দিন বন্ধক রাখা [illegible] নিলাম করা হবে। [illegible]

ঋণগ্রহীতা : সুজন দেবনাথ (অ্যাকাউন্ট নং ৯৫০৭ এবং ৫১৯৭)

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	০৮.০১.২০২৬	বিকেল ০৪.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা	২০ ক্যারট	গ্রস ওজন ১৯.২০ গ্রাম নিট ওজন ১৫.৩৬ গ্রাম	২টি চেন ১টি লকেট
২.	০৮.০১.২০২৬	বিকেল ০৪.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা	২০ ক্যারট	গ্রস ওজন ১৭.১০ গ্রাম নিট ওজন ১৩.৬৮ গ্রাম	১টি বোম্বাই চেন ১টি লকেট

তারিখ: ২৩.১২.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: শান্তিপুর — এসবিআই শান্তিপুর

SBI এসবিআই আরএসিপিসি চুঁচুড়া (৬৪১৫৩)
'রহড়া প্লাজা', ২য় তল, মিউনিসিপাল বাসস্ট্যান্ড, জে সি ঘোষ সরণি, চুঁচুড়া জেলা - হুগলি পিন - ৭১২১০১, পব, ই-মেল - sbi.64153@sbi.co.in
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১) **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c. No. 43759216871 (HL)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে দাবি নোটিশ ০৮.১০.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতা **আইনি উত্তরাধিকারীগণ শ্রী সন্তোষ রায়, প্রয়াত সবিতা রায় এবং প্রয়াত স্বপন কুমার রায় এর ছেলে এবং আইনি উত্তরাধিকারীগণ, ফ্ল্যাট এফজি ৩, ১ম তল, ''জগন্নাথ অ্যাপার্টমেন্ট'' ১০, বাঘাযতীন রোড, পো - নবগ্রাম, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি, ৭১২২৪৬ এবং আইনি উত্তরাধিকারীগণ শ্রী দীপঙ্কর রায়, প্রয়াত সবিতা রায় এবং প্রয়াত স্বপন কুমার রায় এর ছেলে এবং আইনি উত্তরাধিকারীগণ, ৫ম তল, দয়াময়ী অ্যাপার্টমেন্ট, ৬৮ নং লাইব্রেরি রোড, পো - ভদ্রেশ্বর, জেলা - হুগলি-৭১২১২৪** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১২,৭৩,৬৬০.০০ টাকা (বারো লাখ তিয়াত্তর হাজার ছশো ষাট টাকা) ০৭.১০.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
আইনি উত্তরাধিকারীগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় আইনি উত্তরাধিকারীগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
আইনি উত্তরাধিকারীগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি চুঁচুড়া শাখার** নিকট বকেয়া **১২,৭৩,৬৬০.০০ টাকা (বারো লাখ তিয়াত্তর হাজার ছশো ষাট টাকা) ০৭.১০.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ।
আইনি উত্তরাধিকারীগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভার্টিফায়েড টাইলস এর মেঝে বসবাসের ফ্ল্যাট কার্পেট এরিয়া কমবেশি ৪৮৬ বর্গফুট এবং ঢাকা এরিয়া কমবেশি ৮৭৪ বর্গফুট , সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৭০০ বর্গফুট ফ্ল্যাট নং এফজি-৩, একতলায়, দুই বেড রুম, এক কিচেন/ডাইনিং, এক বাথ রুম, ভবন পরিচিত জগন্নাথ অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত ১০, বাঘাযতীন রোড,পো : নবগ্রাম, অবস্থিত মৌজা : বাড়বাহেরা, জেএল নং ০৫, অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ আরএস দাগ নং ১৩৪, আরএস খতিয়ান নং ৮৩, এলআর দাগ নং ৫৭০, এলআর খতিয়ান নং ২৯২৪/১, থানা উত্তরপাড়া, জেলা হুগলি, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১২২৪৬। দলিল নং ০৬২১০০৪৩২, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬২১-২০২৫, পৃষ্ঠা ২৫৪২৭ থেকে ২৫৪৫৯-২০২৫ সালের, এডিএসআরও -উত্তরপাড়া, হুগলি।
সম্পত্তি সবিতা রায় এর নামে।
ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে : ফ্ল্যাট নং এফজি-২, **দক্ষিণে :** কোলা সাধারণ স্পেস। **পূর্বে :** ফ্ল্যাট নং এফজি-৪। **পশ্চিমে :** খোলা সাধারণ স্পেস।

তারিখ - ১৯.১২.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার,
স্থান - কোন্নগর, হুগলি — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মানাকসিয়া লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর : L74950WB1984PLC038336
রেজি. অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোন নং : ০৩৩ ২২৩১ ০০৫৫
ইমেল : investor.relations@manaksia.com; ওয়েবসাইট www.manaksia.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি
ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড ('আইইপিএফ') -এ ইকুইটি শেয়ার স্থানান্তর

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২৪(৬) এবং বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (হিসাব, নিরীক্ষা, স্থানান্তর এবং ফেরত) বিধি, ২০১৬ (''রুলস'') এর বিধান অনুসারে, সময়ে সময়ে সংশোধিত, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য ঘোষিত লভ্যাংশ যা সাত বছর ধরে দাবিহীন/অপ্রদেয় ছিল, তা আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে। যে সমস্ত শেয়ারের লভ্যাংশ টানা সাত বছর ধরে প্রদান করা হয়নি বা দাবি করা হয়নি সেগুলিও আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
নিয়ম অনুসারে, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় নোটিশ পাঠানো হচ্ছে যাদের শেয়ার আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার যোগ্য।
কোম্পানিটি তাদের ওয়েবসাইট https://www.manaksia.com/unclaimed_divided_manaksia.php-এ সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ বিবরণ আপলোড করেছে যাদের লভ্যাংশ টানা সাত বছর ধরে দাবিহীন অবস্থায় পড়ে আছে এবং যাদের শেয়ার আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরের জন্য বাকি আছে। শেয়ারহোল্ডারদের দাবিহীন লভ্যাংশ এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য দায়বদ্ধ শেয়ারের বিবরণ যাচাই করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
শেয়ারহোল্ডাররা তাদের দাবিহীন লভ্যাংশ দাবি করতে পারেন কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মাহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রা. লি. কে লিখিতভাবে এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে লভ্যাংশ দাবি করার শেষ দিন হল ১০ মার্চ, ২০২৬। যদি উক্ত তারিখের মধ্যে লভ্যাংশ দাবি না করা হয়, তাহলে কোম্পানি পরবর্তী কোনও নোটিশ ছাড়াই, নিয়ম অনুসারে, আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে দাবিহীন লভ্যাংশ এবং সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের ধারণকৃত শেয়ার স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে :

- বাস্তব আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে : কোম্পানি নিয়ম অনুসারে শেয়ার ডিমেটেরিয়ালাইজেশন এবং আইইপিএফ-তে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে শেয়ারহোল্ডারদের ধারণকৃত মূল শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) জারি করবে এবং এই ধরনের ইস্যুর পরে, তাদের নামে নিবন্ধিত মূল শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং অ-আলোচনাযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। শেয়ারহোল্ডাররা আরও মনে রাখবেন যে কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা বিবরণগুলি নিয়ম অনুসারে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে শেয়ার হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানি কর্তৃক নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নোটিশ হিসাবে বিবেচিত হবে।
- ডিম্যাট আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে : কোম্পানি ডিপোজিটরিগুলিকে কর্পোরেট পদক্ষেপ গ্রহণ এবং শেয়ারহোল্ডারদের ডিমেট অ্যাকাউন্টে থাকা শেয়ারগুলি ডেবিট করার এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে এই শেয়ারগুলি স্থানান্তর করার জন্য অবহিত করবে।

সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের আরও জানানো হচ্ছে যে, এই ধরনের শেয়ারের উপর উদ্ভূত ভবিষ্যতের সমস্ত সুবিধা আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, উক্ত নিয়ম অনুসারে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরিত দাবিবিহীন লভ্যাংশের পরিমাণ এবং ইক্যুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনও দাবি করা যাবে না।
শেয়ারহোল্ডারদের মনে রাখতে হবে যে, তাদের দাবিবিহীন লভ্যাংশ এবং শেয়ার আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করার ক্ষেত্রে (এই ধরনের শেয়ারের উপর অর্জিত সমস্ত সুবিধা, যদি থাকে) সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা www.iepf.gov.in-এ উপলব্ধ নির্ধারিত ই-ফর্ম আইইপিএফ-৫-এ অনলাইন আবেদন জমা দিয়ে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একই দাবি করার অধিকারী।
শেয়ারহোল্ডারদের যদি কোনও প্রশ্ন থাকে বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনও সহায়তার প্রয়োজন হয়, তাহলে তারা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট, মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রা. লি., ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা -৭০০০০১, টেলিফোন নম্বর ০৩৩-২২৪৮ ২২৪৮/ ২২৪৩ ৫০২৯/ ২২৩১ ৬৮৩৯, ফ্যাক্স ০৩৩-২২৪৮ ৪৭৮৭, ইমেল : mdpldc@yahoo.com এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

মানাকসিয়া লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা — ডি চৌধুরী
তারিখ : ২২.১২.২০২৫ — কোম্পানি সেক্রেটারি

FORM B
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF BHUMYA TEA COMPANY PVT. LTD.

Sl. No.	PARTICULARS	DETAILS
1.	Name of Corporate Debtor	BHUMYA TEA COMPANY PVT. LTD.
2.	Date of incorporation of corporate debtor	29.03.2005
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, Kolkata
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U01409WB2005PTC102542
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	**Regd. Office:** 34A Metcalfe Street Jain centre 7th Floor Kolkata Kolkata WB 700013 IN **Factory Address:** 'Jamguri Tea Estate', Oating Dist. Golaghat, Assam 785603
6.	Date of closure of Insolvency Resolution Process	28.08.2023
7.	Liquidation commencement date of corporate debtor	03.12.2025 (Received on 19.12.2025)
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as liquidator	**CA Santanu Brahma** IBBI Regn. No.: IBBI / IPA-001 / IP-P-01482 / 2018-2019 / 12251 (AFA valid till 31.12.2025)
9.	Address and e-mail of the liquidator, as registered with the Board	AH-276, Salt Lake, Sector II, Kolkata 700091, WB IBBI Regd. Email : ip.santanubrahma@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the liquidator	AH-276, Salt Lake, Sector II, Kolkata 700091, WB Process Email: cirp.bhumyatea@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	18.01.2026 (determined from the date of receiving the Liquidation order)

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal Kolkata Bench has ordered the commencement of liquidation of the **Bhumya Tea Company Pvt. Ltd. on 03.12.2025** (order received on 19.12.2025).
The stakeholders of **Bhumya Tea Company Pvt. Ltd.** are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 18.01.2026, to the liquidator at the address mentioned against item No.10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with the proof in person, by post or by electronic means.
Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties.
In case a stakeholder does not submit its claims during the liquidation process, the claims submitted by such a stakeholder during the corporate insolvency resolution process under the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, shall be deemed to be submitted under section 38.

Place : Kolkata — **CA Santanu Brahma**
Date : 23rd day of December, 2025 — Liquidator for Bhumya Tea Company Pvt. Ltd. (In Liquidation)
IBBI Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P-01482/2018-2019/12251 (AFA valid till 31.12.2025)

BHADRESWAR CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.
(Regd.No.3 HG Dated 19-01-1996)
Bhadreswar Station Bazar, P.O.- Saradapally, P.S.- Bhadreswar, DIST: Hooghly, WEST BENGAL

Date: 22nd December, 2025

Notice for Draft Voter List

It is notified to all the members of Bhadreswar Co-operative Credit Society Ltd. that, in accordance with the Provisions of the WBCS Act 2006, WBCS Rules 2011(With up-to-date amendments made there under) and in terms of The West Bengal Co-operative Election Commission Regulation 2012 vide Notification No 15/ CEC dated 13th April 2012, for the forthcoming election of Delegates of the above said society Constituency Wise a Draft Voter List is being published on **22nd day of December, 2025**.
The claims and objection on the Draft Voter List shall be entertained and final voter list shall be published as per following schedule:-

Sl.	Particulars	Date	Time	Place
1	Publication of the Draft List of voters who can caste the vote	22-12-2025	8 am.	On the Notice Board of the Registered Office of the society
2	Submission of Objection/ Correction/ Complaints, if any, in writing addressed to the A.R.O.regarding the Draft Voter List	From 23-12-2025 to 03-01-2026 (excluding Govt. Holidays)	8 am. to 11 am.	At the Registered Office of the society
3	Date of hearing regarding objection/ correction/ complaints (if any) against Draft List of voters.	07-01-2026	12 Noon	At the Registered Office of the society
4	Publication of Final List of voters eligible to cast votes	07-01-2026	After completion of hearing	On the Notice Board of the Registered Office of the society

Sd/- **(PRABIR PANDEY)** **Assistant Returning Officer** **Bhadreswar Co-operative Credit Society Ltd**
Sd/- **(RAJU GHOSH)** **Assitant Returning Officer** **Bhadreswar Co-operative Credit Society Ltd**
Encl:- Statement showing the constituencies, its areas and no of voters.

IndusInd Bank — রিজিওনাল অফিস : সাবিত্রি টাওয়ার, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট কলকাতা - ৭০০০১৭
পরিশিষ্ট ৪ (দ্রষ্টব্য রুল ৮(১) দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩ সহ পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিম্নোক্ত তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন, ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ উক্ত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত তারিখে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮ সহ পঠিত আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নোক্ত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক লিমিটেডকে উক্ত নোটিশে উল্লেখিত পরিমাণের চার্জ প্রযোজ্য হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখলের তারিখ	দাবি নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ	জামিনদত্ত সম্পদসমূহের বিস্তারিত
১.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স সন্দীপ উদ্যোগ অ্যান্ড এজেন্সিজ,** শ্রীমতি জ্ঞানী দেবী মিত্তাল, শ্রী সুনীল কুমার মিত্তাল এবং শ্রী দীপক কুমার মিত্তাল	০৭.০৬.২০২২ এবং ১৯.১২.২০২৫	**৯৮,৩২,৫১৫.৮২ টাকা (আটানব্বই লাখ বত্রিশ হাজার পাঁচশ পনের টাকা এবং বিরাশি পয়সা)** দাবি নোটিশে উল্লিখিত তারিখ থেকে নথিতথ্যাদির হারে পরবর্তী সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এফ এবং এইচ পরিমাপ আনুমানিক ১৪০০ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া) ৩য়তলে, ভবনে নির্মিত প্লট জমির পরিমাপ আনুমানিক ১৩ কাঠা অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৮৯, সালকিয়া স্কুল রোড (দলিল অনুযায়ী) থানা : গোলাবাড়ি, জেলা হাওড়া, হাওড়া পৌর নিগম অধীন, ***সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ আরও নির্দিষ্টভাবে রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ৩৪৯২ তারিখ ১২.১১.১৯৮৮ অনুযায়ী সম্পত্তি শ্রীমতী জ্ঞানী দেবী মিত্তালের নামে।
২.	**মেসার্স শিব সঞ্চার (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড** (ঋণগ্রহীতা, ডিরেক্টরগণ কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী- মনীশ ধানুকা এবং উমা ধানুকা), **শ্রী মনীশ ধানুকা** (শিব সঞ্চার (ইন্ডিয়া)প্রাইভেট লিমিটেডের অন্যতম ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা) এবং **শ্রীমতি উমা ধানুকা** (শিব সঞ্চার (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেডের অন্যতম ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা)	২০.০৬.২০২৫ এবং ২০.১২.২০২৫	**২,৬১,৪৪,০২৯.৯৫ টাকা (দুই কোটি একষট্টি লাখ চুয়াল্লিশ হাজার উনত্রিশ টাকা এবং পঁচানব্বই পয়সা)** দাবি নোটিশে উল্লিখিত তারিখ থেকে নথিতথ্যাদির হারে পরবর্তী সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১/৩, পরিমাপ আনুমানিক ৭০২ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ২য় তলে,চার তলা ভবনে নির্মিত প্লট জমির পরিমাপ আনুমানিক ০৪ কাঠা ০৮ ছটাক, ৫৪ বর্গফুট, অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ১১এ, বন বিহারী বোস রোড, থানা : হাওড়া, জেলা হাওড়া, পুরসভা ওয়ার্ড নং ৩১, হাওড়া পৌর নিগম অধীন, পিন -৭১১১০১, ***সম্পত্তির বিস্তারিত/বিবরণ আরও নির্দিষ্টভাবে রেজিস্ট্রিকৃত হস্তান্তর দলিল তারিখ ২৭.০৯.২০১৪ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর হাওড়া, দলিল নং ০২৪২৯ -২০১৫, সম্পত্তি মনীশ ধানুকা এবং মদনলাল ধানুকা এর নামে। পরে মনীশ ধানুকা উক্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ মালিকানা পান রেজিস্টার্ড দান দলিল তারিখ ১৮.০৯.২০১৯ দ্বারা রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হাওড়া, দলিল নং ০৫০২০৭৫৯৬ -২০১৯ সালের।

তারিখ : ২৩.১২.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : হাওড়া — ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি.

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল - ০৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের **রুল ৯(১) এবং রুল ৮(৬)** অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ০৮.০১.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা : প্রয়াত বাসুদেব দাস, আইনি উত্তরাধিকারীগণ /জামিনদাতা কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী : ক) শ্রীমতি কল্পনা দাস** (স্বামী এবং আইনি উত্তরাধিকারী প্রয়াত বাসুদেব দাস এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা), **খ) শ্রী আশিস দাস** (পুত্র এবং আইনি উত্তরাধিকারী প্রয়াত বাসুদেব দাস), **গ) শ্রী দেবাশিস দাস** (পুত্র এবং আইনি উত্তরাধিকারী প্রয়াত বাসুদেব দাস), **ঘ) শ্রীমতি অনিমা দাস** (স্বামী তপন দাস, কন্যা এবং আইনি উত্তরাধিকারী প্রয়াত বাসুদেব দাস)।	১) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং পাকা নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৭ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৪৩১ এবং ৪৩৩, আরএস দাগ নং ৭৩৭/৮৯৪, খতিয়ান নং ৫০১, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ১-২৫৭৮ -১৯৯৬ সালের সম্পত্তি প্রয়াত বাসুদেব দাস এর নামে। ২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং পাকা নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৫.৫ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৫১৭, হাল দাগ নং ৭৩৭, খতিয়ান নং ৫১৬, থানা : কাকদ্বীপ , জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং ১-১২০ - ১৯৯৩ সালের সম্পত্তির প্রয়াত বাসুদেব দাস এর নামে। ৩. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৬ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৫১৭, হাল দাগ নং ৭৩৭, খতিয়ান নং ৫১৬, থানা কাকদ্বীপ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ১-১২২-১৯৯৩ সালের, সম্পত্তি প্রয়াত বাসুদেব দাস এর নামে। ৪. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাপ ৫০৫ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৫১৭, হাল দাগ নং ৭৩৭, খতিয়ান নং ৫১৬, থানা কাকদ্বীপ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ১-১২১-১৯৯৩ সালের, **সম্পত্তি প্রয়াত বাসুদেব দাস** এর নামে। **সম্পত্তি ব্যাঙ্ক এর স্বত্ব দখলীকৃত।**	**১,০৬,২২,১০৬.৯২ টাকা (এক কোটি ছয় লাখ বাইশ হাজার একশ ছয় টাকা এবং বিরানব্বই পয়সা) ১৬.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং ১৭.০৭.২০২৪ থেকে** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া	ক) ৪৮,৬২,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৮৬,২০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৭০১৯২২৩৬৯৬ **পর্যবেক্ষণের তারিখ ২৯.১২.২০২৫ এবং ০৩.০১.২০২৬**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** বা যোগাযোগ করুন ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ২৩.১২.২০২৫ — কোনও অসুবিধার ক্ষেত্রে ইংরাজি মাধ্যম প্রাধান্য পাবে — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
৩য় এবং ৪র্থ তল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা - ৭০০০০১
পরিশিষ্ট ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০৭.১০.২০২৫ তারিখে **শ্রী পার্থ প্রধান (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) এবং শ্রীমতী মালা সাহা (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) ২এ, ৩য় তল, মৌচাক অ্যাপার্টমেন্ট, এনপি ৪/১৯, নেতাজি পল্লী, সারদা আশ্রমের নিকট, জ্যাংরা অশ্বিনী নগর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৫৯** কলকাতা **বি কে পাল এভিনিউ শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৬,২২,১৭৪ টাকা (ষোলো লাখ বাইশ হাজার একশ চুয়াত্তর টাকা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ (৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **১৬,২০,৭৪৩.০০ টাকা (ষোলো লাখ কুড়ি হাজার সাতশ তেতাল্লিশ টাকা) ২২.১২.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ। এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সেরসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০৭৬১২৬৭৪৯, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৭৪৬৩৮৬২৫।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের (মার্বেল মেঝে লিফট সহ) ফ্ল্যাট বিল্ট আপ এরিয়া ৫৫০ বর্গফুট কমবেশি , ১ বেড রুম, ১ ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ব্যালকনি দলিল নং ২/ই, তিলতলায়, দক্ষিণ পূর্ব দিকে জি-৫ তলা ভবনে নাম এবং পরিচিত আশা অ্যাপার্টমেন্ট, অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ০৬ কাঠা ১২ ছটাক ০৫ বর্গফুট অবস্থিত পুরসভা হোল্ডিং নং ৮৮, নবনিকেতন, পো অশ্বিনীনগর, থানা : বাগুইআটি, কলকাতা - ৭০০১৫৯, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, বিধাননগর পৌর সংস্থা অধীন। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্রী কালীদাস হিরা এর জমি, **দক্ষিণে :** শ্রী কালিদাস হিরা এর জমি। **পূর্বে :** ভোলা পালের জমি। **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া সড়ক।
সম্পত্তি শ্রী পার্থ প্রধান এবং শ্রীমতি মালা সাহা এর নামে।

তারিখ : ২২.১২.২০২৫, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

TATA টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
রেজি. অফিস : ১২তম তল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গনপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০ ০১৩
রিজিওনাল অফিস ঠিকানা : ১২তম তল, থানা সৃজন টেক পার্ক ডিএন ৫২, সেক্টর - ৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) আর/ডব্লিউ রুল ৯(১) এর অধীনে)

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮(৬) আর/ডব্লিউ বিধি ৯(১) এর শর্তাবলী সহ পঠিত।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নং TCFLA0540000011062542 মেসার্স বি জি এ রিয়েলটরস
এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (টিসিএল) একটি নন-ব্যাংকিং ফাইন্যান্স কোম্পানি এবং কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর বিধান অনুসারে গঠিত এবং এর নিবন্ধিত অফিস পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, টাওয়ার এ, ১২ তম তল, গণপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর একটি আঞ্চলিক অফিস ১২ তম তল, থানা সৃজন টেক পার্ক, ডিএন ৫২, সেক্টর - ৫, সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০০৯১ **পশ্চিমবঙ্গ** ('শাখা') অবস্থিত। উল্লেখ্য ২৪.১১.২০২৩ তারিখের আদেশের মাধ্যমে, ন্যাশনাল ল' কোম্পানি ট্রাইব্যুনাল, মুম্বই বেঞ্চ, স্থানান্তরকারী কোম্পানি অর্থাৎ টাটা ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (টিসিএফএসএল) এবং অধিগ্রহণকারী কোম্পানি অর্থাৎ টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (টিসিএল) এর মধ্যে একত্রীকরণের পরিকল্পনা অনুমোদন করে, যার মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি, সম্পদ, অধিকার, সুবিধা, সুদ, কর্তব্য, বাধ্যবাধকতা, দায়, চুক্তি, চুক্তি, সিকিউরিটি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা উক্ত প্রকল্পে আরও সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, ১ জানুয়ারী, ২০২৪ তারিখ থেকে কার্যকর মতে। উপরে উল্লিখিত কোম্পানিটি এখন থেকে **''টাটা ক্যাপিটাল লি''** (টিসিএল) নামে পরিচিত হবে। উক্ত আদেশ এবং প্রকল্প অনুসারে, টিসিএফএসএল দ্বারা সম্পাদিত সমস্ত সুবিধা নথি এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত বকেয়া টিসিএল-এর কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং এইভাবে টিসিএল ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধককারীদের কাছ থেকে একই দাবি করার অধিকারী।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, **টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (সুরক্ষিত ঋণদাতা/টিসিএল)**-এর কাছে বন্ধক রাখা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার ভৌত দখল টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা (সুরক্ষিত ঋণদাতা) দ্বারা নেওয়া হয়েছে, **২১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে** 'যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে, যেমন অবস্থায় আছে এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
যেহেতু সুরক্ষিত ঋণ আদায়ের জন্য সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রি করতে হবে এবং ২২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের ১৩(২) ধারা অনুসারে দাবি করা হয়েছে যে ঋণ অ্যাকাউন্ট নং TCFLA0540000011062542-তে **ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের** কাছ থেকে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ ২,৪৪,৭০,০০১/- টাকা (দুই কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ সত্তর হাজার এক টাকা) বকেয়া, অর্থাৎ **(১) মেসার্স বিজিএ রিয়েলটরস; (২) শ্রী রাজীব ঘোষ; (৩) শ্রীমতী শম্পা ঘোষ এবং (৪) শ্রীমতী প্রদীপ্তা ঘোষ,** উপরে উল্লিখিত সকলের অফিস/বাসস্থান পি ৩৯৯, কেয়াতলা লেন, ৪র্থ তল, পো- শরৎ বোস রোড, থানা-রবীন্দ্র সরোবর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৯।
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, বিক্রয় স্থগিত/অসমাপ্ত না হলে, উক্ত সম্পত্তিটি **২১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে দুপুর ২.০০ টায়** ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে, যার আঞ্চলিক অফিস **১২তম তল, থানা সৃজন টেক পার্ক, ডিএন ৫২, সেক্টর - ৫, সল্ট লেক, কলকাতা -৭০০০৯১।**
সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য সিল করা ই-নিলাম এবং ইএমডি ডিমান্ড ড্রাফ্ট **টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেডের** অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক **২০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে বিকাল ৫.০০ টা** পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে।

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ	দখলের ধরন কার্যকরী/স্বত্ব	সংরক্ষিত মূল্য (টা.)	বায়না জমা ইএমডি (টা.)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাপ আনুমানিক ২৩৬৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি সমুদয় ৪র্থতল, জি-৪ তলা ভবনে অবস্থিত বা জমির পরিমাপ আনুমানিক ৫ কাঠা ৮ ছটাক ৪৪ বর্গফুট কমবেশি বর্তমান পুরসভা প্রেমিসেস নং পি-৩৯৯ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সরণি (পূর্বতন পি-৩৯৯ কেয়াতলা লেন), কলকাতা -৭০০০২৯, পুরসভা ওয়ার্ড নং ৮৬, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা : রবীন্দ্র সরোবর (পূর্বতন লেক) জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, অবিভক্ত অবিচ্ছেদ্য অংশ উক্ত প্রেমিসেস এর সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ।	স্বত্ব দখলীকৃত	২,২৭,৪০,০০০ টাকা (দুই কোটি সাতাশ লাখ চল্লিশ হাজার টাকা)	২২,৭৪,০০০ টাকা (বাইশ লাখ চুয়াত্তর হাজার টাকা)

বিক্রয়ের জন্য রাখা সম্পত্তির বিবরণ তফসিলে রয়েছে। উপরে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তির ভিতরে এবং ভিতরে থাকা অস্থাবর জিনিসপত্র/বাড়ির মালিকানার তালিকা, যদি নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত না হয়, তাহলে সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে বিক্রয়ের জন্য উপলব্ধ থাকবে না। যদি উপরে বর্ণিত পরিমাণ, সুদ এবং খরচ (বিক্রয়ের খরচ সহ) 'অনুমোদিত কর্মকর্তা'-এর কাছে জমা দেওয়া হয় অথবা তার সন্তুষ্টির জন্য প্রমাণ দেওয়া হয় যে এই সুরক্ষিত ঋণ, সুদ এবং খরচ পরিশোধ করা হয়েছে, তাহলে বিক্রয়ও বন্ধ করা হবে। বিক্রয়ের সময়, জনসাধারণকে সাধারণত ব্যক্তিগতভাবে তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। তবে এই বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত কোনও দায়িত্ব পালনকারী কোনও কর্মকর্তা বা অন্য কোনও ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিক্রিত সম্পত্তির জন্য কোনও স্বার্থের জন্য দরপত্র, অধিগ্রহণ বা অর্জনের চেষ্টা করবেন না। বিক্রয়টি সারফেসি আইন, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে। ই-নিলামটি **https://BidDeal.in** পোর্টালের মাধ্যমে **২১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে দুপুর ২.০০ টা থেকে ৩.০০ টা পর্যন্ত** অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রতিটির জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন সময়সীমা থাকবে। সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য জমা দেওয়া সমস্ত দরপত্রের সাথে উপরে উল্লিখিত বায়না জমা জমা দিতে হবে, যা **''টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড''** এর পক্ষে কলকাতায় প্রদেয় একটি ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। সম্পত্তির পরিদর্শন **১২ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে বেলা ১২টা থেকে দুপুর ৩টে** পর্যন্ত করা যেতে পারে।
টিসিএল-এর কাছে জানা কোনও দায়বদ্ধতার বিবরণ, যার জন্য সম্পত্তিটি দায়বদ্ধ এস.এ/১৭২/২০২৫ সংযুক্ত আইএ সহ কলকাতার ডিআরটি-১-এর কাছে বিচারাধীন।
দ্রষ্টব্য : আগ্রহী দরদাতারা টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেডের সাথে মোবাইল নম্বর +৯১-৮৬৯১০০৫২৩৮ / অনুমোদিত কর্মকর্তা শ্রী সাহেব মজুমদার; ইমেল আইডি sahab.majumder@tatacapital.com এবং মোবাইল নম্বর +৯১-৯০৫১২৮৭৫৫৫ এ যোগাযোগ করতে পারেন।
বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ, **http://www.tatacapital.com/content/dam/tata-capital/pdf/e-auction/tcfsl/03rd-E-Auction-Newspaper-Publication BGA%20Realtors-TCFLA0540000011062542.pdf**

স্থান - কলকাতা — স্বা/-
তারিখ - ২২.১২.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড

মকর সংক্রান্তির আগে শিবপুরের অস্থায়ী সেতু নির্মাণের জট কাটাতে প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জেলার মধ্যে বয়ে গিয়েছে অজয় নদ। এই অজয় নদের একদিকে কাঁকসার বিদবিহার অঞ্চলের শিবপুর। অন্যদিকে বীরভূমের জয়দেব। প্রতিবছর বীরভূমের জয়দেবে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে বসে মেলা। পশ্চিম বর্ধমান থেকে প্রতিবছর মেলা দেখতে হাজার হাজার পূর্ণ্যার্থীরা ভিড় জমান জয়দেব কেন্দুলি মেলায়। দীর্ঘদিন ধরে এই দুই জেলার মাঝে অজয় নদের ওপর দিয়ে বালি মাটি দিয়ে তৈরি অস্থায়ী সেতু দিয়েই চলত পারাপার। তবে বর্ষার সময় সেই অস্থায়ী সেতু ভেসে যাওয়ায় সমস্যায় পড়তে হতো দুই জেলার মানুষকে। দুই জেলার মানুষের সমস্যার কথা জানতে পেরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্থায়ী ব্রিজ নির্মাণ করে দেন। গত ছ মাস আগে সেই ব্রিজ ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন ব্রিজ দিয়ে দুই জেলার মধ্যে যাতায়াত শুরু হওয়ায়। একদিকে যেমন দুই জেলার মানুষের সুবিধা হয়েছে তেমনই ব্যবসার ক্ষেত্রেও লাভবান হয়েছেন দুই জেলার ব্যবসায়ীরা। তবে সামনেই মকর সংক্রান্তি। প্রতিবছরের মত এবছরও মকর সংক্রান্তির দিন অজয় নদে মকর স্নান সেরে বহু পূর্ণ্যার্থী জয়দেবের কেন্দুলি মেলায় ভিড় জমাবেন। কিন্তু জয়দেব মেলায় যেতে গেলে নতুন ব্রিজ দিয়ে প্রায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তবেই পৌঁছাতে হবে। ফলে এলাকার মানুষ দাবি জানান, বালি মাটি দিয়ে তৈরি পুরাতন অস্থায়ী সেতু মেলা উপলক্ষে পুনরায় তৈরি করে দিতে হবে। এই বিষয়ে প্রশাসনের কাছে তারা দাবি জানান। সেই মতো প্রশাসনের পক্ষ থেকে গলসির বিধায়ক নেপাল ঘড়ুই ও কাঁকসা ব্লক প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে যান। তবে বীরভূম জেলা প্রশাসন অস্থায়ী সেতু নির্মাণের জন্য কোনরকম ইচ্ছা প্রকাশ না করায় এবং অজয় নদটি পুরোপুরি বীরভূম জেলার মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় প্রশাসনিক জটিলতা কাটাতে কাঁকসা ব্লকের প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে সোমবার দুপুরে একটি বৈঠক করেন কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে। এদিন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাঁকসার বিডিও সৌরভ গুপ্তা, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, বিদবিহার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা এবং কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নবকুমার সামন্ত, কাঁকসার আইসি প্রসূন খাঁ, কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের এসিপি রাজকুমার মালাকার, কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের ওসি অনুপ কুমার হাটি-সহ অন্যান্যরা।এদিন বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানান, ‘জয়দেব কেন্দুলি মেলার সঙ্গে কাঁকসা এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলার মানুষের একটা আবেগ জড়িয়ে আছে। মকর সংক্রান্তির দিন অনেকেই মকর স্নান সেরে কেন্দুলি মেলায় যান মেলা দেখতে। দীর্ঘদিন ধরে অস্থায়ী সেতু দিয়েই তাঁরা যাতায়াত করেছেন। এখন এলাকার মানুষ দাবি করছেন নতুন ব্রিজ দিয়ে যেতে গেলে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হবে। মকর স্নানের দিন পূর্ণ্যার্থীদের যাতে অসুবিধা না হয়। তাই পুনরায় অস্থায়ী সেতুটি মকর স্নানের জন্য যাতে নির্মাণ করা যায়। সেই বিষয়ে তাঁরা প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছিলেন। সেইমতো কাঁকসা ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখে পরিদর্শন করে আসে। কাঁকসা ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে কিভাবে পদক্ষেপ নেওয়া যায়, সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এদিনের বৈঠকে। তবে বীরভূম জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকের পর দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এবং বীরভূম জেলা প্রশাসন অনুমতি দিলে কাঁকসা ব্লক প্রশাসন পুণ্যার্থীদের জন্য এবং এলাকাবাসীর সুবিধার জন্য সেতু নির্মাণ করার কাজ করবে’ বলে তিনি আশ্বাস দেন।

ডানকুনির ‘মৃত’ কাউন্সিলরকে নিয়েই প্রতীকী স্মরণসভা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ডানকুনির কাউন্সিলারকে সঙ্গে নিয়েই এবার প্রতিবাদ হিসেবে প্রতীকী স্মরণসভা করলেন দলের শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। খসড়া ভোটার তালিকায় ডানকুনির তৃণমূল কাউন্সিলারকে ‘মৃত’ বলে উল্লেখ করা হয়। তা নিয়ে শোরগোল শুরু হয়েছিল প্রথম থেকেই। এই মঞ্চ থেকে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে তোপ দাগেন সাংসদ। বক্তব্য শেষে দলীয় কাউন্সিলারের সুস্থ জীবন ও দীর্ঘায়ুও কামনা করেন। তবে কল্যাণের এই সভা নিয়ে বিজেপি-সিপিএম একযোগে বিঁধেছে বর্ষীয়ান এই সাংসদকে। তাঁদের বক্তব্য, ‘একজন জীবিত মানুষের বাবা, মা, স্ত্রী, পরিবার থাকতেও, এভাবে স্মরণসভা করা আদৌ শোভনীয় কি-না, তা একবার সাংসদের ভাবা উচিত ছিল।’ জীবিত হলেও, খসড়া ভোটার তালিকায় ‘মৃত’ হিসেবে নাম আসে ডানকুনির ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সূর্য দে-এর। এরপরেই ১৬ ডিসেম্বর স্থানীয় শ্মশানে গিয়ে বসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, ‘খসড়া তালিকায় আমাকে মৃত বলে দেখানো হয়েছে। তাই শ্মশানে এসেছি। নির্বাচন কমিশনের লোকজনকে বলব, মৃতই যখন বলে দিয়েছেন, এসে আমাকে চুল্লিতে পুড়িয়ে দিন।’ নির্বাচন কমিশনের এভাবে জীবিত মানুষকে মৃতের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদে রবিবার, ২১ ডিসেম্বর সূর্যর পাড়াতেই প্রতীকী স্মরণসভা হয়। সেখানে এসে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘আমি কোনও দিন ভাবিনি এরকম একটা সভা করতে হবে। বাংলার মানুষও কোনও দিন ভাবিনি। কিন্তু ইলেকশন কমিশন ছেলেটাকে মেরে দিল। আগে ভগবানের হাতে জন্ম-মৃত্যু বলা হতো, এখন ইলেকশন কমিশনের হাতে। শুধু তাই নয়, মায়ের সঙ্গে মেয়ের বয়সের তফাত হবে, কে কার বর-বৌ হবে, সব দেখবে ইলেকশন কমিশন। দেশটাকে শেষ করে দিতে চাইছে এরা। তবে মানুষের আশীর্বাদে, শুভেচ্ছায় সূর্য ভালো থাকবেন, দীর্ঘায়ু হবেন।’ কল্যাণের এই সভা নিয়ে সরব হন শ্রীরামপুর শহর বিজেপি সহ-সভাপতি দেবাশিস মুখোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, ‘কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূল প্রমাণের চেষ্টা করছে, এটা মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ত্রুটি। কিন্তু এ ত্রুটি বিএলও বা এইআরও-এর। তাঁরা রাজ্য সরকার পরিচালিত। তাই এই ভুল রাজ্য সরকারের কর্মীদেরই। এর দায় তৃণমূলেরই। আর দ্বিতীয়ত, যাঁর বাবা-মা বেঁচে আছেন, পরিবার আছে, তাঁর এভাবে স্মরণসভা করা যায় না। আমাদের হিন্দু সংস্কৃতিতে এটা নেই। সাংসদ ৭০ ছুঁই ছুঁই। তাঁর মতিভ্রম হয়েছে।’ সিপিএম নেতা মনোজ গায়েন বলেন, ‘এ সব তৃণমূলের পক্ষেই সম্ভব। কাউন্সিলারের পরিবার পরিজন আছেন, তারপরেও এভাবে স্মরণসভা করে তিনি কী বার্তা দিতে চাইলেন, জানি না।’

পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর পুরসভার আয় বাড়াতে তিনটি কমিটির গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: চাহিদার তুলনায় যোগান অর্ধেকেরও কম। টানাটানি করে চলছে পুরসভা। এবারে আয় বাড়াতে কমিটি গড়ল তৃণমূল পরিচালিত রঘুনাথপুর পুরসভা। সূত্রের খবর, হোল্ডিং ট্যাক্স দেখভাল করা। বাড়ির নকশা অনুমোদন ও ট্রেড লাইসেন্স। এই তিন বিষয় নিয়েই তিনটি পৃথক কমিটি গড়া হয়েছে। পুরসভা সূত্রের খবর, এই কমিটিগুলি হোল্ডিং,বাড়ির নকশা (বিল্ডিং প্ল্যান) ও ট্রেড লাইসেন্স-এর বিষয়গুলি নিয়ে দেখভাল করবে। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর পুরসভায় বরাবরই আয়ের চাইতে ব্যয়ে অনেকটাই বেশি। টানাটানি করেই পুরসভা চলে। সূত্রের খবর, পুরসভার মূল খরচটাই হয় অস্থায়ী কর্মীদের বেতন দিতে। শতাধিক অস্থায়ী কর্মীদের বেতন দিতে মাসে ১৬ লক্ষ টাকার বেশি খরচ হয় পুরসভার। সেখানে পুরসভার মাসিক আয় ছয় লক্ষের মতো। মাস পয়লা বেতন কার্যত হয় না। ডিসেম্বর মাসের অর্ধেক পেরিয়ে গেলেও, এখনও ওই কর্মীদের বেতন দিতে পারেনি পুরসভা। তাই বরাবরই বিরোধীরা অভিযোগ তোলে, উন্নয়নমূলক খাতের টাকায় পুরসভা অস্থায়ী কর্মীদের বেতন দেওয়ার ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। এই অবস্থার বদল ঘটাতে, আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির লক্ষ্যেই তাই তিন কমিটি গড়েছে পুরসভা। প্রতি কমিটিতেই থাকছেন পুরপ্রধান ও উপপুরপ্রধান। সাথে থাকছেন আরও তিন জন পুরপ্রতিনিধি। প্রতি কমিটিতেই সদস্য সংখ্যা পাঁচ। কী করবে এই কমিটি? পুরসভা সূত্রের খবর, হোল্ডিং ট্যাক্স, বিল্ডিং প্ল্যান ও ট্রেড লাইসেন্স থেকে পুরসভার আয় বাড়াতে কাজ করবেন কমিটির সদস্যরা।

শহরে বহু সংখ্যক বাড়ি আছে যেগুলি পুরসভার কাছ থেকে বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন না করিয়েই তৈরি হয়েছে। সেই বাড়িগুলি চিহ্নিত করবে ওই কমিটি। পরে মালিকদের বাড়ির নকশা তৈরি করে সেই নকশাকে পুরসভায় অনুমোদিত করাতে হবে। এক্ষেত্রে বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন করে আয় বাড়বে পুরসভার। এছাড়াও হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় বাড়িয়ে আয় বৃদ্ধিতেও নজর দিচ্ছে পুরকর্তৃপক্ষ। সূত্রের খবর, পুরসভার কাছে থাকা নথি অনুযায়ী শহরে হোল্ডিং-এর সংখ্যা ৬ হাজার ৭৩৩টি। অর্থাৎ যাঁরা ট্যাক্স দিয়ে হোল্ডিং করিয়েছেন। কিন্তু এর বাইরে বড় অংশের হোল্ডিং আছে যাঁদের তথ্য পুরসভাতে নথিবদ্ধই নেই। তাছাড়া যাদের হোল্ডিং আছে, তাঁদের একাংশও নিয়মিত পুরসভায় হোল্ডিং ট্যাক্স দেয়না। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিটি যাঁদের হোল্ডিং নেই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁরা যাতে হোল্ডিং করান সেটা নিশ্চিত করবে। সাথে যাঁরা হোল্ডিং ট্যাক্স নিয়মিত দেয়না তাঁদেরকে সেই ট্যাক্স দেওয়াতে পদক্ষেপ করবে। অন্য দিকে, শহরে ৭৮০ জন ব্যাবসায়ী ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে ব্যাবসা করেন। এর বাইরেও ভালো সংখ্যক ব্যাবসায়ী ট্রেড লাইসেন্স না নিয়েই ব্যবসা করছেন বলে মনে করছে পুরসভা। ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত দিকটা নজরদারীর মধ্যে এনে আয় বাড়াতে পদক্ষেপ করবে সংশ্লিষ্ট কমিটি। পুরপ্রধান তরণী বাউড়ি জানান, ‘পুরসভার আয়ের উৎসই হচ্ছে হোল্ডিং ট্যাক্স, বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন, ট্রেড লাইসেন্স ও বিজ্ঞাপন বাবদ আয়, জল কর। এছাড়া আরও কিছু ক্ষেত্র থেকেও কিছু পরিমান ট্যাক্স আদায় হয়।’ পুরপ্রধান আরও বলেন, ‘যথাযথভাবে পুর পরিষেবা দিতে হলে কর্মীদের সময়ে বেতন দিতেই হবে। কিন্তু আয়ের তুলনায় ব্যয় অনেকটাই বেশি হওয়াতে আমাদের আয় বৃদ্ধির পথে হাঁটা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু কোথায় কর বাড়াচ্ছি না। যে কর অনাদায়ী হয়ে পড়ে আছে, সেটা আদায়ে উদ্যোগী হয়েছি। শহরের বাসিন্দারাও আমাদের এই উদ্যোগে শামিল হয়ে তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন। এই আবেদনই জানানো হচ্ছে।’

পুরসভার এই উদ্যোগে দলগতভাবে তাঁরা পুরসভার পাশেই আছেন জানাচ্ছেন তৃণমূলের শহর সভাপতি তথা পুরপ্রতিনিধি প্রণব দেওঘরিয়া। তিনি বলেন, ‘পুরসভার প্রতি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দিতে আমৃত ২ প্রকল্পের কাজ শুরু হচ্ছে। কিন্তু হোল্ডিং না থাকা বাড়ি বা পুরসভার পক্ষ থেকে অনুমোদিত বাড়ির নকশা না থাকলে সংশ্লিষ্ট বাড়িতে প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ীই জল সংযোগ দেওয়া যাবে না। বাসিন্দারা সেটা বুঝেই পুরসভার সাথে সহাযোগিতা করবেন বলেই আমাদের আশা।’

চাকদোলা মোড় থেকে জামুড়িয়ার রাস্তা যেন যমলোক!

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: মেলায় ২০ টাকা টিকিট কেটে আপনি হয়তো মরণকুপ দেখেছেন, কিন্তু বাস্তবের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে সত্যিই মরণকুপ দেখতে হলে আপনাকে স্বাগত শিল্পাঞ্চলে। হ্যাঁ, কোথাও উঠেছে পিচের প্রলেপ, কোথাও হয়েছে গভীর খাল। উল্লেখ্য, জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের চাকদোলা মোড় থেকে জামুরিয়া বাজার পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ৭ কিলোমিটার রাস্তা মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। তবুও এক প্রকার বাধ্য হয়েই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই রাস্তা দিয়ে পারাপার করতে হচ্ছে পথচারীদের। এলাকার মানুষ থেকে শুরু করে বিরোধী দল সকলের অভিযোগ স্থানীয় প্রশাসন, জননেতা এমনকি জনপ্রতিনিধি, সকলেই দৃষ্টি হারিয়েছে। কেননা তারা ২৪ ঘন্টা এই রাস্তার উপর পারাপার করছে তবুও রাস্তা সংস্কারের কোনো রকম কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। এই রাস্তার উপরেই রয়েছে প্রাণী দপ্তর, কৃষি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের অফিস এছাড়াও জামুড়িয়াবাসীর প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য বাহাদুরপুর গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিও রয়েছে চাকদোলা মোড় থেকে জামুড়িয়া যাওয়ার প্রধান রাস্তার উপরেই। অপরদিকে আবার জামুড়িয়ার বুকে অবস্থিত ছোটো বড় মিলিয়ে প্রায় ৫০টি কলকারখানা রয়েছে যে কলকারখানাগুলিতে যেতে হলেও এই রাস্তাটিই প্রধান রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করে শ্রমিকরা। বর্তমানে সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ এই রাস্তার আজ রীতিমত মরণকুপে পরিণত হয়েছে। সামান্য অসাবধান হলেই এই রাস্তা কেড়ে নিতে পারে সুস্থ-সবল ব্যক্তির প্রাণ। তবুও কোনরকম হেলদোল স্থানীয় প্রশাসনের এমনটাই অভিযোগ এলাকাবাসীর। এ বিষয়ে বিধায়ক হরেরাম সিং জানান, ‘চাকদোলা থেকে জামুড়িয়া যাওয়ার প্রধান রাস্তার বেহাল ছবিটি আমরা লিখিত করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠিয়েছি। তবে শিল্পাঞ্চলের ব্যবসায়ীদের একটা দাবি যে এই রাস্তাটি চার লেন হলে খুবই ভালো হয়। সে ক্ষেত্রে যানজট সমস্যা যেমন কমবে, তেমনি যাত্রাপথও সুগম হবে। এ বিষয়টি নিয়ে আমাদের ভাবনা চিন্তা চলছে।’ বিধায়কের আশ্বাস যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই রাস্তাটি ঠিক হয়ে যাবে।

বাজপেয়ীর মূর্তি বসানো ঘিরে উত্তেজনা

জায়গা ঘিরল জেলা বিদ্যুৎ দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সোমবার সকালে কাঁকসার রাজবাঁধে অটল বিহারী বাজপেয়ীর মূর্তি বসানোকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় কাঁকসার রাজবাঁধে। আগামী ২৫শে ডিসেম্বর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন ও তুলসী পূজন দিবস উপলক্ষে বিজেপির তরফে সোমবার মূর্তি স্থাপনের কাজ শুরু করে বিজেপি কর্মীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে তা আটকে দেয়। এর পরেই ঘটনাস্থলে বিজেপি কর্মীরা অবস্থান বিক্ষোভে বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। এদিন ঘটনাস্থল থেকে একটি চাই বোঝাই ট্রাক্টর আটক করে পুলিশ। সারাদিন ধরে বিক্ষোভ চললেও, শেষমেশ সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে গোটা জায়গাটি লোহার তার জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। পুলিশের দাবি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন নিগমের জমিতে অনুমতি ছাড়াই তাদের জায়গায় নির্মাণ কাজ করা হচ্ছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। যদিও বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশের বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন। তাঁর দাবি, ‘বাম জামানায় ওই জায়গায় বিজেপির দলীয় কার্যালয় ছিল। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর সেটি ভেঙে দেয়। দলীয় কার্যালয় ভাঙার পর সেই জায়গাতেই মূর্তি বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। সেই কাজ করা হচ্ছিল। পুলিশ কাজে বাধা দেয়।’ যদিও এই বিষয়ে কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নব কুমার সামন্ত জানান,‘সরকারি জমি দখল করে কাজ করছিল বিজেপি। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছে। তারা আইনানুগ যা ব্যবস্থা নেওয়ার তাই নেবে।’ কাঁকসার এসিপি ট্রাফিক রাজকুমার মালাকার জানান, ‘বিদ্যুৎ বণ্টন নিগমের অভিযোগের ভিত্তিতেই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’ অন্যদিকে বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে ঘিরে দেওয়ার বিষয়ে বিজেপি নেতা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘গোটা কাজটা বিদ্যুৎ দপ্তরকে কাঁকসার আইসি চাপ দিয়ে করাচ্ছেন। তাঁর কাছে এই বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের তিনি ফোন করে জানতে চাইলে, তাঁরা পুলিশকে এই বিষয়ে কোনও অভিযোগ জানায়নি।’ বিজেপি নেতার হুঁশিয়ারি, এই বিষয়ে আগামী দিনে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন।

ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে খুন, বৈষ্ণবনগরে আটক তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাড়িতে ঢুকে এক কাপড় ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় দুই প্রতিবেশীর মদত থাকতে পারে বলে পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন মৃতের পরিবার। রবিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বৈষ্ণবনগর থানার কেবিএস ছোট কামাত এলাকায়। বাড়ির লোকেদের চিৎকার শুনে ছুটে আসেন আশেপাশের লোকজন। এরপর ঘটনার খবর পেয়ে তদন্তে পৌঁছায় কালিয়াচকের এসডিপিও ফয়জাল রাজা। পুলিশ এখনও পর্যন্ত এই খুনের ঘটনায় তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে মৃতের পরিবারের সঙ্গে প্রতিবেশী দুটি পরিবারের পুরনো একটি গোলমাল ছিল। হয়তো সেই আক্রোশের জেরেই এভাবেই খুনের ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম আতাউর রহমান (৪৫)। তিনি বিভিন্ন হাটে অস্থায়ী দোকান করে গামছা, কাপড় বেচাকেনা করতেন। পরিবারে স্ত্রী নাসিমা বিবি এবং তিন নাবালক ছেলেমেয়ে রয়েছে। মৃতের স্ত্রী নাসিমা বিবি পুলিশকে জানিয়েছেন, ‘আমার তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে পাশের ঘরে টিভি দেখছিলাম। অন্য ঘরে স্বামী রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমোতে গিয়েছিলেন। যেহেতু আমাদের বাড়িটা ঘেরা। তাই উনি বরাবরই ছিটকিনি না লাগিয়ে দরজা ভেজিয়ে ঘুমোন। এদিন রাত বারোটা নাগাদ আচমকাই পাশের ঘরের আওয়াজ ও গোঙ্গানি শব্দ শুনতে পাই। তড়িঘড়ি বেরিয়ে এসে দেখি ওই ঘরের দরজার ছিটকিনি বাইরে থেকে আটকানো রয়েছে। এরপর দরজা খুলতেই দেখি ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে, রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে রয়েছে স্বামীর দেহ। যদিও ছাদের সিঁড়ি ঘরে টিনের অস্থায়ী গেট রয়েছে। হয়তো দুষ্কৃতীরা সেই সিঁড়ি ঘর দরজা খুলেই এভাবে পাশের ঘরে ঢুকে স্বামীকে খুন করে থাকতে পারে।’ মৃতের স্ত্রী নাসিমা বিবির অভিযোগ, ‘প্রায় ১৫ দিন আগে পাড়াতেই ছোটদের ক্রিকেট খেলা নিয়েই একটা গোলমাল হয়েছিল। সামান্য সেই গোলমাল পাশের বাড়ির এরফান শেখ, নজরুল শেখদের সঙ্গে আমাদের বাড়ির বড়রা বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। সেই সময় আমাদের উপর হামলা চালানো হয় দু’পক্ষের মারামারি হয়। আমাদের ধারণা পুরনো সেই বিবাদ জেনেই নিঃশব্দে বাড়িতে ঢুকে স্বামীকে খুন করেছে প্রতিবেশী দুষ্কৃতীরা।’ মালদার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ‘তিনজনকে আপাতত আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বিভিন্ন সূত্র ধরে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’

৬৩ লাখের রাস্তার শিলান্যাস বিধায়কের

নিজস্ব সংবাদদাতা, লাউদোহ: বনশোল মোড় থেকে পাটশাওড়া যাওয়ার জন্য তৈরি হবে আড়াই কিলোমিটার নতুন রাস্তা। ‘পথশ্রী’ প্রকল্পে সোমবার রাস্তা নির্মাণ কাজের শিলান্যাস করলেন বিধায়ক। নতুন রাস্তা পাকা পেয়ে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের ইছাপুর পঞ্চায়েতের প্রত্যন্ত এলাকায় পাটশাওড়া গ্রাম। সাম্প্রতিকালে এই এলাকায় বহুতল আবাসনের তৈরির পাশাপাশি বেড়েছে বসতি এলাকা। এলাকার বাসিন্দাদের নিত্যপ্রয়োজনে প্রায়ই পার্শ্ববর্তী দুর্গাপুর শহর আসা যাওয়া করতে হয়। এতদিন সেই যাতায়াত করতে হতো কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে। বছর দশেক আগে তৎকালীন আসানসোলের বিজেপি সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় তাঁর সাংসদ কোটা থেকে ঢালাই রাস্তা নির্মাণের জন্য ৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। রাস্তার পাশে লাগানো হয়েছিল বোর্ড। সেই বোর্ড এখনও রয়েছে রাস্তার পাশে। কিন্তু রাস্তা নির্মাণ হয়নি। অবশেষে রাজ্য সরকারের ‘পথশ্রী’ প্রকল্পে পাটশাওড়া থেকে বনশোল মোর পর্যন্ত আড়াই কিলোমিটার ঢালাই রাস্তা নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় জেলা পরিষদ। সোমবার রাস্তা নির্মাণ কাজের শিলান্যাস করলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর ফরিদপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কল্যাণ সৌমণ্ডল, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুজিত মুখোপাধ্যায় সহ অন্যরা । জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গেছে আড়াই কিলোমিটার ঢালাই রাস্তা নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৬৩ লক্ষ টাকা। পাকা রাস্তা হওয়ায় পাটশাওড়া-সহ সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষজন উপকৃত হবে বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, ‘এই রাস্তাটি পাকা করার দাবি ছিল দীর্ঘ দিনের। অবশেষে পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা নির্মাণ হওয়ায় স্থানীয়দের সেই দাবি পূরণ হল।’ তৃণমূলের ব্লক সভাপতি শতদ্বীপ ঘটক বলেন, ‘বিজেপি বোর্ড লাগায় কিন্তু কাজ করেনা। তৃণমূল প্রচারে নয় কাজে বিশ্বাসী।’

আমতায় ঘুমের মধ্যেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত একই পরিবারের ৪ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, জয়পুর: রবিবার গভীর রাতে ঘুমের মধ্যেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেল একই পরিবারের চার সদস্য। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার জয়পুর থানার সাউড়িয়া সিং পাড়ায়। মৃতদের নাম দুর্যোধন দোলুই (৭৫), দুধকুমার দোলুই (৪২), অর্চনা দোলুই (৩৮) এবং শম্পা দোলুই (১৪)। শম্পা নবম শ্রেণির ছাত্রী বলে জানা গিয়েছে। সোমবার কাকভোরে পুলিশ তাঁদের দগ্ধ দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। কিন্তু কী ভাবে গোটা বাড়িতে আগুন লাগল? তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ওই বাড়িটির ইলেকট্রিক ওয়ারিংয়ে শর্ট সার্কিট থেকে ঘরের ভিতরে ডাঁই করে রাখা খড়, প্লাস্টিকের বস্তায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তীব্র ঠাণ্ডায় ঘুমের মধ্যেই অগ্নিদগ্ধ হন তাঁরা। বের হতে না পেরে আগুনে পুড়ে যান। বাঁচার জন্য চিৎকার করলেও আশপাশে কোনও বাড়ি না থাকায় তাঁদের চিৎকার কেউ শুনতে পাননি। তবে এই আগুন লাগার সব কারণই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তবে পাশাপাশি দুটি ঘরে একসঙ্গে আগুন লাগা কতটা সম্ভব তাও ভাবাচ্ছে পুলিশকে। অন্যদিকে মৃত মহিলার বোন পূজা রায় সংবাদমাধ্যমের কাছে অভিযোগ করে জানান, ‘জামাইবাবু নিজে ইলেকট্রিকের কাজ করে। সে জানে না কোথা কি আছে? বাইরে থেকে হিংসা করে কেউ এই আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। সঠিক তদন্ত দাবি করছি।’ তবে এই ঘটনায় ওই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আরামবাগ উৎসবের সূচনা, সোমে থাকবেন অভিনেতা জিৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ৩৯তম আরামবাগ উৎসবের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সূচনা হয় ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। দৌড়টি শুরু হয় আরামবাগের ডোঙ্গল থেকে শুরু হয়ে শেষ হয় উৎসবের ময়দানে। সেই উপলক্ষ্যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ছিল মানুষদের মধ্যে। উৎসবের সভাপতি চেয়ারম্যান সমীর ভাণ্ডারী। বতর্মানে আরামবাগ উৎসব শুধু পৌর এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ছড়িয়ে পড়েছে মহকুমা-সহ হুগলি জেলাতেও। এই উৎসব আরামবাগবাসি প্রাণের উৎসবে পরিণত হয়েছে। এদিন দুপুরে জুবলি পার্ক মাঠ থেকে উৎসব প্রাঙ্গণ পর্যন্ত আয়োজন করা হয়েছিল একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার, সাথে মহিলা ঢাকি, রণপা-সহ বিভিন্ন সং সেজে বাদ্য যন্ত্র-সহকারে উৎসবের মূল অনুষ্ঠান মঞ্চে যায়। উৎসবের দিনগুলিতে অসংখ্য মানুষের সমাগম ঘটে ময়দান চত্বরে। উৎসব দেখতে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষেরা শামিল হন। উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ মুম্বই ও কলকাতার নামীদামি শিল্পীদের অনুষ্ঠান সহ- অভিনেতা অভিনেত্রীদের উপস্থিতি। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। চেয়ারম্যান তথা উৎসব কমিটির সভাপতি সমীর ভাণ্ডারি জানান, ‘আজ থেকে আরামবাগ উৎসব শুরু হয়ে গেল। এটা আরামবাগবাসীর প্রাণের উৎসব। এদিন উৎসবের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পুর ও নগরউন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।’ উদ্বোধনের মূল মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান সমীর ভাণ্ডরি ছাড়াও ছিলেন জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, ভাইস চেয়ারম্যান মমতা মুখার্জি, প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী, হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশচন্দ্র রায়। এবছর বিশেষ আকর্ষণ বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় বাংলা সিনেমার হিরো তথা অভিনেতা জিৎ আসছেন আগামী সোমবার। এছাড়াও আসছেন জোজো, কুণাল গাঞ্জাওয়ালা-সহ বিভিন্ন শিল্পীরা। মেলা প্রসঙ্গে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, ‘আরামবাগ উৎসব বিখ্যাত। এই মেলাকে ঘিরে প্রত্যাশা সারা বছর ধরেই থাকে। এবারও আমার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। মুখ্যমন্ত্রী কলকাতা একটা বড় মিটিং নিয়েছেন। সেই মিটিংয়ে উপস্থিত থাকার কারণেই আরামবাগ যেতে পারিনি। আপনারা আনন্দ করুন, মেলা উপভোগ করুন।’

ন্যাজাট-কাণ্ডে ধৃত মূল অভিযুক্ত ট্রাক চালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: ১২ বার নোটিস দেওয়ার পরেও সিবিআই গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ন্যাজাট-কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত ট্রাক চালক আলিম মোল্লাকে গ্রেপ্তার করে সেই কাজ করে দেখাল রাজ্য পুলিশ। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য পুলিশ ও বসিরহাট পুলিশ জেলার সকলকে ধন্যবাদ ও প্রণাম জানালেন ভোলানাথ ঘোষ। তাঁর দাবি, রাজ্য পুলিশ যেভাবে তদন্ত করছে এবং তাঁর ছোট ছেলে ও তাঁর গাড়ির চালক খুনে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে দেখাল তাতে তিনি খুশি। তাঁর পুলিশের ও মুখ্যমন্ত্রীর উপর ভরসা আছে। এই নৃশংস ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তাঁদের একে একে গ্রেপ্তার করবে পুলিশ। তাঁর দাবি, খুনিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির।

প্রসঙ্গত, সন্দেশখালির ভোলা ঘোষকে গাড়ি এক্সিডেন্ট করিয়ে খুন করার মূল অভিযুক্ত ছিল আলিম মোল্লা। আলিম মোল্লাই ছিল সেদিনের ঘাতক ট্রাকের চালক। অভিযোগ, লক্ষাধিক টাকার সুপারি নিয়ে আলিম মোল্লা ভোলানাথ ঘোষকে বাসন্তী রোডের উপর ১৬ চাকা ট্রাক দিয়ে পিষে খুন করার চেষ্টা করেছিল। ভোলানাথ ঘোষ বেঁচে গেলেও তাঁর ছোট ছেলে এবং গাড়ির চালক ঘটনাস্থলেই মারা যান। বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ডঃ মেহেদি রহমান হোসেন জানান, ঘটনার মূল অভিযুক্ত আলিম মোল্লাকে মিনাখাঁ এলাকা থেকে রবিবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয়। আলিম মোল্লাকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা মিনাখাঁ গ্রামীণ হাসপাতালে করে তাঁকে সোমবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতে নির্দেশ দেন। এই নিয়ে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ।

৯০ টাকার লটারির টিকিট কেটে কোটিপতি চা বিক্রেতা দম্পতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়না: নব্বই টাকার লটারিতে কোটি টাকার ভাগ্য! ভাঙা ঘরের চা-দোকানি হলেন কোটিপতি। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে কি-না হয়! ভাঙা ঘরে, অন্যের জায়গায় বসবাস করেও যে রাতারাতি কোটিপতি হওয়া যায়, তারই প্রমাণ মিলল পূর্ব বর্ধমানের উচালনে। মাত্র নব্বই টাকার লটারির টিকিট কেটে এক কোটি টাকা জিতে নিলেন এক চা-দোকানি দম্পতি।

জানা গেছে, উচালনের এক ছোট্ট চায়ের দোকান থেকে শুক্রবার ওই লটারির টিকিটটি কেনা হয়। টিকিট টি বিক্রি করেন একজন রিটেলার, যিনি ডিলারের কাছ থেকে টিকিট এনে বিক্রি করছিলেন। লটারির ফল প্রকাশের পর টিকিটের নম্বর মিলিয়ে প্রথমে বিষয়টি লক্ষ্য করেন যাঁর টেবিল থেকে টিকিট টি বিক্রি হয়েছিল। লটারির ভাগ্যজয়ী হন জলি মুন্সি। তিনি ও তাঁর স্বামী টুলু মুন্সি কয়েক বছর আগে ওড়িশা থেকে কাজের সন্ধানে পূর্ব বর্ধমানে আসেন। প্রথমে একটি রাইসমিলে কাজ করতেন তাঁরা। পরবর্তীতে সেই রাইসমিল বন্ধ হয়ে গেলে টুলু মুন্সি অন্য রাইসমিলে কাজ নেন এবং জলি মুন্সি উচালনে একটি ছোট চায়ের দোকান চালানো শুরু করেন। দম্পতির দুই ছেলে রয়েছে। একজন দশম শ্রেণির ছাত্র, অন্যজন প্রথম শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে। সীমিত আয় আর ভাঙা ঘরের জীবনযাত্রার মধ্যেই চলছিল তাঁদের সংসার। লটারিতে এক কোটি টাকা জেতার খবর জানাজানি হতেই খুশির জোয়ারে ভাসছে গোটা পরিবার। জলি মুন্সি জানান, ‘এভাবে ভাগ্য ফিরবে কখনও ভাবিনি। আমার স্বামী প্রায়ই লটারির টিকিট কাটেন। সেদিন কী মনে হয়েছিল, আমিও নব্বই টাকা দিয়ে একটি টিকিট কেটে নিয়েছিলাম। আর সেই টিকিটেই ফিরল ভাগ্য।’ দম্পতি আরও জানান, আপাতত টাকা নিয়ে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেননি। তবে নিজেদের একটি পাকা বাড়ি করার ইচ্ছে রয়েছে। সেই লক্ষ্যেই খোঁজখবর শুরু করেছেন তাঁরা।

সোনিয়া-রাহুলদের জবাব তলব করল দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর: ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় ইডির আবেদনে কংগ্রেসনেত্রী সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি এবং অন্যদের জবাব তলব করল দিল্লি হাইকোর্ট। আগামী বছর ১২ মার্চ এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। তার মধ্যে সোনিয়াদের বক্তব্য জানাতে হবে আদালতকে।

সোমবার দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি রবীন্দ্র দুদেজার এজলাসে ইডির আবেদনের শুনানি ছিল। ইডির হয়ে সওয়াল করেন কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। আর সনিয়াদের পক্ষে আদালতে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী অভিষেক সিঙ্ঘভি এবং আরএস চিমা।

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়াদের বিরুদ্ধে ইডির চার্জশিট গ্রহণ করেনি দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্ট। কেন ওই চার্জশিট গ্রহণ করা যাবে না, তার যুক্তিও দেন বিচারক। নিম্ন আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। তাদের দাবি ছিল, রাউস অ্যাভিনিউ কোর্ট চার্জশিট গ্রহণ না করে ঠিক করেনি। মামলাটিকে কেবল একটি ব্যক্তিগত অভিযোগ হিসাবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না। ইডির আরও দাবি, অভিযুক্তদের অব্যাহতি দেওয়ার সময় আদালত গুরুত্বপূর্ণ আইনি দিকগুলি উপেক্ষা করেছে। তাই নিম্ন আদালতের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেওয়া হোক।

গত ১৬ ডিসেম্বর ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় ইডির চার্জশিটে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। আদালত জানিয়েছিল, এই মামালায় তহবিল তছরুপ প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ)-এর অধীনে দায়ের করা অভিযোগে ত্রুটি রয়েছে। দিল্লির আদালতের বিশেষ বিচারক বিশাল গোনগে জানান, ইডির আবেদন ব্যক্তিগত অভিযোগের ভিত্তিতে করা হয়েছে। কোনও এফআইআরের ভিত্তিতে নয়।

হেরাল্ড মামলা

কেন এই মামলায় ইডি এফআইআর করেনি, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিচারক।

গত মাসেই ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়া, রাহুল, কংগ্রেস নেতা সুমন দুবে, স্যাম পিত্রোদা-সহ কিছু সংস্থা, সংগঠন যেমন ইয়ং ইন্ডিয়ান, ডটেক্স মার্চেন্ডাইস লিমিটেড, ডটেক্সের প্রোমোটার সুনীল ভাণ্ডারির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছিল দিল্লি পুলিশ। সেই কথা উল্লেখ করে বিচারক গোনগে জানান, অপরাধের সঙ্গে সম্পর্কিত যথাযথ এফআইআর নথিভুক্ত না-হলে অর্থ পাচারের তদন্ত এবং সংশ্লিষ্ট মামলা বৈধ হিসাবে বিবেচিত হবে না। আদালত স্মরণ করেছে, পিএমএলএ-র বিধান অনুযায়ী, তদন্ত শুরুর আগে ইডি-কে একটি এফআইআর দায়ের করতে হবে। কিন্তু তা এখনও করা হয়নি তদন্তকারী সংস্থার তরফে। শুধু তা-ই নয়, এই মামলায় সিবিআই-ও এখনও পর্যন্ত কোনও এফআইআর দায়ের করেনি। ইডি এফআইআর দায়ের না-করেই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে, যা আইনের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। আইনি প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন তোলে নিম্ন আদালত।

ইউক্রেন সেনার হাতে বন্দি ভারতীয় যুবক

মোদীর কাছে সাহায্যের আর্জি

কিয়েভ, ২২ ডিসেম্বর: জেলযাত্রা এড়াতে রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন ওই ভারতীয় যুবক। বর্তমানে তিনি ইউক্রেন সেনার হাতে বন্দি। যুবকের নাম মাজোতি সাহিল মহম্মদ হুসেন। তিনি গুজরাতের মোরবির বাসিন্দা। কয়েকমাস আগেই তাঁর ঘটনাটি প্রকাশ্যে এসেছিল। ইউক্রেন সেনার তরফে টেলিগ্রামে তাঁর একটি এক ভিডিও পোস্ট করা হয়েছিল। এবার তাঁর আরও একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। ভিডিওতে মাজোতি সরাসরি কেন্দ্র এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন।

রবিবার রাতে তাঁর একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'যুদ্ধপরাধী হিসাবে আমি ইউক্রেনে বন্দি। আমি হতাশ। ভবিষ্যতে কী হবে জানি না। তবে ভারতীয় নাগরিকদের কাছে আমি একটি বার্তা পাঠাতে চাই। যেসব ভারতীয় উচ্চশিক্ষা বা কাজের জন্য রাশিয়ায় আসছেন, তাঁরা সাবধান থাকবেন। কারণ, এখানে অনেক প্রতারক রয়েছে।' তিনি সতর্ক করে বলেন, 'শিক্ষার্থীদের ইচ্ছাকৃতভাবে বিভিন্ন ফৌজদারি মামলা এবং মাদক মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে।' এরপরই ভারত সরকারের কাছে তাঁকে উদ্ধারের জন্য তিনি সাহায্যের আর্জি জানান।

পড়াশুনোর জন্য ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত থেকে রাশিয়া পাড়ি দিয়েছিলেন মাজোতি। পরে মাদক মামলায় পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ৭ বছরের জেল হয় তাঁর। কিন্তু অভিযোগ, জেলযাত্রা এড়াতে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয় মাজোতিকে। মস্কোর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলে তিনি জানান, ২০২৪ সালের অক্টোবরে রুশ সেনার হয়ে যুদ্ধে পাঠানোর আগে মাত্র ১৬ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাঁকে। নিজের দলের কমান্ডারের সঙ্গে সংঘাতের জেরে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেন ওই যুবক।

সম্প্রতি বিদেশ মন্ত্রকের একটি রিপোর্টে জানানো হয়েছে, বর্তমানে রুশ সেনায় কর্মরত ২৭ জন ভারতীয়ের মুক্তি ও প্রত্যার্পণের জন্য মস্কোকে জানানো হয়েছে। এছাড়া মস্কোকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, ভারতীয়দের যুদ্ধে না পাঠানোর জন্য।

৬০০ পয়েন্টের লম্বা লাফ সেনসেক্সের

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর: দুঃসময় কাটিয়ে অবশেষে সুদিন ফিরল দালাল স্ট্রিটে। অতীতের ধাক্কা সামলে সোমবার সকালে ৬০০ পয়েন্ট বাড়ল সেনসেক্স। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে নিফটিও। বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন, অতীতের রক্তক্ষরণ কাটিয়ে হয়তো এবার ভালো সময় আসতে চলেছে বাজারেবাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, গত প্রায় একমাস ধরে লাগাতার নিচের দিকে নামছিল শেয়ারবাজার। বিরাট উত্থানের পর এই পতন প্রত্যাশিতই ছিল। এমনকি টাকার দামে পতন, বিদেশি বিনিয়োগের মতো সমস্যার জেরে খুব একটা সাফল্যের মুখ দেখেনি দালাল স্ট্রিট। তবে বাজারের চরিত্র অনুযায়ী একটানা পতনের পর এবার শেয়ার বাজার কিছুটা হলেও ঘুরে দাঁড়াবে বলেই আশা করা হচ্ছে। বিনিয়োগের পরিমাণও বাড়ছে ক্রমশ। তারই ফল দেখা যাচ্ছে শেয়ার বাজারে।

সোমবারের বাজার রিপোর্ট অনুযায়ী, এদিন দালাল স্ট্রিট খোলার পরই গ্রিন সিগন্যাল দেখা যায় বাজারে। বাজার বন্ধ হওয়ার পর দেখা যায় বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ৬৩৮.১২ পয়েন্ট অর্থাৎ ০.৭৫ শতাংশ বেড়ে পৌঁছে গিয়েছে ৮৫,৫৬৭.৪৮তে। পাশাপাশি ২০৬ পয়েন্ট বাড়ে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ বা নিফটির সূচক। যার জেরে ০.৭৯ শতাংশ বেড়ে নিফটি পৌঁছে যায় ২৬,১৭২.৪০তে। বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে মিডক্যাপ নিফটি (১০৯.৩০), ব্যাঙ্ক নিফটির (২৩৪.৮০) সূচকেও।

মাঝ-আকাশে গোলযোগ, রিপোর্ট তলব করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর: দিল্লি বিমানবন্দর থেকে উড়ানের কিছুক্ষণ পরেই আবার সেখানে ফিরে এল এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান। রবিবার রাতে মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল সেটি। সূত্রের খবর, ওড়ার পরে মাঝ-আকাশে ইঞ্জিনের তেলে চাপ কমে যাওয়ায় বিমানটি ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই ঘটনায় বিমান সংস্থার থেকে রিপোর্ট চাইল কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান মন্ত্রক। বিমান নিয়ামক সংস্থা ডিজিসিএ-কে তদন্তের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করতেও বলা হয়েছে।

বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, এআই৮৮৭ বোয়িং বিমানটি সোমবার রাত ৩টে ২০ মিনিট নাগাদ দিল্লি থেকে উড়েছিল। উড়ানের পরেই চালক লক্ষ করেন, ডান দিকের ইঞ্জিনে তেলের চাপ বেশ কম। সেই চাপ কমে শূন্যে নামে। তড়িঘড়ি বিমানটি ফিরিয়ে দিল্লি বিমানবন্দরে অবতরণ করান চালক। এয়ার ইন্ডিয়ার মুখপাত্র জানিয়েছেন, নিরাপদেই দিল্লি বিমানবন্দরে অবতরণ করে বিমানটি। কেউ আহত হয়েছেন বলে কোনও খবর মেলেনি।

ময়দান

অবাক কান্ড যুবকের! বিরাটের জন্য বাজি রাখলেন নিজের দু'লক্ষ টাকার আইফোন

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিনি যে ভক্তদের কাছে 'ভগবান', তা যেন বারবার প্রমাণ করে চলেছেন বিরাট কোহলি। মাঠের পারফরম্যান্স হোক বা মাঠের বাইরের ব্যবহার; দু'ক্ষেত্রেই কোহলি আলাদা। আমজনতা থেকে শুরু করে উঠতি ক্রিকেটার, সকলের কাছেই তিনি অনুপ্রেরণা। সেই ছবিই ফের একবার ধরা পড়ল আলিবাগে তাঁর অনুশীলন সেশনে, যা ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।

বিজয় হাজারে ট্রফির আগে নিজেকে পুরোপুরি প্রস্তুত রাখতে মুম্বইয়ের দক্ষিণে উপকূলীয় শহর আলিবাগে নেট অনুশীলনে ব্যস্ত ছিলেন বিরাট। আন্তর্জাতিক সূচির ফাঁকে ফিটনেস ও ম্যাচের ছন্দ ধরে রাখাই তাঁর লক্ষ্য। সেই অনুশীলনে নেট বোলার হিসেবে ছিলেন ঝাড়খণ্ডের উদীয়মান পেসার ঋত্বিক পাঠক। তরুণ ক্রিকেটারের কাছে কোহলির সামনে বল করা এমনিতেই স্বপ্নপূরণের মতো অভিজ্ঞতা। তার উপর অনুশীলনের ফাঁকে যে ঘটনা ঘটল, তা আজীবন মনে রাখবেন ঋত্বিক।

নেটের এক বিরতিতে ঋত্বিক তাঁর আইফোনের কভারে সই করার অনুরোধ করেন বিরাটকে। এক মুহূর্তও দ্বিধা না করে সেই আবদার মেটান 'কিং কোহলি'। শুধু সই করেই থেমে থাকেননি, ফোনের ব্যাক ক্যামেরা দিয়েই গোটা মুহূর্তটি নিজেই ভিডিও করে দেন বিরাট। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন ঋত্বিক পাঠক। ক্যাপশনে লেখেন, 'ফোনটি হয়তো চিরকাল টিকে থাকবে না, কিন্তু ভিডিওটি থেকে যাবে।' পোস্টটি মুহূর্তের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে যায়।

এখানেই শেষ নয়। বিরাট কোহলিকে ট্যাগ করে ঋত্বিক আরও লেখেন, 'জীবনে একবার কী দু'বার এমন ঘটে! কোহলিকে টানা তিন দিন বল করার অভিজ্ঞতা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এমন সুযোগ পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ।'

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

(ANNEXURE-I)
SHORT TENDER NOTICE
E-Tender is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:- **Name of the Work:** Repairing of plumbing work for Gents & Ladies bathroom at Matri Sadan hospital in Ward No. 26 under Rajpur Sonarpur Municipality. **NIT No. WBMAD/ULB/RSM/WS/2011/25-26 Dated 22/12/2025. Estimated Amount:** ₹ 6,82,421.00/-. **Submission started date:** 24.12.2025 at 17-30 hrs. **Submission End date:** 19.01.2026 at 17-30 hrs. Technical Bid opening date: 21.01.2026 at 17-30 hrs. For more details please visit website: **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Dr. Pallab Kumar Das, Chairman, Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER
E- tenders are invited by the Prodhan, **Nandanpur Gram Panchayat** (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Gopalpur, Nadia. **NIET NO- 10/SBM-G/2025-26, 08/15TH FC/TIED & UNTIED/2025-26,** Last date of submission accordingly **06.01.2026** and **13.01.2026 up to 11a.m.** visit **www.wbtenders.gov.in.**
For details please contact to the office.
Sd/- Prodhan, Nandanpur Gram Panchayat.

TENDER NOTICE
Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) mentioned the **eNIT-21/ CGP/2025-26. Dated 15/12/2025** which is uploaded in the website **http://wbtenders.gov.in**
Tender ID-2025_ZPHD_975187_1 TO 2025_ZPHD_975187_7
FUND:- APAS (Amader Para Amader Samadhan)
Last Date of Submission:- 12/01/2026
Visit the said website to know about those tender.
Sd/- Prodhan
Charkalgram Gram Panchayat

BONGAON MUNICIPALITY
1. Painting, Steel Gate & P.V.C. Door at Debgarh Municipal Primary School under the Scheme of Amader Para Amader Samadhan BOOTH NO-206. in ward No - 11 within Bongaon Municipalty. 2. Construction of Guard Wall at Malir Pond under the Scheme of Amader Para Amader Samadhan BOOTH NO-218 in ward no-13 within Bongaon Municipality L-70.0M, In Ward No-13.
Tender reference:
1. WBMAD/NIeT/254/BM/2025-26/APASIA
Date: 22.12.2025
2. WBMAD/NIeT/255/BM/2025-26/APAS/A
Date: 22.12.2025
Tender ID: 1. 2025_MAD_5004403_1, 2. 2025_MAD_5004420_1
1. Bid Submission Start date- **22.12.2025 at 6:55 PM.** 2. Prebid meeting date- **29.12.2025 at 02:00 PM.** 3. End date- **05.01.2026 at 10:00 AM.** 4. Bid opening date- **07.01.2026 at 10:00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
(1) WBMAD/ULB/ BM/PW/SBM-U2.0 / NIT– 55/2025- 2026
Memo No:- 3682/PWD/BM/2025-2026
Dated- 19.12.2025
Number of Work:- 13 (Thirteen) Sl. No. 1-13 Construction Community Toilet at different words in Bolpur Municipality. Last Date of Submission 15.01.2026 at 6:00 P.M. for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:- **www.wbtenders.gov.in**
(2) WBMAD/ULB/ BM/PW/APAS/NIT–49(2nd Call)/2025-2026
Memo No:- 3683 /PWD/BM/2025-2026
Dated- 19.12.2025
Number of Work:- 3 (Three) Sl. No. 1-3 Different type of civil works in ward no 12 under Bolpur Municipality. Last Date of Submission 02.01.2026 at 6:00 P.M. for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:- **www.tenders.wb.gov.in**
(3) WBMAD/ULB/ BM/PW/APAS/ NIT–50(2nd Call)/2025-2026
Memo No:- 3684 /PWD/BM/2025-2026
Dated-19.12.2025
Number of Work:- 1 (One) Sl. No. 1 Repairing of Kaliganj community center in ward no 3 under Bolpur Municipality. Last Date of Submission 02.01.2026 at 6:00 P.M. for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:- **www.tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-59/25-26 Dated 22.12.2025
Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_978035_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Exe. Engr. (Civil), ADDA

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH
e-Tender Inviting Notice
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- (i) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/31/2025-26, Dated 22.12.2025, Fund: BEUP.** Bid Submission Start Date: **23.12.2025 at 09.00 AM.** Last date of Bid Submission: **30.12.2025 upto 05.00 PM.** Date of Opening : **02.01.2026 at 11.00 AM.** Details are available in **https://tenders.wb.gov.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

Nischinda Gram Panchayat
Bally, Howrah
Re E-TENDER INVITING NOTICE
Re-Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for development works vide **e-NIT No. -739 to 761, Fund : APAS.** Published date: **19/12/2025.** Date of Closing : **31/12/2025 up to 01.00 PM.** Date of Opening: **31.12.2025 at 02.00 PM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Nischinda Gram Panchayat

Nischinda Gram Panchayat
Bally, Howrah
Re E-TENDER INVITING NOTICE
Re-Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for development works vide **e-NIT No. -13, Sl. No. 1 to 10, e-NIT No. -14, Sl. No. 1 to 7, Fund : APAS 25-26 & e-NIT No. -17, Fund : BEUP.** Published date: **22/12/2025.** Date of Closing : **14/01/2026 (NIT-17), 15/01/2026 (NIT-13, 14).** Date of Opening: **16/01/2026 (NIT-17), 17/01/2026 (NIT-13, 14).** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Nischinda Gram Panchayat

CORRIGENDUM NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/857/ 25-26/2nd Call Dated 20.11.2025	Upgradation of C. C. Road from H/O Anukul Biswas to H/O Biswajit Das (Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 250 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 1,57,790.00
WBMAD/ULB/ RSM/858/ 25-26/2nd Call Dated 20.11.2025	Upgradation of Surface Drain from H/O Bikash Shikdar to H/O Sanjeev Mondal (Proposed Sl. No.- 2) at Booth No.- 250 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 1,40,042.00
WBMAD/ULB/ RSM/859/ 25-26/2nd Call Dated 20.11.2025	Upgradation of C. C. Road from H/O Narayan Chowdhury to H/O Tapu Das (Proposed Sl. No.- 4) at Booth No.- 250 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 1,64,835.00
WBMAD/ULB/ RSM/860/ 25-26/2nd Call Dated 20.11.2025	Upgradation of Brick Pavement Road from H/O Jaydev Nandi to H/O Brijeswar Yadav (Proposed Sl. No.- 6) at Booth No.- 250 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 1,10,752.00

Bid Submission end date is being extended from **20.12.2025 at 11-00 hrs to 14.01.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫৮৫, তারিখ ঃ ১৯.১২.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আরএমএস বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **'ই'-টেন্ডার নং. ঃ এসডিএসটিই/এসআইজি/টি/২৯/২৫-২৬/আরআরএসকে; স্থানসহ কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনের নর্থ ও মেইন শাখায় সার্জ প্রোটেকশন ডিভাইসসহ আর্থিং সিস্টেমের পুনর্বাসন; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ₹ ২,১৯,৬৬,৪২২.৫০; **বায়না অর্থ/বিড সিকিউরিটি জমা দিতে হবে ঃ** ₹ ২,৫৯,৮০০.০০; **কাজ সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ০৯ মাস; **টেন্ডার জমা দেওয়ার শুরুর তারিখ ঃ** ০১.০১.২০২৬; **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ** ১৫.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত; **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ঃ** ১৫.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে; **বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in প্রযুক্তিগত যোগ্যতার মানদণ্ড ঃ-** টেন্ডারদাতাকে গত ০৭ (সাত) বছরে, যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, আগের মাসের শেষ দিন পর্যন্ত নিম্নলিখিত শ্রেণীর যেকোনো একটি কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে অথবা উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পন্ন করতে হবে; (i) তিনটি অনুরূপ কাজ যার প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০%-এর সমান পরিমাণের কম নয়, অথবা (ii) দুইটি অনুরূপ কাজ যার প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০%-এর সমান পরিমাণের কম নয়, অথবা (iii) একটি অনুরূপ কাজ যার প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০%-এর সমান পরিমাণের কম নয়। **আর্থিক যোগ্যতার মানদণ্ড ঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন বা 'ভি' হতে হবে, যেটি কম হবে; যেখানে ভি = টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য কোটি টাকা, এন = কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা যার জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীট অনুসারে, গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার পূর্ববর্তী তিন আর্থিক বছরের ''মোট চুক্তিভিত্তিক অর্থপ্রদান'' এর গড় হিসাবে গণনা করা হবে। তবে, যদি পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিট এখনও প্রস্তুত/নিরীক্ষিত না হয়ে থাকে, তাহলে চতুর্থ পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনার জন্য বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাদের জিসিসি ২০২২ (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম-৬)-এর অ্যানেক্সার-ভিআইবি অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে, সাথে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট কর্তৃক যথাযথভাবে প্রত্যয়িত নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট / নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীট দ্বারা যথাযথভাবে সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের সার্টিফিকেট। **অন্যান্য নথি জমা দিতে হবে ঃ** টেন্ডার নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে। **অনুরূপ কাজের প্রকৃতি ঃ** সিগন্যাল বা টেলিকমের যেকোনো কাজ যার মধ্যে সিগন্যাল বা টেলিকম কেবলের ট্রেঞ্চিং, বিছানো এবং পরীক্ষা করা অথবা অন্য যেকোনো বিবিধ আউটডোর এসঅ্যান্ডটি কাজ অন্তর্ভুক্ত। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতাকে টেন্ডারের সাথে টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণের দাবির সমর্থনে নথিপত্র জমা দিতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমাকৃত প্রমাণপত্রের সমর্থনে নথি/শংসাপত্রের অনুলিপির প্রতিটি পৃষ্ঠা টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদাতা সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নের মধ্যে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়) অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
SDAH-314/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Laying of PVC Pipe Line for Street Tap at Bank Basti near Ansari Para, Mondal Para, Bangal Para & School Para, W- 33.
e-Tender No. : WBDMC/W/80(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5004372_1 • Estimated Amount : 68,936.00/-
2) Name of the Work: Construction of Drain from Bangal Para to Monohar Singh Garrage, W- 33.
e-Tender No. : WBDMC/W/80(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5004372_2 • Estimated Amount : 4,93,808.00/-
3) Name of the Work: Construction of Drain from Neelam Devi's House to Jeetu Prasad House at Mondalpara, W- 33.
e-Tender No. : WBDMC/W/80(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5004372_3 • Estimated Amount : 4,36,397.00/-
4) Name of the Work: Improvement of Illumination with LED Street Light at Mohanpur Plot, Dhunora Plot under W- 35.
e-Tender No. : WBDMC/W/198(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5004436_1 • Estimated Amount : 2,32,953.00/-
5) Name of the Work: Construction of Shed at Dhanura Plot Rambhadra FP School, W- 35.
e-Tender No. : WBDMC/W/198(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5004436_2 • Estimated Amount : 2,32,774.00/-
6) Name of the Work: Construction of Shed at Dhanura Plot Rambhadra FP School, W- 35.
e-Tender No. : WBDMC/W/198(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5004436_3 • Estimated Amount : 1,20,931.00/-
7) Name of the Work: Repairing of Drain In Front of (a) Purnima Bauri House at Dhanura Plot (b) Abhijit Ghosh House at Mohanpur Plot W- 35.
e-Tender No. : WBDMC/W/198(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5004436_4 • Estimated Amount : 1,20,124.00/-
8) Name of the Work: Improvement of Illumination with LED Street Light at Street Light at Street No. 2,3,4 Mejedihi Plot under W.No.- 35.
e-Tender No. : WBDMC/W/212(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5004385_1 • Estimated Amount : 2,27,494.00/-
9) Name of the Work: Repairing of Concrete Road fom 1 No. Street to 4 No. Street at Mejedihi Plot, Gopalmath, W- 35.
e-Tender No. : WBDMC/W/212(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5004385_2 • Estimated Amount : 5,62,451.00/-
10) Name of the Work: Repairing of Drain at 2, 3, 4 No. Street at Mejedihi Plot within W.No.- 355.
e-Tender No. : WBDMC/W/212(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5004385_3 • Estimated Amount : 2,07,924.00/-
Last Date : 29th December 2025, up to 12:00 pm
11) Name of the Work: Repairing of Bituminous Road From Ajit Joyen's House to Katmil, Tarama Nagar, Ward No.- 15, under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/285(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5003663_1 • Estimated Amount : 9,94,059/-
12) Name of the Work: Repairing of Road at Rabindra Pally Street No.- 4, Ward No.- 16, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/243(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5003756_1 • Estimated Amount : 2,60,679/-
13) Name of the Work: Repairing of Bituminous Road Street No.- 06 at Sarat Sarani, Ward No.- 11, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/22(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5004468_1 • Estimated Amount : 2,90,881.00/-
14) Name of the Work: Construction of Culvert and Repairing of Drain at Street No.- 4 of Rammohan Sarani, Ward No.- 11, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/22(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5004468_2 • Estimated Amount : 1,32,777.00/-
15) Name of the Work: Construction of Cover Slab near Sarbuj Nagar Durga Temple, Ward No.- 11, under DMC .
e-Tender No. : WBDMC/W/22(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5004468_3 • Estimated Amount : 38,101.00/-
16) Name of the Work: Improvement of illumination with LED Street Light Fittings at Gautam Sarkar House Rammohan Sarani, under Ward No.- 11 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/22(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5004468_4 • Estimated Amount : 12,615.00/-
17) Name of the Work: Construction of Drain near House No. 2/41 at Golf Nagar, Ward No.- 11, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/22(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5004468_5 • Estimated Amount : 6,7,308.00/-
18) Name of the Work: Improvement of Illumination with LED Street Light Fittings at Rabindra Pally Street No. 6A/2 under Ward No. 16 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/265(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5004362_1 • Estimated Amount : 36,794/-
19) Name of the Work: Improvement of illumination LED Light Fittings at Kora Para near ICDS under Ward No.-16 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/265(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5004362_2 • Estimated Amount : 1,17,304/-
20) Name of the Work: Laying of 25mm Dia PVC underground Pipe Line for Street Tap from Amal House Harakesh House.
e-Tender No. : WBDMC/W/265(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5004362_3 • Estimated Amount : 56,811/-
21) Name of the Work: Laying of HDPE Pipe Line for Water Connection from Anil House to Mithun House Ward No.- 16, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/265(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5004362_4 • Estimated Amount : 50,163/-
22) Name of the Work: Repairing of Drain from Ramesh's House to Dharmendra House's, Ward No.- 16, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/265(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5004362_5 • Estimated Amount : 1,69,294/-
23) Name of the Work: Improvement of Illumination with Steel Tubular Pole, LED Light Fittings & LT/OH Un-armoured Cable at Dhunra Plot near Manasha Mandir under Ward No.- 15 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/162(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5004406_1 • Estimated Amount : 1,99,347/-
24) Name of the Work: Repairing of Drain near Subodh Mondal's House & Jiten Adhikari's House at Dhunraplot, Ward No.-15, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/162(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5004406_2 • Estimated Amount : 1,74,468/-
25) Name of the Work: Construction of Road at Near Rajesh Mahato's House at Bauripara, Ward No.- 15, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/162(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5004406_3 • Estimated Amount : 1,14,252/-
26) Name of the Work: Repairing of Drain near Mahesh Gorai's House at Dhunraplot, Ward No.- 15, under DMC .
e-Tender No. : WBDMC/W/162(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5004406_4 • Estimated Amount : 2,97,341/-
Last Date : 29th December 2025, up to 10:55 am
For details : **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

চিকিৎসাব্যবস্থার মেরুদণ্ড বনাম পেশাগত অবমাননা

টেকনিশিয়ান নয়, ‘মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট’ তথা ‘টেকনিক্যাল অফিসার’ পদে নিয়োগ শুরু করা নিশ্চিত হোক

শুভজিৎ বসাক

বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর স্বাস্থ্যব্যবস্থা মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কার্যত অচল। বাস্তব সত্যটি অনস্বীকার্য হলেও এই প্রযুক্তির মূল চালিকাশক্তিরা আজও প্রথাগত অবহেলার আড়ালে রয়ে গিয়েছেন। স্বাস্থ্যব্যবস্থায় চিকিৎসকদের পরেই যাদের অবস্থান হওয়ার কথা, সেই মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের সরিয়ে নার্সিং বিভাগকে গুরুত্বের শীর্ষে রাখা হয়েছে। নার্সিং পরিষেবার উন্নতি অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু তা মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের উপেক্ষা করে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আক্ষেপের বিষয় হলো, উচ্চশিক্ষিত এই পেশাজীবীদের আজও অনেকের কাছে ‘টেকনিশিয়ান’ হিসেবে পরিচিত হতে হয়; যে শব্দটি মূলত সাধারণ কারিগরি মিস্ত্রী বা মেকানিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একজন উচ্চতর ডিগ্রিধারী স্বাস্থ্যকর্মীকে এই বিশেষণে বিশেষিত করা শুধু ভুল নয়, বরং তাঁদের দীর্ঘদিনের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রতি চরম অবমাননা। তাই এই দীর্ঘকালীন অবমাননা মেটাতে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে যেমন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চিকিৎসকদের মেডিক্যাল অফিসার, ডিপ্লোমা ও গ্র্যাজুয়েট নার্সিং যোগ্যতায় চাকরিরত নার্সদের নার্সিং অফিসার পদে নিয়োগ করা হয় সেভাবেই অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গ্র্যাজুয়েট ও ডিপ্লোমা ডিগ্রীধারী মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের টেকনিক্যাল অফিসার পদে নিয়োগ কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে বাধ্যতামূলক হোক- যা সময়ের দাবি।

ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায়, আধুনিক নার্সিংয়ের প্রবর্তক ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মের প্রায় ২৮ বছর আগে ১৭৯২ সালে আধুনিক মেডিক্যাল টেকনোলজির সূচনা হয়েছিল নেপোলিয়ন বোনাপার্টের প্রধান সার্জন জিম ডমিনিক ল্যারির হাত ধরে। আজ যখন নার্সিং বিভাগ সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদার শিখরে, তখন ‘ট্রাইজ সিস্টেম’-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়েও মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টরা ব্রাত্য থেকে যাচ্ছেন। শিক্ষাগত যোগ্যতার নিরিখে নার্সিং ও মেডিক্যাল টেকনোলজি পড়ুয়াদের মধ্যে মৌলিক কোনো তফাত নেই। বরং অত্যাধুনিক প্যাথলজিক্যাল সরঞ্জাম, রেডিওলজি বা অপারেশন থিয়েটার ও ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিভাগে জটিল লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম পরিচালনার জন্য প্রতিটি নির্দিষ্ট পরিসরের মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের অনেক বেশি নিবিড় কারিগরি ও প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ নিতে হয়। উভয়ক্ষেত্রেই সরকার স্বীকৃত কাউন্সিল বা স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করতে হয়। এই সমতা থাকা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে যে পাহাড়প্রমাণ বৈষম্য দেখা যায়, তা অনভিপ্রেত।

এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছুটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ২০১৮ সালে ‘টেকনিশিয়ান’ শব্দটির অবলুপ্তি ঘটিয়ে স্বতন্ত্র ‘মেডিক্যাল টেকনিক্যাল পার্সোনাল’ (MTP) ক্যাডার অন্তর্গত মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট পরিসর তৈরি করা হয়। তবে নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্য এখনও বিদ্যমান। নার্সিং বিভাগে সুসংগঠিত কাউন্সিল ও কাঠামোর ফলে তাঁরা উচ্চপদে আসীন হতে পারেন, কিন্তু টেকনোলজিস্টরা পর্যাপ্ত প্রশাসনিক কাঠামোর অভাবে (মূলতঃ রাজ্যস্তরে সুসংগঠিত মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট কাউন্সিলের অভাবে) সাধারণ কর্মী হিসেবেই অবসর নিচ্ছেন। কেন্দ্রীয় স্তরে এই বৈষম্য আরও প্রকট। সেখানে নার্সিং কর্মীরা গ্রেড-১ অফিসার হিসেবে গেজেটেড পদে শেষ করেন, অথচ উচ্চশিক্ষিত টেকনোলজিস্টরা অনেক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর নিম্নস্তরে (মূলতঃ টেকনিশিয়ান পদে) নিযুক্ত হন- দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা নিয়োগভিত্তিক এই বিষয় আধুনিক বিভিন্ন ক্ষেত্র পর্যালোচনা করে পরিবর্তিত হওয়া অত্যাবশ্যক। সবচেয়ে বড় অসংগতি পরিলক্ষিত হয় স্থানীয় হাসপাতাল প্রশাসনে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্বাস্থ্য মন্ত্রকের স্পষ্ট নির্দেশিকা থাকা সত্ত্বেও (যেখানে বলা হয়েছে টেকনোলজিস্টরা সরাসরি বিভাগীয় প্রধান চিকিৎসকের অধীনে থাকবেন), অনেক প্রতিষ্ঠানেই নার্সিং ইনচার্জদের অধীনে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের কাজ করতে বাধ্য করা হয়। এই অযাচিত হস্তক্ষেপ এবং অমর্যাদাকর পরিবেশ তাঁদের পেশাগত মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে চলেছে। সময়ের দাবি মেনে এই অহেতুক বৈষম্যের অবসান হওয়া প্রয়োজন। অভিন্ন জাতীয় নীতি মেনে ‘টেকনিশিয়ান’ শব্দটির চিরতরে বিলোপ ঘটিয়ে দেশজুড়ে ‘মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট’ তথা ‘টেকনিক্যাল অফিসার’ পদে নিয়োগ শুরু করা নিশ্চিত করা হোক যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। তাঁদের জন্য স্বতন্ত্র বা নিজস্ব পরিসরে গেজেটেড অফিসার পদের পদোন্নতি কাঠামো তৈরি করা এবং সমযোগ্যতার ভিত্তিতে নার্সিং ও মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ক্যাডারের মধ্যে বেতন বৈষম্য দূর করা জরুরি। পাশাপাশি, এই পেশার পথিকৃৎ জিম ডমিনিক ল্যারির স্মরণে প্রতি বছর কৃতি টেকনোলজিস্টদের রাষ্ট্রীয় সম্মাননা প্রদান করা উচিত। যথাযথ সম্মান ও স্বীকৃতি ছাড়া প্রযুক্তিনির্ভর স্বাস্থ্য পরিষেবা কখনোই সমৃদ্ধ হতে পারে না। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উচিত এই অদৃশ্য সৈনিকদের উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় প্রকৃত ন্যায়বিচার ও পেশাগত ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা করা।

শরীরশিক্ষায় কর্মসংস্থান উপযোগী পড়ার সুযোগ

ড.জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

উচ্চ মাধ্যমিকের পর ছাত্র ছাত্রীদের নিজেদের পছন্দের কোর্স নিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ। আজকে শারীর শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনার কি কি সুযোগ আছে , তাই নিয়ে কিছু পরামর্শ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে । গত ২০১৫ সালে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, উচ্চ মাধ্যমিকে শারীর শিক্ষাকে সামান্য নামের পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা নাম দিয়ে চালু করা হয়েছে । উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের দেরীতে হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগ বাদে কলা এবং বাণিজ্য বিভাগে যে সব বিষয় পড়ানো হয় , এবং সেই সব বিষয়ে উচ্চ শিক্ষায় যে কাজের পরিধি আছে , আমার মতে শারীর শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করলে, তার চেয়ে অনেক বেশী পেশাগত কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে । প্রথমত এখন যেহেতু স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষা কোর্স পড়ানো হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারও সুযোগ রয়েছে , তাই উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর শারীর শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করলে অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়া যেতে পারে । যেমন স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা এবং অধ্যাপনার সুযোগ রয়েছে । এছাড়া শারীর শিক্ষার ডিপ্লোমা কোর্স (বি পি এড বা এম পি এড)*করে কেন্দ্রীয় সরকারের স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার অধীনে বিভিন্ন খেলার কোচিং ডিগ্রী কোর্স করা যায় । এতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রীড়া দপ্তরের বিভিন্ন খেলার কোচ হিসাবে নিয়োগ পাওয়া যায়। তাছাড়া ক্ষুয্যোগক্ষ্ম এর উপরে ডিপ্লোমা এবং মাস্টার্স কোর্স করেও কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। শুধু ক্ষুয্যোগক্ষ্ম ব্যায়ামের উপর কোর্স করে যোগ ব্যায়াম কেন্দ্র করে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

প্রতিটি জেলায় থাকে একজন শারীর শিক্ষা এবং যুব কল্যান আধিকারিক (DOPE) এবং একজন সংগঠক (Organizer) । শারীর শিক্ষার উপর কোর্স করে রাজ্য সরকারের এই অফিসার পদে কর্মসংস্থান হওয়ার সুযোগ রয়েছে। শারীর শিক্ষার ডিপ্লোমা বা মাস্টার্স কোর্স করে সুযোগ রয়েছে ফিজিওথেরাপি কোর্স করার। আর বর্তমানে ফিজিওথেরাপি খুবই জনপ্রিয় চিকিৎসা ব্যবস্থা। এই কোর্স করেও স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

বর্তমান পৃথিবীতে প্রতিবছর গেমস এন্ড স্পোর্টসের উপর কোটি কোটি ডলার খরচ করা হয় । তাই খেলাধুলা শুধু বিনোদন নয়, খেলাধুলা আক্ষরিক অর্থেই এক বৃহৎ শিল্প। এই শিল্পের সাথে যুক্ত বিভিন্ন ক্রীড়া সরঞ্জাম তৈরীর কারখানা। সেখানে দরকার উন্নত প্রযুক্তির । আর এই কাজটি করতে পারে শারীর শিক্ষার পর খেলাধুলার সাথে যুক্ত বিভিন্ন কোর্স করে। বর্তমানে আর একটি কোর্স খুবই জনপ্রিয় । তা হলো স্পোর্টস ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোর্স । আছে পিচ কিউরেটর , বিভিন্ন খেলার ক্রীড়া পরিচালক , স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট কোর্স ইত্যাদি।

বর্তমানে ক্রীড়া বিজ্ঞান অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় , যা খেলোয়াড়দের উন্নত দক্ষতার উন্নয়নের সহায়ক।

তাই আমি মনে করি শুধু সাধারণ ডিগ্রি কোর্সে বাংলা ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্র বিজ্ঞান , দর্শন ইত্যাদি বিষয় থেকে শারীর শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশী। যদিও এখনো আমাদের দেশে শারীর শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের সচেতনতা কম। সরকারও উদাসীন । তারপরেও এই বিষয়টি কোনো একজনকে দিতে পারে আন্তর্জাতিক পরিচিতি এবং বড় কর্মসংস্থানের সুযোগ ।

অষ্টম বেতন কমিশন

বেতন কতটা বাড়বে? প্রত্যাশা রয়েছে কতটা

সপ্তম বেতন কমিশনের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫-এ শেষ হচ্ছে। সরকার এখনও বেতন সংশোধন বা বকেয়া গণনা সম্পর্কে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না করলেও ইংরেজি নয়া বছরের প্রথম দিন থেকেই কার্যকর হতে পারে অষ্টম বেতন কমিশন। ফলে আসার আলো দেখছেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীরা।

পূর্ববর্তী বেতন কমিশনের প্রবণতা অনুসারে, প্রকৃত বেতন পরিশোধ পরে হলেও, বকেয়া সাধারণত পূর্ববর্তী কমিশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরের দিন থেকেই শুরু হয়।

অষ্টম বেতন কমিশন কবে বাস্তবায়িত হবে?

নভেম্বর ২০২৫-এ অর্থ মন্ত্রক অষ্টম বেতন কমিশনকে তার প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য ১৮ মাস সময় দিয়েছে। এর মানে হল, সুপারিশগুলো সম্ভবত ২০২৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রস্তুত হবে।

বিশেষজ্ঞরা ব্যাখ্যা করেছেন যে, অষ্টম বেতন কমিশন কার্যকরের হলেও, বর্ধিত বেতন কর্মচারীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছানোর প্রকৃত সময়ের মধ্যে বিলম্ব হবে, ফলে এর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

কাগজে-কলমে, অষ্টম বেতন কমিশনকে ১ জানুয়ারি (২০২৬) থেকে কার্যকর বেতন সংশোধনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে, পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে ‘কার্যকর তারিখ’ এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রথম বর্ধিত বেতন জমা হওয়ার মধ্যে সাধারণত একটি ব্যবধান থাকে।

যে সপ্তম বেতন কমিশনের সময়, ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে বেতন সংশোধন করা হয়েছিল, কিন্তু মন্ত্রিসভার অনুমোদন আসে সেই বছরের জুন মাসে এবং বকেয়া পরবর্তী মাসগুলোতে পরিশোধ করা হয়েছিল।

বাস্তবে, কর্মচারীদের ২০২৬-২৭ অর্থবছরের কোনও এক সময়ে প্রকৃত অর্থ বিতরণের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত, এবং বকেয়া (যদি থাকে) বিজ্ঞাপিত কার্যকর তারিখ থেকে জমা হবে।

অষ্টম বেতন কমিশনের অধীনে বেতন বৃদ্ধির পরিমাণ কতটা প্রত্যাশিত?

এখনও কোনও সরকারি সংখ্যা ঘোষণা করা হয়নি, তবে পূর্ববর্তী বেতন কমিশন এবং বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দেখে একটি অনুমান করা যেতে পারে।

ষষ্ঠ বেতন কমিশনের ফলে গড় বেতন প্রায় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সপ্তম বেতন কমিশনে তুলনামূলকভাবে কম বৃদ্ধি হয়েছিল, মাত্র ২৩-২৫ শতাংশ অনুমান করা হয়েছিল, যেখানে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ছিল ২.৫৭। অষ্টম বেতন কমিশনের জন্য প্রাথমিক পূর্বাভাস অনুযায়ী, বেতন বৃদ্ধির হার ২০-৩৫ শতাংশ হতে পারে। ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৪ থেকে ৩.০-এর মধ্যে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, যা বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে মূল বেতন বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। তবে, এই সংখ্যাগুলো কেবল প্রত্যাশা, কোনও নিশ্চয়তা নয়।

চূড়ান্ত বৃদ্ধি কীসের উপর নির্ভর করবে?

বিশেষজ্ঞদের মতে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা, সরকারি অর্থব্যবস্থা এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি-সহ বেশ কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করবে।

সরকার একটি ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করবে। চূড়ান্ত সংখ্যাটি আগামী ১২-১৮ মাসের মুদ্রাস্ফীতি, ১৬তম অর্থ কমিশনের পরের আর্থিক সংস্থান, কর আদায়ের হার এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার উপর নির্ভর করবে। সরকার একটি নজরকাড়া ও সন্তোষজনক বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে ভাতা এবং মহার্ঘ ভাতার সমন্বয়ের একটি সুচিন্তিত কাঠামোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করবে।

কর্মচারীদের কী মনে রাখা উচিত?

যদিও কাগজে-কলমে ১ জানুয়ারি, ২০২৬-কে অষ্টম বেতন কমিশনের কার্যকর তারিখ হিসেবে ধরা হয়, তবে প্রকৃত বেতন সংশোধন এবং বকেয়া পেতে সময় লাগতে পারে। আগের বেতন কমিশনগুলোর মতো এবারও কর্মচারীদের একটি অপেক্ষার সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আপাতত, একটি মাঝারি কিন্তু অর্থবহ বেতন বৃদ্ধির প্রত্যাশা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে, এবং অষ্টম বেতন কমিশন তার প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর ও সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

অর্থের খোঁজ

বড়দিনের দিকে তাকিয়ে দেশের শেয়ার বাজার

গত এক দশকে ভারতীয় ইকুইটি বাজারে স্যান্টা অত্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কাজ করেছে, বিশেষ করে স্মলক্যাপ শেয়ারগুলিতে। গবেষণা অনুযায়ী, শেষ পাঁচটি ডিসেম্বর ট্রেডিং সেশন এবং জানুয়ারির প্রথম দুই দিনের সময়সীমায় স্মলক্যাপ সূচক গড়ে ৩.৫৫ শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে, এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল;গত ১০ বছরে এই সময়ে স্মলক্যাপের লাভের হার ছিল ১০০ শতাংশ। অর্থাৎ, প্রতি বছরই এই সময়ে স্মলক্যাপ সূচক লাভে বন্ধ হয়েছে, যা বাজারে অত্যন্ত বিরল একটি ধারাবাহিকতা।

মিডক্যাপ শেয়ারগুলিও এখানে শক্তিশালীভাবে অংশগ্রহণ করেছে। গড়ে ২.৬৩ শতাংশ রিটার্ন এবং ৯০ শতাংশ সাফল্যের হার ইঙ্গিত দেয় যে বছরের শেষে বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা বাড়ে। অন্যদিকে, বড় সংস্থাগুলিকে প্রতিনিধিত্ব করা নিফটি ১০০ সূচক তুলনামূলকভাবে কম হলেও নির্ভরযোগ্য লাভ দেখিয়েছে;গড়ে ১.৭৮ শতাংশ।

এই সময়ে লোকসানের ঝুঁকিও ছিল অত্যন্ত সীমিত। এমনকি তুলনামূলক দুর্বল বাজার পরিস্থিতিতেও বড় পতনের নজির নেই। এটি শুধু ভারতের ক্ষেত্রেই নয়, বিশ্ববাজারেও দেখা যায়;বছরের শেষে কর পরিকল্পনা, পোর্টফোলিও রিব্যালান্সিং এবং নতুন বছরের আগে ইতিবাচক মানসিকতা বাজারকে সহায়তা করে।

পরিসংখ্যান আরও স্পষ্ট করে বিষয়টি তুলে ধরে। ২০২২ সালে স্মলক্যাপ সূচক বেড়েছিল ৭.২৩ শতাংশ, যেখানে মিডক্যাপ বেড়েছিল ৪.৪৫ শতাংশ এবং নিফটি ১০০ বেড়েছিল ২.৭৩ শতাংশ। ২০২১ সালেও স্মলক্যাপ ৫.৫০ শতাংশ লাভে এগিয়ে ছিল। এমনকি মহামারি-আক্রান্ত ২০২০ সালেও স্মলক্যাপ বেড়েছিল ৫.৩৪ শতাংশ।

মাত্র একটি বছর ২০১৫ স্মলক্যাপে সামান্য পতন দেখা যায়, যদিও মিডক্যাপ ও লার্জক্যাপ তখনও লাভে ছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলিতেও এই প্রবণতা বজায় রয়েছে। ২০২৪ সালে স্মলক্যাপ বেড়েছে ২.৩৯ শতাংশ, আর ২০২৩ সালে বেড়েছে ২.১৬ শতাংশ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধারাবাহিক পারফরম্যান্স প্রমাণ করে যে স্যান্টা ক্যালেন্ডারভিত্তিক কাকতালীয় ঘটনা নয়। বরং এটি বাজারের আচরণগত ও লিকুইডিটি কাঠামোর ফল। তাই স্বল্পমেয়াদি ট্রেডারদের জন্য বছরের এই সময়টি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, বিশেষ করে যখন সামগ্রিক বাজারে অনিশ্চয়তা থাকে।

সব মিলিয়ে, তথ্য বলছে;ভারতীয় শেয়ারবাজারে স্যান্টা বাস্তব। আর এর সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী স্মলক্যাপ শেয়ারই। তাই যারা এখানে বিনিয়োগ করেছেন তারা বছরের শেষে ভাল মুনাফার হার ঘরে তুলতেই পারেন। সেখানে বিশেষ কোনও অসুবিধা হবে না। তাদের সঙ্গেই থাকবে বড়দিনের আনন্দ আর স্যান্টার আশীর্বাদ।

গোপাল গুরুকুল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান

সকাল থেকে স্কুল চত্বর সেজে উঠেছিল রঙিন বেলুন, ব্যানার ও আলোর সাজে

শনিবার আয়োজিত হল গোপাল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান।সকাল থেকে স্কুল চত্বর সেজে উঠেছিল রঙিন বেলুন, ব্যানার ও আলোর সাজে।কার্নিভালের সূচনা হয় এক মনোমুগ্ধকর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।এদিন প্রায় ৬০০ছাত্র ছাত্রী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।কেউ গাইলেন গান,কেউ পরিবেশন করলেন নৃত্য।মঞ্চে অনুষ্ঠিত ম্যাজিক শো সবাইকে বিস্মিত করে।পড়ুয়াদের মানসিক বিকাশের জন্য তাদের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন বলে জানালেন স্কুলের শিক্ষকরা। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের কর্ণধার দিলীপ ঘোষ, অলিভ ঘোষ সহ বিশিষ্টজনেরা।

শনিবার আয়োজিত হল গোপাল গুরুকুল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান। সকাল থেকে স্কুল চত্বর সেজে উঠেছিল রঙিন বেলুন, ব্যানার ও আলোর সাজে। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের কর্ণধার দিলীপ ঘোষ, অলিভ ঘোষ সহ বিশিষ্টজনেরা।